শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী
৩/৫/৬৫

বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব গবেষণাধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায়
ডঃ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী
তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক রচিত

সম্পাদক
ডক্টর শ্রীশীতাংশুশেখর বাগচী
এম্.এ ; এল্.এল্.বি. ; ডি.লিট্
নির্দেশক, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, দরভংগা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৬৫

মূল্য : ৪'৫০

প্রাপ্তিস্থান :
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান সময়ে বেদের আলোচনা ও গবেষণা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে ও গবেষণাগারে চলিতেছে। তাহার কারণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। ভারতীয় আর্যজাতির ঐহলৌকিক অভ্যুদয় ও পারলৌকিক নিঃশ্রেয়সের পথ আবহমান কাল হইতে বৈদিক অনুশাসনের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উত্থান-পতন হইলেও তাহার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যকে যাহা স্থির ও অবিচল, ধ্রুব ও শাশ্বত করিয়া রাখিয়াছে—তাহা হইতেছে বেদ। সেজন্য ভারতীয়গণের নিকট ইহার গুরুত্ব অপরিমেয়।

ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব শাসকগণ ভারতীয়গণের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ফাটল ধরাইবার জন্য গবেষণার নামে বেদের সম্বন্ধে নানারূপ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ভারতীয়গণের মনে বেদের প্রতি অনাদর ও বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তুলিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তাঁহাদের সেই প্রয়াস বহু অংশে সফলও হইয়াছে। আর তাহা হইবারই কথা। কারণ যে জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে তাহার পক্ষে শাসকজাতির উক্তির উপর প্রামাণ্য স্থাপন করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বেদ পৃথিবীর মাত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ নহে। অর্থ নিরূপণের জন্য ছয়টি বেদাঙ্গ পরিচারকের ন্যায় রাজাধিরাজ সম্রাট্ এই বেদের অনুসরণ করিতেছে। আর ইহার ফলেই এত দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেলেও বেদের অর্থ বিপ্লুত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ ছয়টি অঙ্গ ইহার সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। কিন্তু বেদের অস্তিত্বকে তাঁহারা পররাজ্য-লোলুপ আক্রমণকারিগণের নিকট হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচীনের প্রতি নির্যুক্তিক অন্ধ বিশ্বাস থাকা যেরূপ অন্যায়, সেইরূপ নিজের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া অমুক সাহেবের আধুনিক মত বলিয়া

তাহাকে স্বতঃপ্রমাণ মনে করাও চিন্তার দৈন্য খ্যাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রাচীন ভারতীয়গণের নিকট বেদের অর্থ নিরূপণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক ভাবনার জন্য অপেক্ষিত ছিল। ইহা তাঁহাদিগের নিকট কল্পনাবিলাস মাত্র ছিল না। যে বৈদিক আর্যজাতি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা দ্বারা বেদার্থের মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়াছেন তাঁহারা বেদের অর্থ অবগত হইতে পারেন নাই; আর যে শাসকজাতি কোনও বেদজ্ঞ ভারতীয়ের নিকট বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখাই যাঁহাদের মূল অভিসন্ধি ছিল—যাঁহাদের বেদের সহিত কোনওরূপ সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধ কোনও দিক্ হইতে ছিল না—তাঁহারা বেদার্থ বুঝিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা চিন্তাজগতে আর কি বিস্ময়কর ব্যাপার কল্পনা করা যাইতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থের আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও স্বর্গীয় গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা-ধারার সহিত যাহাতে ভারতবর্ষে বেদের গবেষণা কার্যে নিরত অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পরিচয়লাভ করিতে পারেন তাহার জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

সময়ের অভাব প্রযুক্ত এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন আমার পক্ষে যথোপযুক্ত ভাবে করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য স্থানে স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। যদি সম্ভব হয় তবে ইহার পরবর্তী সংস্করণে উহার সংশোধন করা হইবে।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই গ্রন্থের সম্পাদনার সময় মিথিলা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তলাল ঠাকুর, এম. এ. ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহাপ্রভুলাল গোস্বামী এম. এ. নানাভাবে মূল্যবান্ পরামর্শ দিয়া আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। সেজন্য আমি শিষ্টাচার পালনের অনুরোধে তাঁহাদের উভয়ের প্রতি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিরত হইতেছি।

শীতাংশুশেখর বাগচী

২৭, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
৬-১-৬৫

॥ প্রস্তাবনা ॥

বেদের মন্ত্রভাগে যে অধ্যাত্মবিদ্যা আছে ইহা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রই স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছেন—অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্ (ঋক্ সং ৮।২।২৪।৪)। এই ঋক্ মন্ত্রটি নিরুক্তগ্রন্থে যাস্ক বেদের অর্থজ্ঞান প্রশংসার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নিজেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। যাস্ক বলিয়াছেন—মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত না হইয়া কেবল সেই মন্ত্রের পাঠমাত্র দ্বারা বিশেষ ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। অজ্ঞাত মন্ত্র ইহলোকে এবং পরলোকে মন্ত্রপাঠকর্তার প্রীতি সম্পাদন করে না। মন্ত্রার্থ অবগত না হইয়া কেবল মন্ত্রমাত্র পাঠ মায়ামাত্র অর্থাৎ ছলমাত্র। তাদৃশ মন্ত্রপাঠকর্তা মন্ত্রার্থ অবগত না থাকায় দেবলোকে বা মনুষ্যলোকে কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। বেদমন্ত্রের অর্থ না জানিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিলে সেই পঠিত মন্ত্র পাঠকের নিকটে অফল এবং অপুষ্প অর্থাৎ পুষ্পফল-বর্জিত হইয়া থাকে। এই ঋক্-মন্ত্রেও বলা হইয়াছে—"অফলামপুষ্পাম্"। ইহার ব্যাখ্যাতে যাস্ক বলিয়াছেন—অর্থই বেদমন্ত্রের পুষ্প ও ফল 'অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহ'[১]—(নিরুক্ত উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ)। এই স্থলে যাস্ক মন্ত্রের ত্রিবিধ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন—যাজ্ঞ, দৈবত ও অধ্যাত্ম। মন্ত্রমাত্রের এই ত্রিবিধ অর্থ হইয়া থাকে—"যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা" (নিরুক্ত উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ)। যজ্ঞপরিজ্ঞান যাজ্ঞ, দেবতাপরিজ্ঞান দৈবত এবং আত্মবিষয়ক যে অর্থ তাহা অধ্যাত্ম। বেদ হইতে যখন অভ্যুদয়লক্ষণ ধর্ম অবগত হওয়া যায় তখন যাজ্ঞ, পুষ্প ও দৈবত ফল। পুষ্প ফলের পূর্বাবস্থা, ফলের জন্যই পুষ্প হয়। এইরূপ যাজ্ঞ অর্থ দেবতার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া যাজ্ঞ অর্থ পুষ্প ও দৈবত ফল। যজ্ঞপরিজ্ঞানের ফল দেবতার স্বরূপ পরিজ্ঞান, এইজন্যই যাজ্ঞ পুষ্প ও দৈবত ফল বলা হইয়াছে।

আবার বেদমন্ত্র হইতে নিঃশ্রেয়সলক্ষণ ধর্ম অভিপ্রেত হইলে যাজ্ঞ ও দৈবত উভয়ই পুষ্প এবং অধ্যাত্ম ফল। এইজন্যই যাস্ক বলিয়াছেন—"দেবতাধ্যাত্মে বা"। ইহার অর্থ—দৈবত অর্থ পুষ্প এবং অধ্যাত্ম অর্থ ফল।

দৈবত অর্থের মধ্যেই যাজ্ঞ অর্থও অন্তর্ভূর্ত বলিয়া যাস্ক কেবল দৈবতেরই নির্দেশ করিয়াছেন, যাজ্ঞ অর্থের পৃথক্ নির্দেশ করেন নাই। সুতরাং যাজ্ঞ ও দৈবত উভয়েই পুষ্প এবং অধ্যাত্মই ফল। নিঃশ্রেয়সলক্ষণ ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই যাস্ক অধ্যাত্মকে ফল বলিয়াছেন। মন্ত্রের অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রথমতঃ বেদ হইতে যজ্ঞস্বরূপ অবগত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের সায়ণভাষ্যও বেদমন্ত্রের অধিযজ্ঞ অর্থ প্রদর্শনের জন্যই রচিত হইয়াছে। আবার যজ্ঞ-স্বরূপের অবগতি হইতে যজ্ঞে যজনীয় দেবতার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। দেবতার পূজাই যজ্ঞ। যাজ্ঞিক যে দেবতার উদ্দেশে যাহার প্রীতির জন্য যজ্ঞ করিয়া থাকেন দেবতার প্রীতিসাধন সেই যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় দেবতার পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে—মন্ত্রের যাজ্ঞ অর্থ পুষ্পস্থানীয় ও দৈবত অর্থ ফলস্থানীয়। নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা মন্ত্রপ্রকাশ্য দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন। সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা যজনীয় এই দেবতার স্বরূপ কি—এই সম্বন্ধে দৃষ্টি তখনই পতিত হইবে যখন যজ্ঞদ্বারা যজনীয় দেবতার স্বরূপজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইবে।

নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে এই দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন—"যজ্ঞসংযোগাদ্ রাজা স্তুতিং লভেত। রাজ-সংযোগাদ্ যুদ্ধোপকরণানি" (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ৯।১১)। এই নিরুক্ত বাক্যের ব্যাখ্যাতে ভগবদ্দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—এই উক্তির দ্বারা যাস্ক স্তুতি-সংক্রম ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন যুদ্ধোপকরণ খড়্গ, পরশু প্রভৃতি রাজার সংযোগপ্রযুক্ত অর্থাৎ রাজসম্বন্ধী বলিয়া স্তুত্য হইয়া থাকে এইরূপ রাজাও যজ্ঞসম্বন্ধ প্রযুক্তই স্তুত্য হইয়া থাকেন এবং যজ্ঞও দেবতা-সম্বন্ধ প্রযুক্তই স্তুত্য হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবতাও আত্মসম্বন্ধ প্রযুক্তই স্তুত্য হইয়া থাকেন। এইরূপে আত্মারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবে অবস্থিত হইয়া সর্বাবস্থ আত্মাই স্তুত্য হইয়া থাকেন। সুতরাং সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই আত্মস্তুতিতেই পর্যবসিত। সমস্ত স্তুতিরই আত্মস্তুতিতেই পর্যবসান। আর এই কথাই যাস্ক দৈবতকাণ্ডের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে", আবার বলিয়াছেন—"আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বঃ, আত্মা আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য।" (দৈবতকাণ্ড

উপোদ্‌ঘাত ৭।৪)। এইজন্য বেদমন্ত্রে যে যে স্থানে আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞ বা দেবতা স্তুত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় সেই সমস্ত স্তুতিরও পর্যবসান আত্ম স্তুতিতে। আমরা ইতঃপূর্বে "আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য" এই নিরুক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বেদমন্ত্রে কোন স্থলে অশ্বাদি প্রাণীর স্তুতি, কোন স্থলে অক্ষ, রথ প্রভৃতি দ্রব্যের স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্বতঃই শঙ্কা হয় যে, অশ্ব, অক্ষ, রথ প্রভৃতি সমস্তই তো অদেবতা। অ-দেবতা স্তুত্য হইল কিরূপে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহারাও দেবতাই বটে। কারণ মহা-ঐশ্বর্যশালিনী দেবতাই স্বীয় আত্মাকে রথাদিরূপে বিকৃত করিয়া রথাদিসাধ্য অর্থ-সম্পাদন করিয়া থাকেন। এজন্য রথাদিস্তুতির দ্বারা সেই দেবতাত্মাই স্তুত হইয়া থাকেন। আর এই জন্যই যাস্ক আবার বলিয়াছেন—"মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।" ইহার অভিপ্রায়—দেবতা মহা-ঐশ্বর্যশালিনী। অণিমা, মহিমা প্রভৃতি মহৎ-ঐশ্বর্য দেবতার আছে। এজন্য স্বীয় ঐশ্বর্যপ্রভাবে একই দেবতাত্মা বহুরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। আবার যাস্ক বলিয়াছেন— "একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।" (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড উপোদ্‌ঘাত ৭।৪)। অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতা পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন হইলেও অগ্ন্যাদি সমস্ত দেবতা এক মহান্ দেবতাত্মার সহিত অভিন্ন— যেমন মৃত্তিকানির্মিত ঘটাদিদ্রব্য মৃত্তিকার সহিত অভিন্ন। এইরূপ অঙ্গও অঙ্গী হইতে অভিন্ন। একই মহান্ আত্মা অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্যাদিরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাবে বহুভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বহুভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়াই একই মহান্ আত্মা বেদমন্ত্রে বহুধা স্তুত হইয়া থাকেন।

ভগবান্ যাস্ক এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত ঋক্-মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি। মায়াঃ কৃণ্বাণস্তন্বং পরিস্বাম্।" (ঋক্ সং ৩।৩।২০।৩) এই ঋক্-মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, মঘবা ইন্দ্র অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যশালিনী পরমাত্মা দেবতা স্বীয় মায়াবশতঃ অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের অনুরূপ আর একটি ঋক্-মন্ত্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।"

ইতি (ঋক্ সং ৪।৭।৩০)। বৃহদারণ্যকে আম্নাত এই ঋক্-মন্ত্রটি ঋক্ সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অবস্থিত আছে। এই সংবাদ অনেকেই রাখেন না। এজন্য তাঁহারা উপনিষদের উক্তি হইলেই তাহা পরবর্তীকালীন বলিয়া মনে করেন। আর যাঁহারা ঋক্ সংহিতার প্রথম মণ্ডল বা দশম মণ্ডলকে পরবর্তীকালীন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদিগের নিকটও আমাদের বিনম্র নিবেদন এই যে, প্রদর্শিত ঋক্-মন্ত্র দুইটিতে যে পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা ঋক্ সংহতিার তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে আম্নাত, প্রথম অষ্টকে বা অষ্টম অষ্টকে আম্নাত নহে।

ঋক্ সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের যে মন্ত্রটি বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে সেই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন— সেই পরমেশ্বর নাম-রূপ ব্যাকৃতির জন্য নানারূপে অবস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, পরমেশ্বর কেন নানারূপে ভাসমান হইলেন? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর মন্ত্রের মধ্যেই বলা হইয়াছে—"তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।" পরমেশ্বর আত্মস্বরূপের প্রতিখ্যাপনের জন্য নানা মূর্তিতে ভাসমান হইয়াছেন। যদি পরমেশ্বর ব্যাকৃত নামরূপে ভাসমান না হইতেন তবে সেই পরমেশ্বরের নিরুপাধিক প্রজ্ঞানঘনরূপ কখনও প্রতিখ্যাপিত হইতে পারিত না। যখন পরমেশ্বর শরীর, ইন্দ্রিয়াদিরূপে ব্যাকৃত নামরূপ যুক্ত হন তখন তাঁহার প্রজ্ঞানঘন রূপ প্রতিখ্যাপিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে ইন্দ্রশব্দ পরমেশ্বরাভিধায়ী। পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এক প্রজ্ঞানঘনরূপ হইলেও মায়াবশতঃ নানামূর্তি হইয়াছেন—ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। মায়াবশতঃ বলায় পরমেশ্বর পরমার্থতঃ নানামূর্তি হন নাই—, ইহাই দেখান হইয়াছে! মন্ত্রাম্নাত পরমেশ্বরই মায়াবশতঃ নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। যাহা প্রদর্শিত ঋক্-মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাহাই বেদান্ত দর্শনে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র. সূঃ ১।১।২) সূত্রদ্বারা বিচারিত হইয়াছে। এজন্য যাঁহারা বেদের মন্ত্রসংহিতা হইতে দর্শনশাস্ত্রসমূহ বিচ্ছিন্নার্থক ও বিরুদ্ধার্থক মনে করেন তাঁহাদিগকে আমরা প্রদর্শিত তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকের মন্ত্র দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

ভগবান্ যাস্কের মতে সমস্ত ঋক্ মন্ত্রই আত্মস্তুতিপর্যবসায়ী। যাস্ক অধিদেব অর্থের প্রতিপাদক মন্ত্রেরও অধ্যাত্মতাতেই পর্যবসান বলিয়াছেন।

বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরের যে নানা বিভূতির স্তুতি করা হইয়াছে সেই সমস্ত স্তুতি জগতের মূল কারণ সর্ববিভূতিমান্ পরমেশ্বরেই পর্যবসিত হইয়াছে। এজন্য আপাত দৃষ্টিতে ঋক্ সংহিতার মন্ত্ররাশির অর্থ বিভিন্নরূপ প্রতীত হইলেও সমস্ত বেদমন্ত্রই পরমেশ্বরের স্তুতিতে পর্যবসিত। ইহাই যাস্ক প্রভৃতি আচার্যগণের অভিপ্রেত।



বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা

১

ইতঃপর আমরা ঋক্-সংহিতা হইতে সূক্ত ও মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বেদমন্ত্রে অধ্যাত্মবিদ্যা ও দার্শনিকতত্ত্বের সমালোচনা প্রদর্শন করিব। ঋক্ সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টকে "অস্যবামী"য় সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এই সূক্তটি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিষয়ক হইলেও ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এই সূক্তের যে যে মন্ত্র সাক্ষাৎভাবে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রতিপাদক সেই সেই মন্ত্রগুলিরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সূক্তে ৫২টি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে এবং এই সূক্তের দ্রষ্টা ভগবান্ দীর্ঘতমা। ঋক্-অনুক্রমণিকাতে বলা হইয়াছে "অস্য দ্বিপঞ্চাশদল্পস্তবং ত্বেতৎ সংশয়োত্থাপনপ্রশ্নপ্রতিবাক্যান্যত্র প্রায়েণ জ্ঞানমোক্ষাক্ষরপ্রশংসা চ।" ইহার ব্যাখ্যাতে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—এই সূক্তটির নাম অল্পস্তব। কারণ এই সূক্তে স্তবনীয় বস্তু বহু নহে বলিয়া স্তুতিভাগও অল্প। স্তুতিভাগের, অল্পত্বপ্রযুক্তই এই সূক্তের নাম অল্পস্তব। এই সূক্তে প্রায়শঃ সংশয়োত্থাপনাদি বহু অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সূক্তে যেমন সংশয়োত্থাপন আছে এইরূপ প্রশ্নপ্রদর্শন, প্রতিবাক্য প্রদর্শন অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরবাক্য প্রদর্শন এবং এই সূক্তে তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষ ও অক্ষরপ্রশংসা আছে। ইহাই ঋক্-অনুক্রমণিকাকার বলিয়াছেন। সুতরাং অনুক্রমণিকাকারের মতেও এই সূক্তে তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। এই সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি ভগবান্ দীর্ঘতমার পরিচয় মহাভারতের আদিপর্বে ১০৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে ও মমতার গর্ভে ভগবান্ দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘতমা জন্মান্ধ বলিয়া ইঁহার নাম দীর্ঘতমা হইয়াছে। ভগবান্ বৃহস্পতির অভিসম্পাতপ্রযুক্ত ইনি জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘতমার নামই গোতম। মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩৪১ অধ্যায়ে এই দীর্ঘতমাই যে গোতম তাহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। ইনি জন্মান্ধ হইয়াও মন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবে প্রশস্ত চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোতম হইয়াছে। এস্থলে

গো-শব্দের অর্থ চক্ষু। গোতম শব্দের অর্থ চক্ষুষ্মত্তম। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৩৩তম অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, "কার্পাসমৃদবো গৌতমাদয়ঃ যে পাদচারেঽপি হিংসাভয়াৎ পাদয়োরেব অক্ষি চক্রুরিতি অক্ষপাদত্বং গতাঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, মহাভারতের এই অধ্যায়ে ঋষিদিগের নানা স্বভাববৈচিত্র্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—"প্রসহ্যকারিণঃ কেচিৎ কার্পাসমৃদবোঽপরে। সন্তি চৈষামতিশঠাস্তথৈবান্যে তপস্বিনঃ॥" (অনুশাসন পর্ব ৩৩।১১)। অতি মৃদুহৃদয় গৌতমাদি পাদচারে হিংসাভয়বশতঃ পাদযুগলে অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইজন্যই গৌতমের নাম অক্ষপাদ হইয়াছে। ভগবান্ অক্ষপাদ যে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইহা সুধীসমাজে প্রখ্যাতই আছে।

এই অক্ষপাদেরই দৃষ্ট ঋক্-সংহিতার অস্যবামীয় সূক্ত। সুতরাং এই সূক্তের যে বিশেষ মহিমা আছে তাহা সূক্তের দ্রষ্টা ঋষির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিশিষ্ট সূক্তের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বহু রচিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিত এই সূক্তের টীকা ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। এই সূক্তের একটি ভাষ্যের প্রতিলিপি গবর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজে ৫৪৬৫ সংখ্যক পুস্তকে আছে।[১] এই পুস্তকে বলা হইয়াছে আত্মানন্দ নামক কোন একজন গৌতমগোত্রীয় পণ্ডিত অস্যবামীয় সূক্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যের উপসংহারে আত্মানন্দ বলিয়াছেন—"গৌতমেষু তদারভ্য সূক্তার্থঃ স্ফুরতি স্ফুটম্। তৎকুলে বিশ্রুতো বিষ্ণুস্ততো বিষ্ণু-প্রকাশকঃ॥ আত্মানন্দস্ততুৎপন্নস্তেনেদং ভাষ্যমীরিতম্॥ ইহার অভিপ্রায় গোতমদৃষ্ট এই অস্যবামীয় সূক্ত গোতমবংশীয়দের মধ্যে অতি আদৃতভাবে সুপ্রচারিত ছিল। এই বংশে বিষ্ণু নামক পণ্ডিত এই সূক্তের অর্থ প্রকাশ করেন এবং পণ্ডিত বিষ্ণুর পুত্র আত্মানন্দ এই সূক্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যে বৃদ্ধ পরাশরের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এই "অস্যবামীয় সূক্তং চ ব্রহ্ম-হা শুচয়ে জপেৎ। বিচারয়েত্তদর্থঞ্চে-জ্জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥" আত্মানন্দকৃত এই ভাষ্য অতি বিস্তৃত এবং তাহাতে অস্যবামীয় সূক্তের প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১ বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ ডক্টর কুনহনরাজ মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র

"অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রা পশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রম্॥"

(ঋক্ সং ২।৩।১৪)

এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা আমরা এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছি। "অস্য বামস্য" ইহার অর্থ যিনি বিশ্বের বমনকর্তা, উদ্‌গরিতা অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা। তিনি 'পলিত' অর্থাৎ বিশ্বের পালয়িতা, স্বসৃষ্ট জগতের পালনকর্তা ঈশ্বর, 'হোতা' অর্থাৎ বিশ্বের আদানকর্তা। ঈশ্বর বিশ্বকে নিজের মধ্যে উপসংহার করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিতে প্রসিদ্ধই আছে। এই পরমেশ্বরের 'ভ্রাতা' অর্থাৎ ঈশ্বরভাবগ্রাহী, ঈশ্বরাংশসম্ভূত সূত্রাত্মক হিরণ্যগর্ভ 'মধ্যম' অর্থাৎ সকলের মধ্যে বর্তমান আছেন। ইনি জগতের ধারক হইয়া সমস্তের মধ্যে বর্তমান আছেন। এই ঈশ্বরভ্রাতা সূত্রাত্মা 'অশ্নঃ' অর্থাৎ ব্যাপনশীল। সূত্রাত্মার এতাদৃশ স্বরূপ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। "বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বানি ভূতানি চ সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।" (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২)। এই শ্রুতির দ্বারা সূত্রাত্মা বায়ু যে সর্বলোকধারক তাহা সিদ্ধ হইয়াছে আর তাহাই এই মন্ত্রে অশ্ন-পদের দ্বারা বলা হইয়াছে। এই পরমেশ্বরের তৃতীয় ভ্রাতা বিরাট্ 'ঘৃতপৃষ্ঠ'। এইস্থলে ঘৃতপদের অর্থ উদক। এই স্থলে উদক অর্থ হইতে উদককার্য শরীর গৃহীত হইয়াছে। এই ঘৃতই 'পৃষ্ঠ' অর্থাৎ স্পর্শনীয়, স্পর্শনযোগ্য। পৃষ্ঠ শব্দের দ্বারা সমস্ত শরীরকে বুঝান হইয়াছে। এই তৃতীয় ভ্রাতা বিরাট্ দ্বিতীয় ভ্রাতা সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী সূত্রাত্মার মত স্পর্শনের অযোগ্য নহে। এই তৃতীয় ভ্রাতা বিশ্‌পতি অর্থাৎ বিশাং প্রজানাং পতিঃ। বিশ্‌পতি শব্দদ্বারা ইনি সকলের পতি ইহা বুঝান হইয়াছে। আর শ্রুতি ইহাকেই "সর্বস্য পতিঃ সর্বস্যেশানঃ" (বৃহ. ১।৩।৪৩) বলিয়াছেন। এই তৃতীয় ভ্রাতা বিরাট্ সপ্তপুত্র—ভূরাদি সপ্তলোকই বিরাটের সপ্তপুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই বিরাট্ স্বীয় মায়ার দ্বারা সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। তাদৃশ ঈশ্বরকে আমি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা 'অপশ্যম্—পশ্যেয়ম্ সাক্ষাৎকরোমীত্যর্থঃ'; মন্ত্রদ্রষ্টা আমি

সেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতেছি। এই ঋক্-মন্ত্র হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, এক পরমেশ্বর মায়াধীন এবং জগতের কারণ। এই পরমেশ্বর হইতেই সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী সূত্রাত্মা ও স্থূল-শরীরাভিমানী বিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছে। পরমেশ্বর, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই তিনটির মধ্যে সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই দুইটির সাক্ষাৎকারের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। এইজন্য সৃষ্টির পরম-কারণ পরমেশ্বরই জ্ঞেয় ইহাই শ্রুতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ। আর এই মন্ত্রেও যে 'অপশ্যম্' বলা হইয়াছে তাহাও এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-সাধনাদির দ্বারা সাক্ষাৎ করি ইহাই বুঝাইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য ততঃপর বলিয়াছেন যে, এই অস্যবামীয় সূক্তের সমস্ত মন্ত্রই অধ্যাত্মপক্ষে যোজনা করিতে পারা যায়। তথাপি যে সমস্ত মন্ত্র স্বারসিক ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রকাশ করে না সেই মন্ত্রগুলির অধ্যাত্মপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিব না।

অস্যবামীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রদর্শন করা হইল। ততঃপর দুইটি মন্ত্রে অর্থাৎ অস্যবামীয় সূক্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সমস্ত প্রপঞ্চের কালায়ত্ততা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কালকারণবাদ অতি সুপ্রসিদ্ধ। আমরা ভাষাপরিচ্ছেদেও দেখিতে পাই—"জন্যানাং জনকঃ কালঃ।" প্রশস্তপাদভাষ্যেও বলা হইয়াছে—এই কালই সর্বকার্যের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-হেতু—"সর্বকার্যাণাঞ্চোৎপত্তিস্থিতিবিনাশহেতুঃ।" (প্রশস্ত-পাদ ভাষ্য কালগ্রন্থ ১১৮ পৃঃ, কাশীসং) অথর্বসংহিতার ত্রয়োদশ কাণ্ডে তৃতীয় অনুবাকে কালসূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এবং অস্যবামীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র "সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রম্" যাহা বলা হইয়াছে এই মন্ত্রটি অথর্বসংহিতার ১৩।৩।১৮ মন্ত্র। ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে কালকারণতাবাদী এক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা যুক্তির দ্বারা কালের সর্বাত্মকতা প্রদর্শন করিতেন। "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যত্র কালো ন ভাসতে" ইত্যাদি যুক্তির দ্বারা কালের সর্বাত্মকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মহাভারতের স্ত্রী-পর্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কালকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহাভারতের বহু স্থলে কালকারণতার উল্লেখ আছে।

আমরা ইতঃপর এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিব।

"কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥"
(অস্যবামীয় সূক্ত ৪র্থ মন্ত্র)।

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—সমস্ত প্রপঞ্চের কালায়ত্ততা দুইটি মন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া সর্বকারণভূত পরমেশ্বরের অবিষয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। —'কো দদর্শ'—কে দেখিতে পারে? অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত অবস্থাতে 'প্রথমং জায়মানং' প্রথম ভাববিকার কে দেখিতে পারে? অর্থাৎ তাহা দুর্বিজ্ঞেয়। দুর্বিজ্ঞেয়তার কারণ এই যে, যেহেতু 'অস্থন্বন্তম্ অস্থি-মন্তং শরীরম্'। 'অস্থন্বন্তং' শব্দের দ্বারা অস্থিমৎশরীরকে বুঝান হইয়াছে। এই শরীর উপলক্ষণ, কার্যভাবাপন্ন বস্তুমাত্রকে বুঝান হইয়াছে। এই অস্থিমৎ কার্যমাত্রকে 'অনস্থা'—'অস্থিরহিতা অশরীরা' এইরূপ বলা হইয়াছে। এই অস্থিরহিতা অশরীরা বস্তু সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা প্রকৃতি অথবা বেদান্তশাস্ত্র-প্রসিদ্ধা ঈশ্বরাত্মভূতা মায়া। 'বিভর্তি গর্ভবদন্তর্ধারয়তি'—অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত ভাবকার্যকে প্রকৃতি বা মায়া প্রলয়দশাতে গর্ভের মত অন্তর্ধারণ করিয়া থাকে। এই প্রকৃতি বা মায়া অশরীরা। জগতের অব্যাকৃত অবস্থাতে অস্থিরহিত অর্থাৎ অশরীর পরমেশ্বরই সমস্ত অনভিব্যক্ত বিশ্বের ধারয়িতা। কেবল পরমেশ্বরই 'মায়াশবলিত' হইয়া জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু জগতের উৎপত্তিসময়ে দেহাদিযুক্ত কোন জীবের সত্ত্ব সম্ভাবিত নহে বলিয়া এই মন্ত্রের প্রারম্ভে 'কো দদর্শ' বলা হইয়াছে। কে সেই অবস্থা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? অর্থাৎ কেহই দেখিতে পায় না। সেই সময়ে 'ভূম্যাঃ' অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধী পার্থিব স্থূল শরীর 'অসুঃ' অর্থাৎ প্রাণ; প্রাণোপলক্ষিত সূক্ষ্ম শরীর; 'অসৃক্' শোণিত এই অসৃক্ শব্দের দ্বারা শরীরারম্ভক সপ্তধাতু উপলক্ষিত হইয়াছে; এবং 'আত্মা' স্থূলসূক্ষ্মশরীরযুক্ত আত্মা অর্থাৎ শরীরদ্বয়যুক্ত চেতন—'ক্ব স্বিৎ কুত্র আস্তে'? কোথাও নাই। এজন্য 'বিদ্বাংসম্ জগৎকারণবিষয়বিজ্ঞানবন্তং কঃ শিষ্যঃ অল্পবুদ্ধিঃ উপগাৎ উপগচ্ছতি প্রষ্টুম্ জিজ্ঞাসিতুম্।' অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ সময়ে কোন জীবই সম্ভাবিত নহে বলিয়া সৃষ্টির কারণবিষয়ে কাহারও জ্ঞান নাই। এজন্য জগৎকারণ জিজ্ঞাসু কোন শিষ্য জগৎকারণবিষয়ক-জ্ঞানবান্ কোন গুরুকে জগৎকারণবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। জগতের উৎপত্তি সময়ে

প্রষ্টাও নাই প্রতিবক্তাও নাই। সুতরাং সকলের 'অবিজ্ঞেয়' বলিয়া জগতের কারণ পরমেশ্বরও অবিজ্ঞেয়—ইহাই এই মন্ত্রের অভিপ্রেত।

ষষ্ঠমন্ত্র—

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্॥ ৬

এই ষষ্ঠমন্ত্রে পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন কীর্তিত হইয়াছে। 'অচিকিত্বান্' পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান প্রযুক্ত আমি 'চিকিতুষঃ'—বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞানবান্ 'কবীন্' কবিগণকে ক্রান্তদর্শিগণকে অর্থাৎ যাঁহারা অধিগতপরমার্থতত্ত্ব তাঁহাদিগকে এই পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে 'পৃচ্ছামি'—জিজ্ঞাসা করিতেছি। বিদ্মনে-ন বিদ্বান্—আমি জানিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি। অন্যকে পরাভূত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি না, স্বীয় অজ্ঞান প্রযুক্তই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 'বিযস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংসি'—যে পরমেশ্বর ছয়টি লোককে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও লোক সাতটিই বটে তথাপি সপ্তম লোক সত্য লোকঃ; তাহাতে কর্মিগণ গমন করিতে পারে না। বিশেষ উপাসকেরাই অর্চিরাদি মার্গ অবলম্বন করিয়া সত্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। 'অজস্য রূপে' অজ শব্দের অর্থ গমনশীল অথবা জন্মরহিত আদিত্যমণ্ডলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অজস্য রূপে'—আদিত্যমণ্ডলের রূপে অর্থাৎ রূপ্যমাণ মণ্ডলে 'একম্—অদ্বিতীয়ম্' 'কিমপি স্বিৎ'—কিংস্বিৎ, দৃশ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলে যৎকিঞ্চিৎ অবাঙ্মনসগোচর তত্ত্ব আছে 'তৎ পৃচ্ছামি'—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কথা ছান্দোগ্যো-পনিষদে 'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে (ছা. উ. ১।৬।৬)' এই উক্তিব দ্বারা বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্রে 'অন্তস্তর্দ্ধর্মোপদেশাৎ (ব্র. সূ. ১।১।২০)' এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। সেই আদিত্যমণ্ডলবর্তী পুরুষকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথবা এই মন্ত্রের চতুর্থ চরণ 'অজস্য' রূপে 'কিমপি স্বিদেকম্' ইহার অর্থ পরব্রহ্মের নানা বিকাররূপ জগতে যাহা একাত্মবস্তু বিদ্যমান আছে তাহা কি ? এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। ৬

এই সূক্তের ষোড়শ মন্ত্র—

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ॥১৬

লৌকিক পুরুষেরা যাহাদিগকে স্ত্রী বলে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা আমার নিকটে তাহাদিগকেই পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই কথাই এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে 'স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ' দ্বারা বলা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ হইল কিরূপে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন যে, নিরস্তোপাধিক একই আত্মা সেই সেই দেহাবস্থানমাত্রে স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে। ইহাই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি (শ্বেতাশ্বতর ৪।৩)। অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার তুমিই কুমারী ইত্যাদি। নিরস্তোপাধিক আত্মার স্ত্রীত্বও নাই, পুরুষত্বও নাই। 'পশ্যদক্ষণ্বান্' ইহার অর্থ যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ তাঁহারাই এই তত্ত্ব অবগত আছেন। 'ন বিচেতদন্ধঃ'—ইহার অর্থ যাহারা জ্ঞানান্ধ তাহারা ইহা জানে না। 'কবি যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত' পুত্রও যদি এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ হয় অর্থাৎ নিরস্তোপাধিক একই পরমাত্মা বিভিন্ন শরীর উপাধিপ্রযুক্তই স্ত্রী বা পুরুষরূপে প্রতীত হইয়া থাকে—এই তত্ত্ব যদি পুত্রও অবগত হয় তবে—'স পিতুঃ পিতা সৎ'—ইহার অর্থ এতাদৃশ জ্ঞানবান্ পুত্র পিতারও পিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ পুত্রও পিতার নিকটে পিতৃবৎ পূজ্য হইয়া থাকে। যে তত্ত্ববিৎ সে পিতারও পিতা ইহাতে কোনও আশ্চর্য নাই।

এই সূক্তের বিংশতি মন্ত্র—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি। এই মন্ত্রটি মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।১) আম্নাত হইয়াছে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।৬) আম্নাত হইয়াছে। এবং এই মন্ত্রটি ব্রহ্মসূত্রে গুহাধিকরণে "বিশেষণাচ্চ" এই সূত্রে (ব্র. সূ. ১।২।১২) বিচারিত হইয়াছে। এবং ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।৭) 'স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ' সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। এবং ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।৩৪) "ইয়দামননাৎ" এই সূত্রেও বিচারিত হইয়াছে। এই মন্ত্রটি উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে বলিয়া ইহা উপনিষদেরই মন্ত্র এইরূপ অনেকে মনে করেন! কিন্তু এই মন্ত্রটি ঋক্-সংহিতার অস্যবামীয় সূক্তের বিংশ মন্ত্র। আমরা এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য অনুসারে অর্থ প্রদর্শন করিব। মন্ত্রটি—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ২০ ॥

এই মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ভগবান্ দীর্ঘতমা ঋষি লৌকিক পক্ষীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত অনুসারে জীব ও পরমাত্মার স্তুতি করিয়াছেন। যেমন লোকে দুইটি পক্ষী 'সুপর্ণা' সুপতন শোভনগমন যুক্ত এবং 'সযুজৌ' সমানযোগযুক্ত এবং 'সখায়ৌ' তাহারা পরস্পর সখা অর্থাৎ তাহারা সমান খ্যান অর্থাৎ সমান প্রকাশ 'সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে' একই বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছে। এইস্থলে শরীরকেই বৃক্ষ বলা হইয়াছে। একই শরীরে আশ্রিত জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষীর মধ্যে 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' অর্থাৎ একটি জীবরূপ পক্ষী পিপ্পল অর্থাৎ স্বাদু কর্মফল অদন করে—ভক্ষণ করে। 'অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'—ইহার অভিপ্রায় অপর ঈশ্বর নামক পক্ষী কিছুই ভক্ষণ করে না। কিন্তু কিছু ভক্ষণ না করিয়াও সর্বদা প্রকাশমান। এক বৃক্ষারূঢ় দুইটি পক্ষীর মত এক শরীরাশ্রিত জীব ও পরমেশ্বর 'সযুজৌ' সমানযোগ সম্পন্ন। যোগ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ; তাহা এইস্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। পরমাত্মাই জীবাত্মার পারমার্থিক রূপ। এজন্য 'সযুজৌ' কথার অর্থ একস্বরূপ। ইহাতে শঙ্কা এই যে, সম্বন্ধমাত্রই দ্বিষ্ঠ হইয়া থাকে, এজন্য এস্থলে জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিযুগলের ভেদকে অপেক্ষা করে। অতএব ইহাদের অভেদ বা তদাত্ম্যসম্বন্ধ হইবে কিরূপে? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই মন্ত্রটি জীব ও ঈশ্বরের ঔপাধিক ভেদ ও বাস্তব অভেদকে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইজন্য এই মন্ত্রে জীব ও ঈশ্বরকে 'সখায়ৌ' বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ সমান খ্যান অর্থাৎ প্রকাশ। ইহাতেও শঙ্কা এই যে, একজনের যাদৃশ খ্যান বা প্রকাশ, তাদৃশ খ্যান অন্যেরও বটে। এইরূপে সমান খ্যানার্থক সখা শব্দের দ্বারাও উভয়ের ভেদই প্রতিভাত হয়, উভয়ের তাদাত্ম্য বা অভেদ হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জীব ও ঈশ্বরকে পরস্পর দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবে বলা হয় নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের যে খ্যান বা স্ফুরণ তাহাই জীবের স্ফুরণ। এই স্ফুরণের অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্যই মন্ত্রে সখায়ৌ বলা হইয়াছে আর তাহাতে জীব ও ঈশ্বর এক প্রকাশ স্বভাব। 'সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' এ স্থলে আশ্রয়ান্তরের অভাব প্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই একাশ্রয়ত্ব বলা হইয়াছে। এইরূপ 'সযুজৌ সখায়ৌ' এই উভয়স্থলে এক যোগ ও একখ্যানরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বৃশ্চ্যতে ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ দেহঃ। বৃক্ষের মত দেহও ছিদ্যমান অর্থাৎ বিনাশী হইয়া থাকে।

এই শরীররূপ বৃক্ষ জীব ও ঈশ্বরের উভয়েরই এক। এই শরীর জীবের উপভোগের জন্য এবং পরমেশ্বরের উপলব্ধির জন্য অর্থাৎ এই শরীরে পরমেশ্বর উপলভ্যমান হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে শরীরাশ্রিত বলা হইয়াছে। উভয় সাধারণ শরীররূপ বৃক্ষকে উভয়েই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

যদি বলা যায়, জীবের বস্তুতঃ ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইলে জীব স্ববুদ্ধি অনুসারে নিজের মধ্যে সংসার ও শোক দর্শন করে কি করিয়া? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জীবগত সংসার ও শোক জীবের মোহপ্রযুক্ত অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানপ্রযুক্ত। এজন্য মুণ্ডক উপনিষদে এই সন্দেহের নিরসনের জন্য আর একটি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ (মুণ্ডক ৩।১।২)। "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রটিও মুণ্ডক উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে (মুণ্ডক ৩।১।১)। জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিপাদনের জন্যই মুণ্ডকের দ্বিতীয় মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রটির অভিপ্রায় এই যে, একই শরীরে পুরুষ নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ নিগূঢ় হইয়া স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও জীব স্বীয় অজ্ঞান প্রযুক্ত নিজের অনীশত্ববুদ্ধির দ্বারা মুহ্যমান হইয়া মূঢ়ের মত শোক করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমি কর্তা, সুখী, দুঃখী এইরূপ মনে করিয়া যে সময়ে এই জীব 'জুষ্ট' অর্থাৎ নিত্য তৃপ্ত 'অন্য' ঈশ্বরকে অর্থাৎ সংসারাতীত অন্য ঈশ্বরকে দর্শন করে; অর্থাৎ স্বাভিন্নরূপে সাক্ষাৎ করে তখন জীব বিগতশোক হইয়া যায়। দেহ হইতে ব্যতিরিক্তরূপে স্বরূপ সাক্ষাৎকারের দ্বারা বিগততাপত্রয় হইয়া নিরস্তসমস্তোপাধি পরমেশ্বরের সার্বাত্ম্য ও সর্বশক্তিত্বাদি মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলে জীব ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এ জন্য জীব ও ঈশ্বর একই বস্তু। ভেদ জীবের অজ্ঞান বশতঃ। জীবের সংসারদশাতে জীবের লৌকিকানুভবানুসারে জীব-ঈশ্বর ভেদ গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই জন্যই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে জীবাত্মা 'পিপ্পলং স্বাদু অত্তি' অর্থাৎ স্বাদু কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। যে জীবের উপার্জিত যে কর্মের ফল যে জীব ভোগ করে তাহা স্বোপার্জিত বলিয়া তাহার নিকট স্বাদু হইয়া থাকে। 'অন্যো অনশ্নন্' অন্য পরমাত্মা 'অনশ্নন্' কর্মফল

ভোগ না করিয়া—তিনি আপ্তকাম বলিয়া তাঁহার ভোগস্পৃহা নাই; এজন্য তিনি কর্মফল ভোগ না করিয়া 'অভিচাকশীতি' সর্বদা প্রকাশমান থাকেন। সুতরাং অবাস্তব ভেদ অবলম্বন করিয়াই জীবেশ্বর বোধক পক্ষিবাচক শব্দে দ্বিবচন দেওয়া হইয়াছে এবং জীবকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ভেদ অজ্ঞানকৃত। এজন্য জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদই বুঝিতে হইবে। এজন্যই জীবাভিন্ন ঈশ্বরকে 'অভিচাকশীতি' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বরে অধ্যস্ত সমস্ত জগতের সাক্ষিরূপে ঈশ্বর সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রটি ব্রহ্মসূত্রে (১।২।৩) ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এই অধিকরণে (১।২।১২) সূত্রের ভাষ্যে "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রের জীব ও ঈশ্বরপরত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রটি অন্যথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণেনান্যথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি" সত্ত্বম্ অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি অনশ্নন্ অন্যো অভিপশ্যতি জ্ঞঃ তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ'। আবার উক্ত ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—'তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি অথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ'[১] (ব্র. সূ. ১।২।১২)। ইহার অভিপ্রায় ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য "দ্বা সুপর্ণা" এই ঋক্-মন্ত্রের জীব-ঈশ্বর পরত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণানুসারে বুদ্ধি ও জীবই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন। আবার ভাষ্যকার বলিয়াছেন—অচেতন জড় বুদ্ধিকে অর্থাৎ সত্ত্বকে কর্মফলের ভোক্তা বলা হইল কেন? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—এই ঋক্-মন্ত্র অচেতন সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু চেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর এইজন্যই পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণে সুখাদিবিক্রিয়া বিশিষ্ট সত্ত্বে ভোক্তৃত্বের আরোপ করিয়াছেন। এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর অবিবেককৃত। পরমার্থতঃ, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সত্ত্বেরও নাই ক্ষেত্রজ্ঞেরও নাই। কারণ সত্ত্ব অচেতন, ক্ষেত্রজ্ঞ অবিকার। "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রদ্বারা জীবের অসংসারিত্ব ও ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অদ্বৈতদীপিকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নৃসিংহাশ্রম শ্রীচরণ "দ্বা সুপর্ণা" এই

মন্ত্রটির প্রদর্শিতরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। (অ. দী. ২য় পরিচ্ছেদ ৪২ পৃঃ কাশী সং)। নৃসিংহাশ্রম শঙ্কা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "দ্বা সুপর্ণা" এই মন্ত্রের জীব ও ঈশ্বরের ভেদেই তাৎপর্য। এই শঙ্কার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন —উক্ত মন্ত্রের জীব-ঈশ্বরের লোক-প্রসিদ্ধ-ভেদের অনুবাদপূর্বক ভেদনিষেধদ্বারা অসঙ্গ উদাসীন শোধিত ত্বম্-পদার্থ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য। যেহেতু মুণ্ডক উপনিষদে "ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্" এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা নির্দিষ্ট হওয়ায় ভোক্তৃ জীবের সহিতও ব্রহ্মের অভেদ বলা হইয়াছে—আর তাহাতে ব্রহ্মেরও ভোক্তৃত্বের আপত্তি হইতে পারে। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে নৃসিংহাশ্রম বলিয়াছেন পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণে এই মন্ত্র ব্রহ্মাভেদাভিপ্রায়েই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া এই মন্ত্র জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপাদক নহে। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব-ভাবে অবস্থিত ঈশ্বর ও জীব এই শরীরে অবস্থান করেন। এই দু'য়ের মধ্যে অন্য অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জীব বুদ্ধির সহিত অভেদাধ্যাসপ্রযুক্ত বুদ্ধিধর্মাভি-মানী হইয়া কর্মফল ভোগ করে। এবং বিম্ব ঈশ্বর বুদ্ধিতাদাত্ম্যরহিত বলিয়া কর্মফল ভোগ করে না এবং স্বরূপভূত চৈতন্যের দ্বারা সাক্ষিরূপে সমস্ত দর্শন করে। আর এই কথাই মন্ত্রে "অনশ্নন্ অভিচাকশীতি" অংশে বলা হইয়াছে। বিম্ব ঈশ্বর ভোগরহিত হইয়া প্রকাশমান। ঈশ্বর সাক্ষিরূপে সমস্তের দ্রষ্টা। ঈশ্বর উদাসীন ও বোধরূপ বলিয়া ঈশ্বর সাক্ষিমাত্র। "অনশ্নন্" এই মন্ত্রভাগের দ্বারা ঈশ্বরের ভোক্তৃত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। 'অহম্' অনুভবে জীবাত্মা ভোক্তৃরূপেই অনুভূত হয়। জীবের ভোগ নিষেধ করিলে এই অনুভবের বিরোধ ঘটিবে। এইজন্য জীব স্বভাবতঃ অভোক্তা হইয়াও বুদ্ধির সহিত কল্পিত তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগবানের মত হইয়া থাকে। আর তাহাতে যে চেতন সেই ভোক্তা এইরূপ ভোক্তৃত্বের সহিত চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য প্রতীতির কোন বিরোধ হয় না। এই সমস্ত কথা নৃসিংহাশ্রম "অদ্বৈত-দীপিকায়" বলিয়াছেন ॥ ২০ ॥

"অস্যবামস্য" সূক্তের একবিংশ সংখ্যক মন্ত্র—

"যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥" ২১ ॥

এই মন্ত্রে 'যত্র' পদের অর্থ যে আত্মাতে। 'সুপর্ণা শোভনপতনানি' অর্থাৎ

স্ব স্ব বিষয় গ্রহণের জন্য গমনকুশল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। 'অমৃতস্য ভাগম্' ইহার অভিপ্রায় এই যে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই এস্থলে অমৃতপদের অর্থ। এই অমৃতের ভাগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় অংশ 'অনিমেষম্' নিমেষরহিতভাবে অনবরত 'বিদথা' বেদনদ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বারা 'অভিস্বরন্তি' 'অভি-প্রযন্তি' চৈতন্যের আবরণ অপগমনদ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও কথা (যস্ত) 'ইনঃ' এই দেহের স্বামী। ইনশব্দের অর্থ স্বামী। 'বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ' সমস্ত বিশ্বের রক্ষক। বিশ্বভুবনের যে স্বামী এবং এই দেহেরও রক্ষক 'সঃ' তিনি 'অত্র আবিবেশ' এই দেহের স্বামিরূপে এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই মন্ত্রভাগের দ্বারা তৎ-ত্বম্ পদার্থের অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে। 'স ধীরঃ' সেই পরমেশ্বর ধীর অর্থাৎ সমাধিনিষ্ঠ ও সর্বদা অবিক্রিয়। সেই অবিক্রিয় পরমেশ্বর 'মা পাকম্' অর্থাৎ পরিপক্কমনস্ক আমাতে 'আবিবেশ' আবিষ্ট হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যাগদানাদি বিহিত কর্মের দ্বারা অপগতরজস্তমস্ক বলিয়া দর্পণের মত অতি নির্মল সত্ত্বোদ্রিক্তমনস্ক আমাতে 'আবিবেশ' উক্তরূপ চিত্তে তাদৃশ বস্তু প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমি অপরিপক্ক অবস্থাতে অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞান-দশাতে আমা হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর আছেন ইহা জানিতাম না। ততঃপর অজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অপগমনে সর্বজ্ঞ 'সর্বেশ্বর' সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ঈশ্বর আছেন ইহা জানিয়া পরে গুরূপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেই সর্বজ্ঞ 'সর্বেশ্বর' সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ যিনি আছেন তাঁহাকে জানিয়াছিলাম। তিনিই আমি ইহা অবগত হইয়া ইহাতে অসম্ভাবনা নিরসন পূর্বক আমি পরিপূর্ণ ঈশ্বররূপ ইহাই ভাবনার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া আমি পরিপূর্ণ পরমাত্মরূপে অবস্থিত আছি। আর এই কথাই মন্ত্রে 'স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ' এই ভাগের দ্বারা বলা হইয়াছে। ইহাতে শঙ্কা এই যে, অনবচ্ছিন্নরূপ পরমেশ্বর সর্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার প্রাপ্তিই অনুপপন্ন। অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্বব্যাপী বস্তু সর্বপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইবে কিরূপ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তি দ্বিবিধ—প্রাপ্তের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি। এ স্থলে মন্ত্রে প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। কণ্ঠচামীকর ন্যায়ে প্রাপ্তের প্রাপ্তিতেও প্রাপ্তি ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বীয় কণ্ঠস্থিত স্বর্ণ ভ্রম-বশতঃ আমার নাই এইরূপ ভ্রান্তিমান্ পুরুষের ভ্রান্তির অপগমের দ্বারাই

সুবর্ণের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণনিবৃত্তি মাত্রেই প্রাপ্তি ব্যবহার হয়। এ স্থলেও ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি অজ্ঞানাবরণনিবৃত্তির দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

এই সূক্তের দ্বাবিংশতি সংখ্যক মন্ত্র—

যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধিবিশ্বে।

তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্ যঃ পিতরং ন বেদ ॥ ২২ ॥

'যস্মিন্ বৃক্ষে' যে পরমাত্মরূপ বৃক্ষে, বৃক্ষের মত গমনরহিত অবিক্রিয় বস্তুতে 'সুপর্ণা' অর্থাৎ শোভনগমন ইন্দ্রিয়সমূহ 'মধ্বদঃ মধু' অদনকারী। এস্থলে মধু শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানভাজন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় 'নিবিশন্তে' অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বৃত্তি নিরোধদ্বারা আত্মাতে লীন হইয়া থাকে। পুনর্বার প্রবোধকালে 'সুবতে চাধিবিশ্বে' অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি উদ্যত হইয়া থাকে, স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। 'তস্য ইৎ আহুঃ পিপ্পলং স্বাদু অগ্রে' সেই পরমাত্মার 'পিপ্পলং' পালক সংসার উদ্ধারক 'স্বাদু' আস্বাদনীয় অমৃতত্বলক্ষণ জ্ঞানই সেই স্বাদু, যাহার আস্বাদনে পুনরায় ক্ষুধাতৃষ্ণা শোক মোহ জরা মরণাদি হয় না সেই জ্ঞানরূপ ফলই স্বাদু ফল। স্বর্গাদি ফল পুনর্বার জন্মমরণাদি সম্পাদক বলিয়া তাহা আপাততঃ স্বাদু। এই ফল অগ্রে অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের পরে হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। 'যঃ' যে পুরুষ 'পিতরং ন বেদ' পালক জ্ঞানকে অর্থাৎ তৎফলাধার আত্মাকে 'ন বেদ' জানে না, গুরু এবং শাস্ত্র হইতে অবগত হয় সেই ফলকে 'নোন্নশৎ' প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ পালককে যে জানে সেই মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ঈদৃশ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া আমি মুক্ত হইয়াছি—ইহাই মন্ত্রদ্রষ্টার অভিপ্রায়। উপনিষৎ সমূহ এবং দর্শনশাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞানের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে এবং দর্শনশাস্ত্রে বহু যুক্তিবিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞানের মোক্ষ-সাধনতা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাদের মূলীভূত প্রমাণ এই সমস্ত ঋক্-মন্ত্র। ঋক্-মন্ত্রে আত্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই উপনিষদাদি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমূহেও তাহাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

স্ব স্ব বিষয় গ্রহণের জন্য গমনকুশল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। 'অমৃতস্য ভাগম্' ইহার অভিপ্রায় এই যে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই এস্থলে অমৃতপদের অর্থ। এই অমৃতের ভাগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় অংশ 'অনিমেষম্' নিমেষরহিতভাবে অনবরত 'বিদথা' বেদনদ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বারা 'অভিস্বরন্তি' 'অভিপ্রযন্তি' চৈতন্যের আবরণ অপগমনদ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও কথা (যস্ত) 'ইনঃ' এই দেহের স্বামী। ইনশব্দের অর্থ স্বামী। 'বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ' সমস্ত বিশ্বের রক্ষক। বিশ্বভুবনের যে স্বামী এবং এই দেহেরও রক্ষক 'সঃ' তিনি 'অত্র আবিবেশ' এই দেহের স্বামিরূপে এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই মন্ত্রভাগের দ্বারা তৎ-ত্বম্ পদার্থের অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'স ধীরঃ' সেই পরমেশ্বর ধীর অর্থাৎ সমাধিনিষ্ঠ ও সর্বদা অবিক্রিয়। সেই অবিক্রিয় পরমেশ্বর 'মা পাকম্' অর্থাৎ পরিপক্কমনস্ক আমাতে 'আবিবেশ' আবিষ্ট হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যাগদানাদি বিহিত কর্মের দ্বারা অপগতরজস্তমস্ক বলিয়া দর্পণের মত অতি নির্মল সত্ত্বোদ্রিক্তমনস্ক আমাতে 'আবিবেশ' উক্তরূপ চিত্তে তাদৃশ বস্তু প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমি অপরিপক্ক অবস্থাতে অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞানদশাতে আমা হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর আছেন ইহা জানিতাম না। ততঃপর অজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অপগমনে সর্বজ্ঞ 'সর্বেশ্বর' সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ঈশ্বর আছেন ইহা জানিয়া পরে গুরুপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সেই সর্বজ্ঞ 'সর্বেশ্বর' সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ যিনি আছেন তাঁহাকে জানিয়াছিলাম। তিনিই আমি ইহা অবগত হইয়া ইহাতে অসম্ভাবনা নিরসন পূর্বক আমি পরিপূর্ণ ঈশ্বররূপ ইহাই ভাবনার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া আমি পরিপূর্ণ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত আছি। আর এই কথাই মন্ত্রে 'স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ' এই ভাগের দ্বারা বলা হইয়াছে। ইহাতে শঙ্কা এই যে, অনবচ্ছিন্নরূপ পরমেশ্বর সর্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার প্রাপ্তিই অনুপপন্ন। অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্বব্যাপী বস্তু সর্বপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইবে কিরূপ? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তি দ্বিবিধ—প্রাপ্তের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি। এ স্থলে মন্ত্রে প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। কণ্ঠচামীকর ন্যায়ে প্রাপ্তের প্রাপ্তিতেও প্রাপ্তি ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বীয় কণ্ঠস্থিত সুবর্ণ ভ্রমবশতঃ আমার নাই এইরূপ ভ্রান্তিমান্ পুরুষের ভ্রান্তির অপগমের দ্বারাই

স্থবর্ণের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণনিবৃত্তি মাত্রেই প্রাপ্তি ব্যবহার হয়। এ স্থলেও ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি অজ্ঞানাবরণনিবৃত্তির দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ২১ ॥

এই সূক্তের দ্বাবিংশতি সংখ্যক মন্ত্র—

যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ স্থপর্ণা নিবিশন্তে স্থবতে চাধিবিশ্বে।

তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্ যঃ পিতরং ন বেদ ॥ ২২ ॥

'যস্মিন্ বৃক্ষে' যে পরমাত্মরূপ বৃক্ষে, বৃক্ষের মত গমনরহিত অবিক্রিয় বস্তুতে 'স্থপর্ণা' অর্থাৎ শোভনগমন ইন্দ্রিয়সমূহ 'মধ্বদঃ মধু' অদনকারী। এস্থলে মধু শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানভাজন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় 'নিবিশন্তে' অর্থাৎ স্থষুপ্তিসময়ে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বৃত্তি নিরোধদ্বারা আত্মাতে লীন হইয়া থাকে। পুনর্বার প্রবোধকালে 'স্থবতে চাধিবিশ্বে' অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি উদ্যত হইয়া থাকে, স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। 'তস্য ইৎ আহুঃ পিপ্পলং স্বাদু অগ্রে' সেই পরমাত্মার 'পিপ্পলং' পালক সংসার উদ্ধারক 'স্বাদু' আস্বাদনীয় অমৃতত্বলক্ষণ জ্ঞানই সেই স্বাদু, যাহার আস্বাদনে পুনরায় ক্ষুধাতৃষ্ণা শোক মোহ জরা মরণাদি হয় না সেই জ্ঞানরূপ ফলই স্বাদু ফল। স্বর্গাদি ফল পুনর্বার জন্মমরণাদি সম্পাদক বলিয়া তাহা আপাততঃ স্বাদু। এই ফল অগ্রে অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের পরে হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। 'যঃ' যে পুরুষ 'পিতরং ন বেদ' পালক জ্ঞানকে অর্থাৎ তৎফলাধার আত্মাকে 'ন বেদ' জানে না, গুরু এবং শাস্ত্র হইতে অবগত হয় সেই ফলকে 'নোন্নশৎ' প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ পালককে যে জানে সেই মোক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ব্যতীত অন্য উপায়ের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ঈদৃশ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া আমি মুক্ত হইয়াছি—ইহাই মন্ত্রদ্রষ্টার অভিপ্রায়। উপনিষৎ সমূহ এবং দর্শনশাস্ত্রে যে আত্মজ্ঞানের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে এবং দর্শনশাস্ত্রে বহু যুক্তিবিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞানের মোক্ষ-সাধনতা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাদের মূলীভূত প্রমাণ এই সমস্ত ঋক্-মন্ত্র। ঋক্-মন্ত্রে আত্মবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে বলিয়াই উপনিষদাদি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমূহেও তাহাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

এই সূক্তের দ্বাত্রিংশ সংখ্যক মন্ত্র—

য ঈঞ্চকার ন সো অস্য বেদ য ঈন্দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।

স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমাবিবেশ॥ ৩২॥

এই মন্ত্রে গর্ভবাস-ক্লেশ-প্রদর্শনপূর্বক জরামরণক্লেশ প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এই ক্লেশ পরিহারের জন্য আত্মাই জ্ঞাতব্য-ইহা অর্থাৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই আত্মবিদ্‌গণের সম্মত অর্থ এবং সায়ণভাষ্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। 'যঃ (পুমান্)' যে পুরুষ 'ঈম্' ইহাকে অর্থাৎ যে-পুরুষকে 'গর্ভং চকার 'গর্ভকারণীভূত রেতের বিক্ষেপ করে 'ন সঃ অস্য বেদ' সে এই গর্ভের তত্ত্ব জানে না। কিরূপে এবং কোন্ প্রয়োজনে এই গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে জানে না। 'য ঈম্ দদর্শ' যে পুরুষ মাতার গর্ভস্থ উদরকে দর্শন করে অর্থাৎ মাতার উদরবৃদ্ধির অন্যথা অনুপপত্তি প্রযুক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমান করে। এই মন্ত্রে যে 'দদর্শ' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। এই 'গর্ভ হিরুক্ ইৎ নু' মন্ত্রে হিরুক্ শব্দের অর্থ অন্তর্হিত, ইৎ শব্দ এবকারার্থ, নু শব্দের অর্থ নিশ্চয়। এজন্য অত্যন্ত অন্তর্হিতই বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায় না। তাদৃশ গর্ভ মাতৃ-কুক্ষিতে জরায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত থাকে। এই কথাই মন্ত্রে 'স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তঃ' এই অংশদ্বারা বলা হইয়াছে। 'বহুপ্রজাঃ নির্ঋতিম্ আবিবেশ' যে মাতৃগর্ভে পরিবেষ্টিত আছে সেই গর্ভ ও বহুপ্রজা অর্থাৎ 'বহুজন্মভাক্', পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপ্রবাহে আবর্তিত। এইরূপে গর্ভদুঃখ অনুভব করিয়া জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াও 'নির্ঋতিম্' নানাবিধ দুঃখই আবিবেশ অনুভব করে যাবৎ সেই জীব নিজের স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারে না। এজন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখপরিহারের নিমিত্ত আত্মাই জ্ঞাতব্য ইহাই এই মন্ত্রের আত্মবাদিসম্মত অর্থ॥ ৩২॥

এই সূক্তের চতুস্ত্রিংশ সংখ্যক মন্ত্র—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।

পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম॥ ৩৪॥

এই মন্ত্রে চারিটি প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই চারিটি প্রশ্ন এই—(১) হে

যজমান, তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি যে, পৃথিবীর পরম অন্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠা কি যাহাতে সমস্ত পৃথিবী পরিসমাপ্ত হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সমস্ত ভুবনের অর্থাৎ ভূতসমূহের নাভি—সন্নাহ অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত ভূতবর্গ সন্নদ্ধ রহিয়াছে। (৩) তৃতীয় প্রশ্ন—'বৃষ্ণো অশ্বস্য' বর্ষণকারী ব্যাপক আদিত্য। এই আদিত্যের রেত অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ কি? তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "অসৌ বাদিত্যো বৃষা অশ্বঃ" বলা হইয়াছে। এইজন্য এই মন্ত্রেও বৃষা অশ্বের অর্থ আদিত্য বলা হইয়াছে। (৪) চতুর্থ প্রশ্ন—'পৃচ্ছামি বাচঃ' বাক্যসমূহের 'পরমং ব্যোম' পরম স্থান কি? যাহা হইতে বাক্যসমূহ উৎপন্ন ও যাহাতে পর্যবসিত হয়—ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী ঋক্-মন্ত্রে বলা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

পরবর্তী মন্ত্র—

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৩৫ ॥

ইহার অভিপ্রায় 'ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ' এই পৃথিবীর 'পরো অন্তঃ' পরম পর্যবসান এই বেদি। বেদি হইতে অতিরিক্ত ভূমিভাগ নাই। আর ইহাই তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, "এতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিঃ" (তৈ সং ২।৬।৪)। 'অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ' আর এই যজ্ঞই প্রাণিমাত্রের নাভি অর্থাৎ বন্ধন। 'নহ্ বন্ধনে' এই ধাতু হইতে নাভি পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি প্রভৃতি সর্ব ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া যজ্ঞই সর্বপ্রাণিগণের নাভি অর্থাৎ বন্ধ। 'অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ' আর এই রসাত্মক সোমই 'বৃষ্ণো বর্ষকস্য আদিত্যস্য' বর্ষণকারী আদিত্যের রেত। অর্থাৎ রসাত্মক সোম অগ্নিতে আহুত হইয়া আদিত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্ট্যাদি ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। 'ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম'—প্রজাপতি ব্রহ্মাই মন্ত্রাদিরূপ সমস্ত বাক্যের উৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ প্রজাপতি হইতেই সমস্ত বাক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ও তাহাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। সমস্ত বাক্যের উৎপত্তি ও পর্যবসান ব্রহ্মাতে হয়, ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। আর এই সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করিয়াই দার্শনিকগণ শব্দব্রহ্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ আমার "শব্দব্রহ্মবাদ" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

এই সূক্তের সপ্তত্রিংশ সংখ্যক মন্ত্র—

ন বিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥ ৩৭ ॥

ন বিজানামি যদি-বেদমস্মি—

আমি যদিও এই কৃৎস্ন প্রপঞ্চরূপ হইয়াছি তথাপি এই প্রপঞ্চের অপরমার্থ নামরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া আমি সর্বানুস্যূত রহিয়াছি। এজন্য আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—ইহা আমি জানি না। ন বিজানামি—বি-বিবিক্তরূপে 'ন জানামি'—জানি না। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান শাস্ত্র হইতেই লাভ হইয়া থাকে। আমি অবিবেকী বলিয়া ইহা আমি বিবিক্তরূপে জানি না। কার্য ও কারণের অভেদনিবন্ধন সমস্ত প্রপঞ্চই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব অবগত হইলে সমস্ত প্রপঞ্চও আত্মস্বরূপই হইয়া থাকে। "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" (বৃ. ২/৪/৬) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ এক আত্মবিজ্ঞানের দ্বারাই সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এবং "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" (ব্র. সু. ২/১/১৪) সূত্রপ্রদর্শিত যুক্তি হইতেও এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের ব্রহ্মাভিন্নত্ব অবগত হওয়া যায়। তথাপি "এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই আমি" এইরূপ জ্ঞান আমার উৎপন্ন হয় নাই। আমি সর্বাত্মক হইলেও তাহার অনুভব আমার হয় না কেন তাহা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে। যেহেতু আমি 'নিণ্যঃ' নিণ্যশব্দের অর্থ অন্তর্হিত অর্থাৎ মূঢ়চিত্ত। চিত্তের প্রত্যক্ প্রবণতা না থাকায় আমি পরিচ্ছিন্নরূপ। ইহার উপপত্তি স্বরূপে মন্ত্র বলিতেছেন—'সন্নদ্ধঃ' আমি সন্নদ্ধ। অবিদ্যা-কাম-কর্মাদির দ্বারা সম্যক্‌ভাবে বদ্ধ অর্থাৎ বেষ্টিত। আমি বহির্মুখ বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া সংসারে বিদ্যমান আছি অর্থাৎ সাংসারিক সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। আমি আমার সর্বাত্মতা জানি না। এইরূপে মন্ত্রদ্রষ্টা নিজের খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই কথাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সন্নদ্ধো মনসা চরামি। এই দুঃখের অবসান কবে হইবে তদুত্তরে মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়াছেন—যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্য—ইহার অভিপ্রায় ঋত অর্থাৎ পরমার্থভূত পরব্রহ্মের প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান যখন আমার লব্ধ হইবে অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" ইহা যখন জানিতে পারিব—এই জ্ঞান উৎপত্তির অনন্তরই আমি পরব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইব। এই কথাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—আদিদ্বাচো

অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ—আদিৎ শব্দের অর্থ অনন্তর, অব্যবধান। চিত্তের বহির্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখতা সম্পাদন দুঃশক্য। এই অন্তর্মুখতা যখন হইবে তখনই নিজের ব্রহ্মরূপতার দর্শন সম্ভাবিত হইবে। "আদিদ্বাচঃ অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ" ইহার অভিপ্রায় 'বাচঃ' ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদক উপনিষদ বাক্যের 'আদিৎ' অনন্তরই 'অস্যা বাচো ভাগমশ্নুবে'—এই বাক্যের ভাগ অর্থাৎ ভজনীয় শব্দব্রহ্মব্যাপ্ত পরব্রহ্মপদ 'অশ্নুবে' প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই মন্ত্রের অভিপ্রায়ই "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" (কঠ ৪/১) মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যাহা ঋক্-মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাহাই উপনিষদে বলা হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

এই সূক্তের অষ্টত্রিংশ সংখ্যক মন্ত্র—

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিযন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নিচিক্যুরন্যম্ ॥ ৩৮ ॥

'অমর্ত্যো মর্ত্যেন সযোনিঃ'—এই আত্মা অমর্ত্য অর্থাৎ অমরণধর্মা। সেই আত্মা মরণধর্মা এই দেহের সহিত 'সযোনি' অর্থাৎ সমানযোনি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়েই আত্মা মরণধর্মা দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন থাকে। এই তিন অবস্থাতেই আত্মা দেহের সহিত বাস করে। এইজন্য দেহের উৎপত্তির দ্বারাই দেহসহচরিত আত্মারও উৎপত্তি উপচরিত হইয়াছে। এইজন্য মন্ত্রে বলা হইয়াছে—অমর্ত্যো মর্ত্যেন সযোনিঃ। আবার বলা হইয়াছে—'স্বধয়া গৃভীতঃ' এইস্থলে স্বধাশব্দের অর্থ অন্নময় শরীর। এই অন্নময় শরীরের দ্বারা গৃহীত হইয়া 'অপাঙ্ এতি' অধো গমন করে। অশুক্লকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধোগমন করিয়া থাকে এবং কখনও শুক্ল কর্ম করিয়া 'প্রাঙ্ এতি' উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মাই সূক্ষ্ম শরীরোপাধিক হইয়া নানাবিধ কর্ম করিয়া সেই কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য জীবরূপে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নানালোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ-তম এই গুণত্রয়যুক্ত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়া নানা লোকে পরিভ্রমণ করে। আর এই কথাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা। স বিশ্বরূপস্ত্রি-গুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ (শ্বে. উ. ৫/৭)। 'তা শশ্বন্তা

বিষূচীনা বিযন্তা'—এই পদগুলি দ্বিবচনান্ত। অর্থাৎ 'তৌ শশ্বন্তৌ বিষূচীনৌ বিযন্তৌ।' 'তৌ' সেই ভূতাত্মা ও কর্মাত্মা 'শশ্বন্তৌ' অবিযুক্তভাবে সর্বদা বিদ্যমান। 'বিষূচীনৌ' ইহলোকে সর্বত্র গমনকারী। 'বিযন্তৌ' তত্তৎকর্মের ফলোপভোগের জন্য সমস্ত লোকান্তরে গমনশীল। এই দুইটির মধ্যে 'অন্যম্' ভূতাত্মাকে 'নিচিক্যুঃ' বিশেষভাবে জানে। এবং 'অন্যম্ অপরম্' দেহাতিরিক্ত অন্যকে 'ন নিচিক্যুঃ' জানে না। পামরবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা দেহব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানে না। আর কোন বিবেকীরা কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বোপেত দেহাতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ইহা অনুমান করে। কিন্তু কেহই দেহত্রয়ব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানে না। অতএব আত্মজ্ঞান দুর্লভ। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য ॥ ৩৮ ॥

এই সূক্তের অপর একটি মন্ত্র :—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯ ॥

এই অস্যবামীয় সূক্তের ৩৮তম মন্ত্রে দেহাত্মা ও জীবাত্মার কথা বলা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে জীবাত্মার যাহা পারমার্থিক রূপ তাহা এই মন্ত্রে প্রকাশিত হইতেছে 'ঋচো অক্ষরে' ইত্যাদি। এইখানে ঋক্ শব্দের দ্বারা ঋক্প্রধান সাঙ্গ অপরবিদ্যাত্মক চার বেদের নির্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদাদির অপরবিদ্যাত্ব মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ" (মুণ্ডক ১/৪)। মুণ্ডকে এই উপক্রম করিয়া ততঃপর বলা হইয়াছে—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ ইত্যাদি" (মুণ্ডক ১/৫)। 'ঋচো অক্ষরে' এই মন্ত্রভাগের অর্থ বেদসম্বন্ধী অক্ষরে। অক্ষর শব্দের অর্থ ক্ষরণ রহিত, অনশ্বর, নিত্য, সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম। অক্ষর শব্দ যে ব্রহ্মবাচক তাহা "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" (বৃ. ৩/৮/৮) ইত্যাদি উপনিষদে প্রসিদ্ধ আছে। ঋক্ ও অক্ষরের সম্বন্ধ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাব। ঋক্ প্রতিপাদক ও অক্ষর প্রতিপাদ্য। সমস্ত বেদেরও ইহাই প্রতিপাদ্য। যদি বলা যায়, বেদের উপনিষদ্ভাগ ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইলেও বেদের ইতরভাগ তো ব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদের ইতরভাগের যদিও যজ্ঞাদি প্রতিপাদকত্ব আছে তথাপি বেদপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি উৎপাদনক্রমে বেদপ্রতিপাদিত যাগাদিরও ব্রহ্ম-

বেদনসাধনত্ব আছে বলিয়া বেদের ইতরভাগও ব্রহ্মবিষয়ক হইয়া থাকে। ইহা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেনেতি" (বৃ, ৪/৪/২২) এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম অক্ষরকেই মন্ত্রে বিশেষিত করা হইয়াছে 'পরমে ব্যোমন্'। 'পরমে' উৎকৃষ্টে 'ব্যোমন্ ব্যোম্নি' অর্থাৎ আকাশসদৃশ নির্লেপত্ব-নীরূপত্ব-ব্যাপিত্বাদি সাদৃশ্য প্রযুক্ত ব্রহ্মকেই ব্যোম শব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। লৌকিক আকাশ অপর ব্যোম এবং পরব্রহ্ম পরম ব্যোম। লৌকিক আকাশ হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য পরমশব্দ মন্ত্রের ব্যোমশব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা ব্যোমশব্দের অর্থ বিশেষভাবে সকলের রক্ষক। রক্ষণার্থক অব ধাতু হইতে ব্যোমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্বাধিষ্ঠান বলিয়া অধিষ্ঠানরূপে সকলের রক্ষক। এতাদৃশ তত্ত্বে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চই অধ্যস্ত। এই পরব্রহ্মকে আরও বিশেষিত করা হইয়াছে—যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মাতে সমস্ত দেবতারা 'অধিনিষেদুঃ' আশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন। যে মনুষ্য তাদৃশ সমস্ত দেবতাদের স্বরূপলাভাস্পদ এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য প্রতিপাদ্য যে বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানে না সেই পুরুষ 'ঋচা কিং করিষ্যতি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঋগাদি শব্দজালের দ্বারা কি করিবে? ঋগাদি শব্দ-জাল ব্রহ্মের বেদনসাধন। বেদন-বেদ্য বস্তুকে না জানিয়া বেদনসাধনের দ্বারা কি করিবে? অর্থাৎ ব্রহ্ম না জানিলে বেদ নিষ্প্রয়োজনই বটে। এইজন্য অবিদিত ব্রহ্ম পুরুষের বেদ নিষ্ফলই হইয়া থাকে। যে এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যাগাদিকর্মের অনুষ্ঠাতা হয়, তাহার দ্বারা কোন কর্মই কৃত হয় না বুঝিতে হইবে। 'য ইৎ তৎ বিদুঃ ত ইমে সমাসতে'—আর যাহারা এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানে তাহারা এই সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'সমাসতে' সম্যক্ অবস্থিত হয়। পুনরাবৃত্তি বিবর্জিত হইয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থানই সমাসন। যাঁহারা অক্ষরস্বরূপ অবগত আছেন তাঁহারা অক্ষরস্বরূপ পরিজ্ঞান প্রযুক্ত অক্ষরভাব প্রাপ্ত হইয়া 'সমাসতে' অর্থাৎ সর্বতাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া শান্তার্চি অনলের মত অবস্থিত থাকেন ॥ ৩৯ ॥

আমরা শব্দব্রহ্মবাদ গ্রন্থে এই মন্ত্রের বিশেষ আলোচনা প্রদর্শন করিয়াছি এবং সেই গ্রন্থেই বলা হইয়াছিল যে, "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্" এই মন্ত্রটি ঋক সংহিতার "অস্যবামীয়" সূক্তের অন্তর্গত। সম্প্রতি

আমরা "অস্যবামীয়" সূক্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এস্থলে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিলাম।

এই সূক্তের ৪১তম মন্ত্র :—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪১ ॥

'গৌরী :' গরণশীলা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাক্। প্রসিদ্ধ ঘটাদি দ্রব্যসমূহের বাচকরূপে অবস্থিত থাকিয়া সেই সেই দ্রব্যের নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। এই শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাক্ অব্যাকৃতরূপে একরূপ হইয়া প্রণবরূপে অবস্থিত হন। এইজন্যই মন্ত্রে ইঁহাকে একপদী বলা হইয়াছে। আবার ইনিই দ্বিপদী হন। সুপ্ তিঙ্ ভেদে পদদ্বয়বতী হন। আবার ইনিই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ভেদে চতুষ্পদী হইয়াছেন। আবার ইনিই আমন্ত্রিত সহিত সপ্ত বিভক্তি রূপা হইয়া অষ্টাপদী হইয়াছেন। আবার এই অষ্টাপদী বাক্ই অব্যয়পদযুক্ত হইয়া নবপদী হইয়াছেন। অথবা উরঃ, কণ্ঠ প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয়ের আটটি স্থান ও নাভি লইয়া নবস্থানস্থিত হইয়াছেন বলিয়া নবপদী হইয়াছেন। পরে এই বাগ্‌দেবী বহুবিধ অভিব্যক্তিময়ী হইয়া পরম-ব্যোমে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হৃদয়াকাশে অথবা মূলাধারে সহস্রাক্ষরা হইয়াছেন। অর্থাৎ অনেকাকারে ব্যাপ্ত হইয়া অনেক ধ্বনি প্রকারবতী হইয়াছেন। এই মন্ত্রটি নিরুক্তের একাদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে! তাহাতে বলা হইয়াছে, গৌরী এই সমস্ত বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন। কিরূপে নির্মাণ করিয়াছেন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্র বলিয়াছেন—সলিলানি তক্ষতী। 'তক্ষতী' শব্দের অর্থ 'কুর্বতী'—উদক নির্মাণপূর্বক সমস্ত নির্মাণ করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টি উদক সৃষ্টিপূর্বক। এই গৌরী একপদী হইয়াছেন অর্থাৎ মাধ্যমিক বাক্-এর সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া একপদী হইয়াছেন। মাধ্যমিক বাক্ই মেঘধ্বনি। মাধ্যমিক বাক্ও আদিত্যের সহিত দ্বিপদী হইয়াছেন। চতুর্দিক্ লইয়া চতুষ্পদী হইয়াছেন। আবার অবান্তর চারিটি দিকের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাপদী হইয়াছেন। আবার এই অষ্টাপদী বাক্ই আদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া নবপদা হইয়াছেন। এবং ইনিই সহস্রাক্ষরা হইয়া পরম-ব্যোমে যাহা সমস্ত ভূতের পরম অবন অর্থাৎ সমস্ত ভাববস্তুর সহিত

অভিব্যক্ত একাত্মা তাহাতে স্থিত আছেন। যেহেতু এই আত্মাই সলিল নির্মাণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

এই সূক্তের ৪২তম মন্ত্র :—

তস্যাঃ সমুদ্রা অধিবিক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ৪২ ॥

পূর্ব মন্ত্রে যে গৌরীর কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে সমুদ্র অর্থাৎ বৃষ্ট্যুদক-স্যন্দনাধিকরণ-ভূত মেঘসমূহ 'অধিবিক্ষরন্তি'। 'অধি' প্রভূত উদক 'বিক্ষরন্তি' বিবিধভাবে ক্ষরিত হইয়া থাকে। 'তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ, এবং সেই নিক্ষিপ্ত উদক দ্বারাই অষ্টদিকস্থিত প্রাণিজাত জীবনধারণ করে। 'ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং' অক্ষরশব্দের দ্বারা উদককে নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই উদক 'ক্ষরতি' শস্যাদির উৎপাদন করিয়া থাকে। 'তদ্বিশ্বমুপজীবতি' সেই শস্যাদি বিশ্ববাসী প্রাণিগণ উপজীবন করে ॥ ৪২ ॥

৪৫তম মন্ত্র—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ৪৫ ॥

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে,—চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরীরূপে এই একই বাক্ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একই নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধার হইতে উদিত হইয়া পরারূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। অতি সূক্ষ্মরূপে এই নাদ হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া পশ্যন্তী রূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। আর এই পশ্যন্তী বাক্ যোগিগণেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই পশ্যন্তী বিবক্ষাযুক্ত হইয়া মধ্যমা নামে কীর্তিত হয়। এই মধ্যমাই বক্ত্রভাগে স্থিত হইয়া তালু, ওষ্ঠাদির ব্যাপারের দ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই বৈখরী বাক্ বলা হয়। এইরূপে চতুর্ধা ভিদ্যমান বাক্ 'তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ' শব্দব্রহ্মবিৎ যোগিগণ তাহা অবগত আছেন। 'গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি' চতুর্ধা ভিন্ন বাক-এর মধ্যে পূর্বোক্ত তিন প্রকার বাক্ হৃদয়গুহাতে নিহিত থাকে। 'তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি—চতুর্থ বৈখরী বাক্ সমস্ত মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

এই সূক্তের ৪৬তম মন্ত্র—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ।। ৪৬ ।।

এই মন্ত্রটি ব্রহ্মপক্ষে, ঈশ্বরপক্ষে, সূর্যপক্ষে ও অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যে রূপেই এই মন্ত্রটি ব্যাখ্যাত হউক সমস্ত পক্ষেই একই মহান্ আত্মা সূর্য অগ্ন্যাদি স্বরূপে স্তুত হইয়া থাকেন। এই মহান্ আত্মাই বেদবাদিগণকর্তৃক ইন্দ্রমিত্র প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। আর এই কথাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। এই কথা যাস্কও তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন—মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ৭।৪)। মহাভাগ্যা মহৈশ্বর্যশালিনী দেবতাত্মা এক হইলেও বহুধা স্তূয়মান হইয়াছেন। আর এই অর্থের প্রতিপাদক ঋক্-মন্ত্রও বিদ্যমান আছে। যথা—'রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি' (ঋক্ সং ৩।৩।২০)।

যাঁহারা মনে করেন বেদে দেবতা অসংখ্যাত বলা হইয়াছে তাঁহারা এই মন্ত্রটি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, বেদে একই মহান্ আত্মা বহু নামে কীর্তিত হইয়াছেন। 'অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্' ইহার অভিপ্রায় এই যে মহান্ দেবতাত্মাই 'দিব্যঃ দিবি ভবঃ সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুত্মান্ গরণবান্ পক্ষবান্। এতন্নামকো যঃ পক্ষ্যস্তি সোঽপ্যয়মেব।' ইহার অভিপ্রায়—অসাধারণ গমনশীল পক্ষবান্ দিব্যমূর্তি গরুড় যাহা শাস্ত্রে নানা স্থানে কীর্তিত হইয়াছে তাহাও এই দেবতাত্মাই বটে ॥ ৪৬ ॥

এই সূক্তের ৪৯ সংখ্যক মন্ত্র—

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ।। ৪৯ ।।

এই মন্ত্রটি সরস্বতীর বন্দনা স্বরূপ। 'যস্তে স্তনঃ' (হে) সরস্বতি তোমার যে স্তনঃ অর্থাৎ শিশুস্থানীয় প্রাণিগণের আপ্যায়নকর লৌকিক বৈদিক শব্দসমূহ স্বরূপ তোমার 'স্তনং শশয়ঃ' তোমার দেহে বিদ্যমান আছে। এই স্তন ময়োভুঃ রসাস্বাদিগণের সুখদাতা। 'যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি' যে স্তন দ্বারা

বিশ্ববাসী প্রাণিগণের অভিমত বস্তু নিষ্পাদন করিয়া থাক। 'যো রত্নধা' যে তোমার স্তন 'রত্নধা' বহুবিধ রমণীয় রত্নের ধারয়িতা এবং 'বসুবিৎ' বস্তুসমূহের অর্থাৎ ধনসমূহের বেত্তা। এই স্তন 'সুদত্রঃ' শোভন দান যুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণগুণের দাতা। সরস্বতীর এই স্তনের অতিশয় প্রাশস্ত্য জ্ঞাপনের জন্য মন্ত্রে বার বার 'যৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। হে সরস্বতি তোমার সেই সর্বপ্রাণিগণের উপকারক 'তমিহ ধাতবে কঃ' স্তন আমাদের পানযোগ্য কর ॥ ৪৯ ॥

আমরা ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টক হইতে "অস্যবামীয়" সূক্তে যে অধ্যাত্মবিদ্যা প্রতিপাদক মন্ত্রগুলি আছে তাহার ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিলাম। এই সূক্তে ৫২টি মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে যে মন্ত্রগুলি স্পষ্টভাবে অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রতিপাদক তাহার ব্যাখ্যাই আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম। বস্তুতঃ মহর্ষি দীর্ঘতমা-দৃষ্ট এই সূক্তটি সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্মবিদ্যারই প্রতিপাদক। ইহা অপর ভাষ্যকারগণও বলিয়াছেন। সায়ণভাষ্যেও এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন—"এবমুত্তরত্রাপ্যধ্যাত্মপরতয়া যোজয়িতুং শক্যম্। তথাপি স্বরসত্বাভাবাৎ গ্রন্থবিস্তরভয়াচ্চ ন লিখ্যতে।" এই ভাষ্যের অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যকার সায়ণ এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটির আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শন করিয়া পরে বলিয়াছেন—এই সূক্তের অপর মন্ত্রগুলিও আধ্যাত্মিক অর্থে যোজনা করা যায়। কিন্তু এই সূক্তের সমস্ত মন্ত্রগুলি স্বারসিক অর্থে আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিপাদক নহে বলিয়া সমস্ত মন্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক পক্ষে যোজনা ক্লিষ্ট এবং গ্রন্থবাহুল্যের প্রসঞ্জক বলিয়া এই সূক্তের সমস্ত মন্ত্রের আধ্যাত্মিক পক্ষে যোজনা প্রদর্শিত হইল না। আবার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—"যত্র দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদৌ স্ফুটমাধ্যাত্মিকোঽর্থঃ প্রতীয়তে তত্র তত্র প্রতিপাদয়ামঃ।" ইহার অর্থ—এই সূক্তে "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি যে মন্ত্রগুলি আছে যাহার আধ্যাত্মিক অর্থ পরিস্ফুট রহিয়াছে আমরা সেই সেই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শন করিব। সায়ণাচার্য যে যে মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন আমরাও এই প্রবন্ধে সায়ণভাষ্যানুসারে সেই মন্ত্রগুলিরই আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শন করিলাম। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, গৌতম গোত্রীয় পরমানন্দ এই সম্পূর্ণ সূক্তটির আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিপাদক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্ত অগ্নিদেবতার স্তুতিরূপে আম্নাত হইয়াছে। এই সূক্তে ১৬টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে অগ্নিদেবতার সর্বাত্মকত্ব বুঝিতে পারা যায়। আমরা অস্যবামীয় সূক্তের একটি মন্ত্রে দেখাইয়াছি—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" একই মহান্‌ আত্মা সর্বাত্মক বলিয়া অগ্ন্যাদি দেবতাও সেই একই মহান্‌ আত্মার প্রকাশ বিশেষ! এজন্য অগ্নিদেবতাকেও সর্বাত্মকরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। আরও কথা এই যে, দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে শ্রৌত যজ্ঞে অপেক্ষিত ঋত্বিক্‌গণের যে সমস্ত কর্ম বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা অগ্নিরই সর্বাত্মকতা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন—শ্রৌত যজ্ঞ ঋক্‌-সংহিতাতে নাই, পরবর্তীকালে যজ্ঞ পরিপাটী কল্পিত হইয়াছে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি এই মন্ত্রটির প্রতি আকর্ষণ করি।

দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র—

তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সী ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥২॥

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, (হে) অগ্নে হোতার যাহা কর্ম, ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্‌কে হোতা বলে। ইনি সোমযাগে শস্ত্রপাঠ করেন ও দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টিতে যাজ্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন। এই হোতার যে কর্ম তাহাও হে অগ্নি, তোমার জন্য হইয়া থাকে। এই কথাই মন্ত্রে 'তবাগ্নে হোত্রম্‌' এই অংশ দ্বারা বলা হইয়াছে। 'তব পোত্রমৃত্বিয়ম্‌' এইরূপ পোতা নামক ঋত্বিকের যে কর্ম তাহাও তোমার জন্য হইয়া থাকে। এই রকম সমস্ত আর্ত্বিজ্য কর্মই তোমার জন্য হইয়া থাকে, 'তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিৎ ঋতায়ত' ইহার অর্থ এইরূপ নেষ্টা নামক ঋত্বিকের যে কর্ম তাহাও তোমার জন্য হইয়া থাকে। তুমিই যজ্ঞে অগ্নিৎ অর্থাৎ আগ্নীধ্ররূপ ঋত্বিক্‌ হইয়া থাক। 'তব প্রশাস্ত্রং ত্বম-ধ্বরীয়সি' এইরূপ প্রশাস্তা নামক ঋত্বিক্‌ যিনি মৈত্রাবরুণ নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার কর্ম তোমার জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। 'ত্বমধ্বরীয়সি' হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞে অধ্বর্যু হইয়া থাক। 'ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে' এইরূপ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নামক ঋত্বিক্‌ তুমিই হইয়া থাক। 'নো দমে' আমাদের গৃহে। দম শব্দের অর্থ গৃহ। তুমিই আমাদের গৃহে গৃহপতি হইয়া থাক। এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবে

অগ্নির সর্বাত্মতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে হোতা, পোতা, নেষ্টা প্রশাস্তা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের নাম ও তাহাদের কর্মের যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সমস্তই সোমযাগে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমে প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র—

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্‌ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে,—ত্বমগ্নে ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি হে অগ্নি, তুমি সজ্জনের অর্থাৎ তোমার উপাসকগণের কামবর্ষণকারী বৃষভ হইয়া থাক বলিয়া তুমি ইন্দ্র। আর তুমি সর্বনমস্কার্য বহুজনস্তুত্য 'উরুগায়ঃ' বিষ্ণু ও তুমি। এই কথা মন্ত্রে 'ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ' বলা হইয়াছে। হে অগ্নি, তুমিই ব্রহ্মা যেহেতু তুমি 'রয়িবিৎ' গবাদিধনের বেত্তা। 'ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে' তুমি বেদমন্ত্ররূপ ব্রহ্মের পালয়িতা। এজন্য তুমি ব্রহ্মণস্পতি হইয়া থাক। ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা হে অগ্নি, তুমি বিধর্তঃ, বিবিধ ধারক বৈশ্বানররূপ অগ্নি। তুমি পুরন্ধী বহুপ্রকার বুদ্ধি দ্বারা 'সচসে' সহ বর্তসে। সর্বদা বুদ্ধিদ্বারা স্তূয়মান হইয়া থাক। এই মন্ত্রে অগ্নিকেই ইন্দ্র, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। আর এজন্যই অস্যবামীয় সূক্তে যে বলা হইয়াছে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এক মহান্ দেবতাত্মাকেই বিপ্র মেধাবিগণ বহুধা কীর্তন করিয়া থাকেন, এই মন্ত্রটিও তাহার নিদর্শন ॥ ৩ ॥

এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্র—

ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজয়ুঃ ॥ ৪ ॥

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, হে অগ্নি, তুমি ধৃতব্রত বরুণ রাজা—এই কথা 'ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতঃ' এই অংশে বলা হইয়াছে। 'ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ। দস্ম শব্দের অর্থ শত্রুর উপক্ষয়কারী। ঈড্য শব্দের অর্থ স্তুত্য। হে অগ্নি, তুমি শত্রুগণের উপক্ষয়কারী স্তুত্য বলিয়া তুমি মিত্রনামক দেবতা। 'ত্বমর্যমা সৎপতিঃ' যেহেতু তুমি সৎপতি সজ্জনের অভিমত প্রদানের দ্বারা পালয়িতা এজন্য অর্যমা নামক দেবতা হইয়া থাক। দাতৃত্বই

অর্যমা দেবতার চিহ্ন—"অর্যেমতি তমাহুর্যো দদাতীতি। 'যস্য সংভুজম্, 'যস্য' যে অর্যমার 'সংভুজম্' যে অর্যমার ধন সাধু গ্রহীতৃগণের সম্ভোগের জন্য হইয়া থাকে। 'ত্বমংশো' তুমি অংশ নামক দেবতা। অংশদেবতা সূর্যেরই অন্য মূর্তি। 'বিদথে দেবভাজয়ুঃ' তাদৃশ হে দেব, তুমি 'বিদথে' অস্মদীয় যজ্ঞে ভাজয়ুঃ ফলের ভাজয়িতা অর্থাৎ প্রাপয়িতা হইয়া থাক। তুমি যজ্ঞফলের প্রদাতা। এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির সর্বদেবতাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞফলের প্রদাতা বলায় অগ্নিকে ঈশ্বররূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ঈশ্বরই জীবের কর্মফলের প্রদাতা। আর এই কথা ব্রহ্মসূত্রে "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্র, সূ, ৩।২।৩৮) বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

এই সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র—

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শংগয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা ॥৬॥

হে অগ্নি, তুমি 'মহো দিবঃ' মহৎ দ্যু লোক হইতে (এস্থলে দ্যুলোক উপলক্ষণ) লোকত্রয় হইতে 'অসুরঃ' শত্রুগণের নিরসিতা। এজন্য তুমি রুদ্র। রুৎ শব্দের অর্থ দুঃখ অথবা দুঃখহেতু পাপাদি। তাহার দ্রাবয়িতাকে অর্থাৎ নাশয়িতাকে রুদ্র বলা হয়। এইজন্য মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবঃ। অগ্নিকেই এস্থলে রুদ্র বলা হইয়াছে—অগ্নির রুদ্ররূপতা বেদে প্রসিদ্ধ আছে—"রুদ্রো বৈষ যদগ্নিঃ"। 'অসুরো মহো দিবঃ' ইহার এরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, মহৎ দ্যুলোকের সম্বন্ধী তুমি অসুর। অসু শব্দের অর্থ বল। বলের দাতা বলিয়া অসুর বলা হইয়াছে। মহৎ দ্যুলোক সম্বন্ধী হইয়া বলের দাতা বলিয়া তুমি আদিত্যরূপ। 'ত্বং শর্ধঃ মারুতম্' এইরূপ তুমি 'মারুতং শর্ধঃ' মরুৎসমূহরূপ বল হইয়া থাক। অর্থাৎ হে অগ্নি, তুমি বায়ুরূপ হইয়া থাক। 'পৃক্ষ ঈশিষে' পৃক্ষ শব্দের অর্থ অন্ন। হবির্লক্ষণ অন্নের তুমি ঈশ্বর হইয়া থাক। 'ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শংগয়ঃ' তুমি 'বাতৈঃ' বায়ুসদৃশ 'অরুণৈঃ' অরুণবর্ণ। এতাদৃশ অশ্বসমূহের দ্বারা 'শংগয়ঃ' শংশব্দের অর্থ সুখ, গয় শব্দের অর্থ গৃহ। অর্থাৎ সুখের আবাসভূত হইয়া 'যাসি' যজ্ঞগৃহ প্রাপ্ত হইয়া থাক। সেইরূপ 'ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা' তুমি পূষা সকলের পোষাকরূপ হইয়া 'নু' ক্ষিপ্র 'ত্মনা' আত্মনা

অনুগ্রহরূপ স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা 'বিধতঃ' পরিচরণশীল যজমানগণকে 'পাসি' রক্ষা করিয়া থাক।

এই মন্ত্রে অগ্নিকে অগ্নি, আদিত্য ও বায়ুরূপ বলা হইয়াছে। নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক বলিয়াছেন—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ, অগ্নিঃ পৃথিবী-স্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যো দ্যুস্থানঃ।" (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ৭/৫/১)। যাজ্ঞিকগণের মতে নামভেদে দেবতা ভিন্ন বলিয়া দেবতা অসংখ্যাত। অধ্যাত্মবাদিগণের মতে ব্রহ্মই দেবতাবৃক্ষের মূল বলিয়া একই মহান্ আত্মা সর্বদেবতাত্মক। এই দ্বিবিধ মত হইতে নৈরুক্ত পক্ষ ভিন্ন। এজন্য তাঁহারা তিনটি দেবতা স্বীকার করেন—অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য। এই তিনটি দেবতা যথাক্রমে ভূর্ভুবঃস্বঃ এই লোকত্রয়ে বিদ্যমান আছেন। এই লোকত্রয়কে একরূপে গ্রহণ করিলে তাহাই ভগবান্ বিরাট্ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই ভগবান্ বিরাটের রূপ পুরুষসূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। এই মন্ত্রেও অগ্নিকে অগ্নি-বায়ু-আদিত্যরূপ বলায় অগ্নিকেই পুরুষসূক্ত-প্রতিপাদ্য দেবতারূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥৬॥

এই সূক্তের নবম মন্ত্র—

ত্বামগ্নেপিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেবিধত্ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, হে অগ্নে তুমি সমস্ত লোকের পালক বলিয়া সকলের পিতৃস্থানীয়। পিতার মত পালন করিবার জন্য ইষ্টিকারিগণ অর্থাৎ যজ্ঞকারিগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন। আর এই কথাই মন্ত্রের প্রথমভাগে বলা হইয়াছে—'ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরঃ'। 'নরঃ' শব্দের অর্থ যজমানগণ। 'ইষ্টিভিঃ'—অভিলষিত যজ্ঞসাধনসমূহ দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকেন। এজন্য এস্থলে 'যজন্তে' এইরূপ পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। পিতৃবৎ পরিপালনের জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকেন। 'ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্' ইহার অর্থ 'তনূরুচম্' শরীরে দীপ্যমান। বৈশ্বানররূপে তুমি সমস্ত শরীরে দীপ্যমান আছ; এজন্য 'ভ্রাত্রায়' সৌভ্রাত্রলাভের জন্য 'শম্যা' অর্থাৎ কর্ম,—কর্ম দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। 'ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেঽবিধৎ' হে অগ্নি, যে পুরুষ 'ত্বামবিধৎ' তোমার পরিচর্যা করিয়া

থাকে তাহার তুমি পুত্র হইয়া থাক। পুত্রের মত পালক হইয়া থাক। 'ত্বং সখা সুশেবঃ পাসি আধৃষঃ'—হে অগ্নে, তোমার পরিচারকের তুমি সখিবৎ হিতকারী এবং 'সুশেবঃ' সুষ্ঠু সুখকারী হইয়া থাক। 'আধৃষঃ পাসি' আধর্ষক হইতে (রূপে) রক্ষা করিয়া থাক। এই মন্ত্রের নির্গলিতার্থ এই যে, তুমি পিতৃত্ব-কামীর নিকটে পিতারূপে, ভ্রাতৃত্বকামীর নিকটে ভ্রাতারূপে এবং পুত্রত্বকামীর নিকটে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া বান্ধববর্গের মত যজমানকে রক্ষা করিয়া থাক। এই সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে অগ্নির সর্বাত্মকতা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ অনুবাকের ৪১তম সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র—

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্॥

৫॥৩।৭।১৪ বর্গ

এই ঋক্-মন্ত্রটি হংসবতী ঋক্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঋক্-সংহিতার মন্ত্র হইলেও কঠোপনিষদেও (কঠ, ২।২) এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন যে, এই সৌর্য ঋক্-মন্ত্রটির দ্বারা "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ" (ছা. উ. ১।৬।৬) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যে আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতার কথা বলা হইয়াছে, আর যিনি সমস্ত প্রাণি-হৃদয়ে চিদ্রূপে স্থিত পরমাত্মা, আর যিনিই নিরস্তসমস্তোপাধিক পরব্রহ্ম এই তিনটি একই বস্তু—ইহাই এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রে হংস শব্দের দ্বারা আদিত্যকে নির্দেশ করা হইয়াছে। গমনার্থ 'হন্' ধাতু হইতে হংসপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সর্বত্র সর্বদা গন্তা আদিত্যই হংস। এই আদিত্য 'শুচিষৎ' শুচি দেশে দীপ্ত দ্যুলোকে অবস্থান করেন বলিয়া 'শুচিষৎ' বলা হইয়াছে। 'হংসঃ শুচিষৎ' এই মন্ত্রভাগদ্বারা দ্যুস্থানস্থিত আদিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দ্যুস্থানস্থিত আদিত্যই মধ্যস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষ-স্থানস্থিত বায়ু ইহাই বলা হইয়াছে। 'বসুরন্তরিক্ষসৎ' বসু শব্দের অর্থ সকলের বাসয়িতা বায়ু। এই বায়ু 'অন্তরিক্ষসৎ' অন্তরিক্ষে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সঞ্চরণকারী। যিনি আদিত্য তিনিই বায়ু. আবার তিনিই অগ্নি এই

অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে 'হোতা বেদিষৎ' এই অগ্নি পৃথিবীস্থানস্থিতা দেবতা। হোতা শব্দের অর্থ দেবতাদের আহ্বানকর্তা অথবা হোমের নিষ্পাদয়িতা। অগ্নি যে দেবতাদের আহ্বানকর্তা ইহা ঋক্-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে অগ্নির স্তুতিতে বলা হইয়াছে "হোতারং রত্নধাতমম্।" এই অগ্নি 'বেদিষৎ' গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে বেদিতে অবস্থান করেন। আবার বলা হইয়াছে—এই অগ্নি 'অতিথির্দুরোণসৎ'—এই অগ্নি অতিথির মত পূজ্য। 'দুরোণসৎ'—গৃহকে দুরোণ বলা হয়। দুরোণে অর্থাৎ গৃহে পাকাদির সাধনরূপে এই অগ্নি অবস্থিত। এতদ্দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি ও লৌকিক অগ্নির একত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। যিনি দ্যুলোকস্থিত আদিত্য, অন্তরিক্ষস্থিত বায়ু এবং পৃথিবীস্থিত অগ্নি তিনিই 'নৃষৎ' সমস্ত মনুষ্যে চৈতন্যরূপে স্থিত। 'নৃষৎ' শব্দের দ্বারা সমস্ত মনুষ্যে চৈতন্যরূপে স্থিত বলায় ইহার দ্বারা পরমাত্মরূপতা প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার ইহাকেই আদিত্যরূপে পুনর্বার নির্দেশ করা হইতেছে—'বরসৎ' অর্থাৎ বরণীয় আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করেন বলিয়া 'বরসৎ' বলা হইয়াছে। আর এতদ্দ্বারা আদিত্যেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। আদিত্যের 'বরসৎ' এই নামটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বলা হইয়াছে। "বরং বা এতৎ সদ্মনাং যস্মিন্নেষ আসন্নস্তপতি" (ঐ ব্রা. ৪।২০) ইহাকে আবার 'ঋতসৎ' বলা হইয়াছে। 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য বা ব্রহ্ম বা যজ্ঞ। তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়াই ইনি 'ঋতসৎ' অগ্নি। আবার বলা হইয়াছে ইনি 'ব্যোমসৎ'। ব্যোম শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ। যিনি অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে স্থিত আছেন। আবার বলা হইয়াছে 'অব্জাঃ' উদকে জাত। উদকে জলে বৈদ্যুতাগ্নি রূপে অথবা সমুদ্রে বড়বা রূপে জাত। আবার বলা হইয়াছে 'গোজাঃ' গোসমূহে অর্থাৎ রশ্মিসমূহে জাত। আবার বলা হইয়াছে 'ঋতজাঃ' ঋত শব্দের অর্থ সত্য। সর্বলোকে দৃশ্য বলিয়া তাহা সত্য। এই আদিত্য ইন্দ্রাদি দেবতার মত পরোক্ষ নহে বলিয়া 'ঋতজাঃ' বলা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে 'অদ্রিজাঃ' অদ্রিতে অর্থাৎ উদয়াচলে জাত। এই রূপ মহানুভব আদিত্য 'ঋতম্' অর্থাৎ সত্য, অবাধ্য, সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম। ইহাই এই মন্ত্রের 'ঋতম্' পদের অর্থ। আদিত্যের এই স্বরূপ 'হংসঃ শুচিষৎ'—যাহা মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাহাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "এষ বৈ হংসঃ শুচিষৎ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। (ঐ. ব্রা. ৪।২০)

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি—এই মন্ত্রটি কঠোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে।

কিন্তু কঠোপনিষদে মন্ত্রের শেষাংশ কিঞ্চিদধিক। ঋক্-সংহিতাতে মন্ত্রের শেষভাগে "অদ্রিজা ঋতম্" এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু কঠোপনিষদে "অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই মন্ত্রটির অভিপ্রায় শাঙ্কর ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এ স্থলে শাঙ্কর ভাষ্যের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছি। কঠোপনিষদে এই মন্ত্রের পূর্ব মন্ত্রে মুক্ত আত্মার কথা বলা হইয়াছে। আর তাহার পরবর্তী এই "হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রে বলা হইতেছে যে, এই আত্মা মাত্র একটি শরীরব্যাপী নহে, কিন্তু সর্বশরীর-ব্যাপী। এইজন্য এই মন্ত্রে আত্মাকে হংস বলা হইয়াছে। 'হন্তি গচ্ছতি' অর্থাৎ যিনি সর্বদা সর্বত্র গমনশীল, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সর্বব্যাপী তিনিই হংস। এই 'হংসঃ শুচিষৎ' অর্থাৎ শুচিদেশে দ্যুলোকে আদিত্য রূপে অবস্থান করেন। আবার বলা হইয়াছে 'বসুরন্তরিক্ষসৎ'। এই আদিত্যই বায়ুরূপে সর্বপ্রাণী-গণকে বাস করান বলিয়া ইঁহার নাম বসু—'সর্বান্ বাসয়তীতি বসুঃ'। ইনিই বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'। ইনি 'বেদিষৎ' বেদিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহাকে 'বেদিষৎ' বলা হইয়াছে। নিরুক্ত গ্রন্থে যাস্ক বলিয়াছেন—'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ।' (নিরুক্ত দৈ. কা. উপোদ্‌ঘাত)। ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন স্থানে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য রূপে একই মহান্ দেবতাত্মা স্থিত আছেন। এই ঋক-মন্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। এই অগ্নি যিনি বেদিতে অবস্থান করেন তিনি 'হোতা' দেবতা-গণের আহ্বাতা। অগ্নির হোতৃত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। ইনিই আবার 'অতিথি'—ইনি সোমরূপে অতিথি হইয়া যজমানগৃহে অগমনপূর্বক 'দুরোণে' অর্থাৎ কলসে স্থিত থাকেন বলিয়া 'দুরোণসৎ'। অথবা 'অতিথি' পদের অর্থ ব্রাহ্মণরূপ অতিথি। ইনিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে 'দুরোণে' অর্থাৎ গৃহে অবস্থান করেন বলিয়া 'দুরোণসৎ'। ইনিই 'নৃষৎ'—নৃষু মনুষ্যেষু চিদ্রূপেন সীদতি ইতি নৃষৎ। সমস্ত মনুষ্যে চিদ্রূপে ইনি অবস্থিত আছেন। ইনি 'বরসৎ'—বর শব্দের অর্থ দেবতা। দেবতাদের মধ্যে ইনি স্থিত আছেন। 'ঋতসৎ'—ঋত শব্দের অর্থ সত্য বা যজ্ঞ; তাহাতে অবস্থিত বলিয়া ইনি 'ঋতসৎ'। 'ব্যোমসৎ' ব্যোম শব্দের অর্থ আকাশ। আকাশে অবস্থান করেন বলিয়া 'ব্যোমসৎ'। ইনি 'অব্জাঃ'—অপ্সু, শঙ্খ-শুক্তি-মকরাদিরূপেণ জায়তে। ইনি জলে শঙ্খ, শুক্তি, মকররূপে

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'অব্জাঃ'। আবার ইনি 'গোজাঃ'—গবি পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাদিরূপেণ জায়তে। ইনি পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'গোজাঃ'। ইনি 'ঋতজাঃ' ঋত শব্দের অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞরূপে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'ঋতজাঃ'। ইনি অদ্রিজাঃ—অদ্রি শব্দের অর্থ পর্বত। ইনি পর্বতসমূহ হইতে নদ্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'অদ্রিজাঃ'। ইনি 'ঋতম্' ইনি সর্বাত্মক হইয়াও অবিতথাকার অর্থাৎ নিত্য একরূপে অবস্থান করেন। এইজন্যই ইনি ঋত। এবং ইনি বৃহৎ অর্থাৎ মহান্, সর্ববস্তুর উপাদান কারণ।

যদি এই মন্ত্র দ্বারা কেবল আদিত্যেরই নির্দেশ করা যায় তাহা হইলেও আদিত্যই আত্মস্বরূপ বলিয়া আদিত্যরূপ ব্যাখ্যাতেও কোন বিরোধ নাই।* ফলকথা সর্বপ্রকারেই জগতে একই আত্মা আছেন। আত্মার ভেদ নাই ইহাই —এই মন্ত্রের অভিপ্রায়। আমরা যে মন্ত্রটি প্রদর্শন করিলাম, ইহা ঋক্-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের মন্ত্র। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য ও শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায় এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে অথবা স্বয়ং নিরপেক্ষভাবে এই মন্ত্রটির অর্থ আলোচনা করিলে বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা নাই এরূপ যাঁহারা বলেন তাহা যে অকিঞ্চিৎকর তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ড আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, একই মহান্ আত্মার অনন্তরূপ ও বিভূতি বেদ-মন্ত্রসমূহ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঋক্-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে ইন্দ্রের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদক একটি ঋক্-মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। আমরা এখানে সেই মন্ত্রটি ও তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শন করিব। ঋক্-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম বর্গের অষ্টম মন্ত্র—

ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্যমুষযসং সুদংসাঃ ॥ ৮ ॥

'বিশ্বে' সমস্ত দেবতারা 'ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি' ইন্দ্রের সুকৃত কর্মসমূহ

---

* এই কথা ঋক্সংহিতার ১।৮।৭ বর্গে "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" মন্ত্রে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে 'নৃষৎ' শব্দের দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ সুষ্ঠু নির্মিত পৃথিব্যাদি এবং 'ব্রতানি' সমস্ত যজ্ঞাদি 'দেবা ন মিনন্তি' সমস্ত দেবতারা অর্থাৎ 'বিশ্বে দেবাঃ' 'ন মিনন্তি' হিংসা করিতে পারেন না অর্থাৎ বিনষ্ট করিতে পারেন না। দেবতারাও ইন্দ্রের কর্মসমূহের আদরই করিয়া থাকেন। 'দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্'—এই ইন্দ্র পৃথিবীকে অর্থাৎ ভূলোককে এবং 'দ্যাম্' অর্থাৎ দ্যুলোককে 'উত ইমাম্' এই অন্তরিক্ষ লোককে এই তিন লোককে ধারণ করিয়াছেন। 'সুদংসাঃ' শোভনকর্মা ইন্দ্র 'জজান' 'সূর্যমুষসম্' সর্বলোক প্রকাশক সূর্যকে এবং 'উষসম্' প্রাতঃকালকে উৎপাদন করিয়াছেন। এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে বিশ্বস্রষ্টা বলা হইয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর হইতে ইন্দ্রের অভেদ কল্পনা না করিলে এই মন্ত্রের অর্থ সঙ্গত হয় না। এজন্য ইন্দ্রও পরমেশ্বরস্বরূপ ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

আমরা এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। যাঁহারা মনে করেন—ঋক্-সংহিতা রচিত হইবার পূর্বে বেদের অন্য মন্ত্রসংহিতা প্রভৃতি ছিল না, সমস্ত বেদমন্ত্রের প্রথমে ঋক্-মন্ত্র রচিত হইয়াছিল—তাঁহাদের এই ভ্রান্তি নিবারণের জন্য আমরা ঋক্-সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টক হইতে একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

> উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি।
> বৃষেব বাজী শিশুমতীরপীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমাবদ বিশ্বতো
> নঃ শকুনে পুণ্যমাবদ ॥ (ঋক্-সং ২।৮।১২।২)

এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, 'হে শকুনে' হে কপিঞ্জলপক্ষিন্ 'উদ্গাতা' সামবেদবিদ্ ঋত্বিক্ যেমন সামগান করিয়া থাকেন তুমিও সেইরূপ গান করিতেছ অর্থাৎ তোমার স্বর উদ্গাতা ঋত্বিকের স্বরসদৃশ হইতেছে। 'ব্রহ্ম পুত্র ইব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক্ জ্যোতিষ্টোমের সবনত্রয়ে যেরূপ শস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন তুমিও সেইরূপ শব্দ করিতেছে। এইরূপ 'বৃষেব বাজী' রেতঃসেচনসমর্থ অশ্বের মত 'শিশুমতীরপীত্য'—'শিশুমতী' বড়বা—অশ্ব যেমন বড়বার নিকটবর্তী হইয়া শব্দ করিয়া থাকে সেইরূপ তুমিও শব্দ কর। হে কপিঞ্জল, 'সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমাবদ'—তুমি সর্বতোভাবে আমাদের কল্যাণ-প্রদ শব্দ কর। 'বিশ্বতো নঃ শকুনে পুণ্যমাবদ' হে কপিঞ্জল, তুমি সর্বতোভাবে আমাদের পুণ্য আশংসন কর। এই মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ঋক্-

সংহিতার সময়েও সামবেদবিদ্ উদ্গাতার সামগান প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার দ্বারা কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ঋক্-সংহিতার পূর্বেই সামগান প্রসিদ্ধ ছিল? এজন্য বেদমন্ত্র সংহিতাসমূহের পৌর্বাপর্য নিরূপণ প্রয়াস নিতান্তই নিষ্ফল। প্রত্যেক মন্ত্রসংহিতাতে অন্য মন্ত্রসংহিতার মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এইজন্যই মীমাংসকগণ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই সমস্ত বিরোধের নিবৃত্তি হইয়াছে। এইরূপ ঋক্-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের একটি মন্ত্র—

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি॥
(ঋক্-সং ৬।৬।১২।১)

ইহার অভিপ্রায় এই যে, হে 'মরুত' মিতভাষী স্তোতৃবৃন্দ 'বৃহদিন্দ্রায় গায়ত'—'বৃহৎ' অতিশয়েন পাপনাশক বৃহৎসাম অর্থাৎ বৃহন্নামক সাম 'ইন্দ্রায় গায়ত' ইন্দ্রের জন্য গান কর। আমাদের যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রীতির জন্য সামবেদ-বিদ্ স্তোতৃবর্গ বৃহৎ সাম গান কর।......।

ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম বর্গে একটি ঋক্-মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ (ঋক্ সং ৬।৭।১।১)

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, হে উদ্গাতারঃ সামবেদবিৎ উদ্গাতৃবৃন্দ 'বিপ্রায়' মেধাবীর জন্য 'বৃহতে' মহত্ত্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য 'ধর্মকৃতে' ধার্মিক কর্ম-কর্তা ইন্দ্রের জন্য 'বিপশ্চিতে' বিদ্বান্ ইন্দ্রের জন্য 'পনস্যবে' স্তুতি-ইচ্ছুক ইন্দ্রের জন্য 'ইন্দ্রায় বৃহৎ সাম গায়ত' ইন্দ্রের জন্য বৃহৎ সাম গান কর।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—'বৃহৎ সাম তথা সাম্নাম্' অর্থাৎ আমি সামমন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎ সংজ্ঞক সাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋক্-সংহিতার মধ্যে সামসংহিতার বহুধা উল্লেখ আছে। সুতরাং ঋক্-সংহিতার পরে সাম-সংহিতার সৃষ্টি এইরূপ বলা উন্মত্ত-প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আমরা এই প্রবন্ধে মীমাংসক মতানুসারে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বলিয়াছি। বেদবাণীর এই অপৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদক একটি ঋক্-মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে। ঋক্-সংহিতার ৬।৫।২৫ মন্ত্রে বেদবাণীকে নিত্য বলা হইয়াছে।

তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া।
বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্॥ (ঋক্ সং ৬।৫।২৫।৬)

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, হে 'বিরূপ' নানারূপ অর্থাৎ এতন্নামক মহর্ষি, তুমি 'তস্মৈ' সেই প্রসিদ্ধ 'অভিদ্যবে' অভিগত-তৃপ্তি-বিশিষ্ট 'বৃষ্ণে' বর্ষণ-কর্তা অগ্নির জন্য 'নিত্যয়া' উৎপত্তিরহিতবাচা' মন্ত্ররূপবাক্যের দ্বারা 'সুষ্টুতিম্' সুন্দর স্তুতি 'চোদস্ব' উচ্চারণ কর। অর্থাৎ নিত্য বেদমন্ত্রের দ্বারা তাদৃশ অগ্নি দেবতার স্তুতি কর। এই কথা এই সূক্তের দ্রষ্টা বিরূপ ঋষি নিজেকে বলিতেছেন। এই সূক্তের দ্রষ্টা আঙ্গিরস বিরূপ ঋষি। এইজন্য পূর্বমীমাংসা দর্শনের "লিঙ্গদর্শনাচ্চ" সূত্রের (১।১।২৩) ভাষ্যে ভাষ্যকার শবরস্বামী বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা॥
(ঋক্ সং ৩।৩।২০।৮।)

এই মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, 'মঘবা' ইন্দ্র 'রূপং রূপং বোভবীতি' যে যে রূপ কামনা করেন তিনি সেই সেই রূপ ধারণ করেন। অর্থাৎ ইন্দ্রই তত্তদ্রূপ হইয়া থাকেন। ইন্দ্র কেমন করিয়া সর্বরূপাপন্ন হন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন 'মায়াঃ কৃণ্বানঃ' মায়া শব্দের অর্থ অনেক রূপ গ্রহণ সামর্থ্য। অনেক-রূপগ্রহণ-সামর্থ্যোপেত মায়ার দ্বারা ইন্দ্র নিজ শরীরকে নানাবিধ রূপযুক্ত করিয়া থাকেন। ঋক্-সংহিতার ৪।৭।৩৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। এই মন্ত্রেও ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বহুরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রদ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এইমন্ত্রে 'মঘবা' পদের দ্বারা পরমেশ্বরকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। পরমেশ্বর স্বীয় ঐশ্বরিক মায়ার দ্বারা অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়া

থাকেন ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্যাদা। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর ইহাই ঋক্-মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, ঋক্-সংহিতাতে অধ্যাত্মচিন্তা নাই তাঁহারা এই মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন। বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা উপনিষদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা অনুবাদ করেন তাঁহারাও ঋক্-সংহিতার মন্ত্রই যে উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

সম্প্রতি আমরা সর্ববেদসার গায়ত্রী মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিব। এই গায়ত্রী মন্ত্র ঋক্ সংহিতার ৩।৪।১১ বর্গে অভিহিত হইয়াছে। এই গায়ত্রী মন্ত্র শুক্লযজুঃসংহিতায় দুইবার আম্নাত হইয়াছে। ইহা শুক্লযজুঃসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৫ মন্ত্র এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ের নবম মন্ত্র এবং সামসংহিতারও উত্তরার্চিকে ষষ্ঠ প্রপাঠকে তৃতীয় অর্ধপ্রপাঠকে দশম মন্ত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই গায়ত্রী মন্ত্র মধুমতী ঋকের সহিত মিলিতভাবে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ । ঋক্ সং ৩।৪।১০

আমরা প্রথমতঃ সায়ণভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অভিপ্রায় দেখাইব। 'যঃ' যে সবিতা দেব 'নঃ' আমাদের 'ধিয়ঃ' ধর্মাদিবিষয়া বুদ্ধিকে 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরণ করিয়া থাকেন 'তৎ' সেই সর্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'দেবস্য' প্রকাশাত্মক 'সবিতুঃ' সর্বান্তর্যামিরূপে প্রেরক জগৎস্রষ্টার পরমেশ্বরের আত্মভূত 'বরেণ্যং' সর্বপুরুষের উপাস্য এবং জ্ঞেয়রূপে সম্ভজনীয় 'ভর্গঃ' অবিদ্যা এবং তৎকার্যের ভর্জনকারী অর্থাৎ বিনাশকারী। এই 'ভর্গঃ' স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং ইহাই পরব্রহ্মাত্মক তেজ। 'ধীমহি' নিজের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যান করি। অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মাত্মক তেজই আমি এবং আমিই সেই পরব্রহ্মাত্মক তেজ এইরূপে ধ্যান করি। এই ব্যাখ্যাতে প্রথম 'তৎ' পদ সবিতার বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ 'তস্য দেবস্য সবিতুঃ' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

সায়ণভাষ্যে ব্যাখ্যানান্তর করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে 'তৎ' পদটি ভর্গের বিশেষণ। 'সবিতুঃ' সর্বান্তর্যামিরূপে সর্বপ্রেরক জগৎস্রষ্টা পর-

মেশ্বরের 'তৎ' তাদৃশ 'ভর্গঃ' অবিদ্যা ও তৎকার্যের ভর্জনকারী স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মক তেজ 'ধীমহি' আমরা ধ্যান করি। এই 'ভর্গঃ' কিরূপ ?—এই রূপ জিজ্ঞাসাতে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'যঃ' মন্ত্রে এই যৎপদ পুংলিঙ্গ রূপে নির্দিষ্ট হইলেও ক্লীবলিঙ্গ ভর্গশব্দের পরামর্শী হইয়াছে বলিয়া 'যঃ' পদকে 'যৎ' পদ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহাতে "যৎ ভর্গঃ" এইরূপ হইবে। যে ভর্গ 'নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ' আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরিত করে।

অথবা এই মন্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা সায়ণভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'যঃ যে সবিতা সূর্য 'ধিয়ঃ' কর্মসমূহকে 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরণ করে 'তৎ সবিতুঃ' সমস্তের প্রসবকর্তা সেই সবিতার অর্থাৎ সমস্ত জগতের প্রসবকর্তার 'দেবস্য' যিনি দ্যোতমান, প্রকাশমান সূর্য আর তাহা সকলের দৃশ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ— এবং এই প্রসিদ্ধি দ্যোতনের জন্য তৎ—শব্দ বলা হইয়াছে। 'বরেণ্যং' সর্বজন-কর্তৃক ভজনীয় 'ভর্গঃ' পাপনাশক তেজোমণ্ডল 'ধীমহি' ধ্যেয়রূপে মনের দ্বারা ধারণ করি।

অথবা এই মন্ত্রের ভর্গ শব্দের দ্বারা অন্ন অভিহিত হইয়াছে। "যঃ সবিতা দেবঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি" অর্থাৎ যে সবিতা দেব আমাদের ধীসমূহকে প্রেরিত করেন সেই সবিতা দেবের প্রসাদে 'ভর্গঃ' অন্নাদিরূপ ফল 'ধীমহি' আমরা ধারণ করি। সেই দেবের প্রসাদলব্ধ অন্নাদির আমরা আধারভূত হই। এস্থলে "ভর্গ" শব্দের অর্থ অন্ন গ্রহণ করা হইয়াছে এবং "ধী" শব্দের কর্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আর ইহার প্রতিপাদক অথর্ববেদের মন্ত্র প্রমাণ রহিয়াছে। "বেদাংশ্ছন্দাংসি সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য কবয়োঽন্নমাহুঃ। কর্মাণি ধিয়স্তদুতে প্রব্রবীমি প্রচোদয়ন্‌ৎসবিতা যাভিরেতি ॥"

এই গায়ত্রী মন্ত্রের ভগবচ্ছঙ্করাচার্যরচিত ভাষ্যের অভিপ্রায় আমরা এই স্থলে প্রদর্শন করিব। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—সর্বদেবাত্মা, সর্বশক্তি, সর্বাব-ভাসক, তেজোময় পরমাত্মার সর্বাত্মকত্ব প্রদর্শনের জন্য সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদক গায়ত্রী মহামন্ত্রের উপাসনাপ্রকার প্রতিপাদিত হইতেছে। এই গায়ত্রী-মন্ত্র প্রণব ও সপ্তমহাব্যাহৃতিযুক্ত হইয়া এবং গায়ত্রীশিরঃ সমেত হইয়া সর্ব-বেদের সাররূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। প্রণব, সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী শিরঃসংযুক্ত হইয়া প্রাণায়ামে উপাসিত হইয়া থাকেন এবং প্রণব ও ব্যাহৃতি-ত্রয়যুক্ত গায়ত্রীর অন্তভাগে প্রণবযুক্ত করিয়া জপাদির দ্বারা উপাসিত হইয়া

থাকেন। প্রণবাদিরহিত শুদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক। এজন্য গায়ত্রী বেদান্ত-মহাবাক্যের সমানার্থক হইয়া থাকে। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—'নঃ' 'অস্মাকম্' অর্থাৎ আমাদের 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিসমূহকে 'যঃ' যিনি 'প্রচোদয়াৎ'—প্রেরয়েৎ, প্রেরিত করিয়া থাকেন। সর্ববুদ্ধিসংজ্ঞক অন্তঃ-করণের প্রকাশক সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই 'প্রচো-দয়াৎ' শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মার স্বরূপভূত পরব্রহ্মই 'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি পদদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। "ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (গীতা ১৭।২৩)—এই গীতাবাক্য অনুসারে তচ্ছব্দদ্বারা প্রত্যক্স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। "সবিতুঃ" পদদ্বারা সৃষ্টিস্থিতিলয়ল-ক্ষণক সমস্ত প্রপঞ্চের সমস্ত দ্বৈত বিভ্রমের অধিষ্ঠানকে লক্ষিত করা হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষণার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'বরেণ্যং' সর্ববরণীয় নিরতিশয় আনন্দরূপ 'ভর্গ' অবিদ্যাদিদোষভর্জনাত্মক জ্ঞানৈকবিষয় 'দেবস্য' সর্বদ্যোতনাত্মক অখণ্ড চিদেকরস বস্তু ; "সবিতুর্দেবস্য" এই দুই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি 'রাহোঃ শিরঃ' ইত্যাদির মত ঔপচারিক অর্থাৎ অভেদার্থক। বুদ্ধ্যাদি সমস্ত দৃশ্যের সাক্ষী যে আমার স্বরূপ তাহাই সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্ত-সমস্তানর্থরূপ স্বপ্রকাশ চিদাত্মক ব্রহ্ম—এইরূপ 'ধীমহি' ধ্যায়েম অর্থাৎ আমরা ধ্যান করি। আর এইরূপ হইল বলিয়া ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্ম-বিবর্ত জড় প্রপঞ্চের রজ্জু সর্পন্যায়ে অপবাদে সামানাধিকরণ্যরূপ একত্ব প্রদর্শিত হইল। "সোহয়মিতি' ন্যায়ানু-সারে সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যরূপ একত্ব সিদ্ধ আর তাহাতে সর্বাত্মক ব্রহ্মবোধকই গায়ত্রীমন্ত্র হইয়া থাকে।

ততঃপর শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে—সপ্তব্যাহৃতির অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—(১) 'ভূঃ'—ভূ শব্দের অর্থ সন্মাত্র, (২) 'ভুবঃ'—সমস্ত বস্তুকে যিনি ভাবিত করেন, প্রকাশিত করেন তিনিই ভুবঃ। এতদ্দ্বারা চিদ্রূপত্ব বলা হইয়াছে। (৩) স্বঃ—সুব্রিয়তে এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্বজীবের দ্বারা ব্রিয়মাণ বস্তুই স্বঃ। এতদ্দ্বারা সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে। (৪) মহঃ—'মহীয়তে পূজ্যতে' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্বপূজ্য, সর্বাতিশায়ী বলা হইয়াছে। (৫) জনঃ—জনয়তি এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে "জনঃ" শব্দের দ্বারা সকলের কারণত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। (৬) 'তপঃ'—'তপ' শব্দের দ্বারা সর্বতেজোরূপত্ব বলা হইয়াছে। (৭) 'সত্যম্'—সত্য শব্দের দ্বারা যাহা

পারমার্থিক অর্থাৎ সর্ববাধারহিত তাদৃশ বস্তুকে বলা হইয়াছে। ততঃপর ভাষ্যে বলা হইয়াছে, লোকে যাহা যাহা সদ্রূপ বস্তু সমস্তই ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মাত্মা সচ্চিদ্রূপ। ভূঃ প্রভৃতি সমস্ত লোক ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মাত্মক। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। এজন্য ব্যাহৃতিগুলিও সর্বাত্মক ব্রহ্মেরই বোধক। আর পূর্বে যে গায়ত্রীশিরের কথা বলা হইয়াছে সেই গায়ত্রীশির মন্ত্রেরও এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'আপঃ'—আপ্নোতি এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সর্বব্যাপক বস্তুর নির্দেশ করা হইয়াছে। 'জ্যোতিঃ' এই শব্দের দ্বারা প্রকাশ-রূপতার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'রসঃ' এই শব্দের দ্বারা সর্বাতিশয়ত্ব বলা হইয়াছে। 'অমৃতম্' এই শব্দের দ্বারা মরণাদিসংসারনির্মুক্তত্ব উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা—সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকাশক, সর্বোৎকৃষ্ট, নিত্যমুক্ত আত্মরূপ সচ্চিদানন্দাত্মক ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্ম,—সেই ব্রহ্মই আমি— ইহাই গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ।

গুহাশয়ব্রহ্ম হুতাশনোঽহম্
কর্ত্রে্দমংশাখ্যহবির্হুতং সৎ।
বিলীয় তেনেদমহং ভবানী—
ত্যেষপ্রকারস্তু বিভিদ্যতেঽত্র ॥ ১ ॥
যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপম্
নান্যত্ততো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাবসম্বিৎ প্রবিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যং গ্রহীতেতি মৃষৈব কল্পনা ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গায়ত্রীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

এই শ্লোক দুইটির অভিপ্রায়—বুদ্ধিগুহার অভ্যন্তরে ব্রহ্ম হুতাশন রূপে আমি অবস্থিত আছি। এই হুতাশনে আমিরূপ কর্তার দ্বারা ইদমংশরূপ হবিঃ আহুত হইয়া বিলীন হইয়া থাকে; আর তাহাতে বুদ্ধিগুহাস্থিত ব্রহ্ম হুতাশনরূপে আমিই স্থিত থাকি। আর এই কথাই গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ যাহা কিছু আছে আর যাহা কিছু প্রকাশ-মান সমস্তই আত্মস্বরূপ। এই আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশমানও

নহে, অস্তিত্ববানও নহে। কেবল স্ব স্বরূপ সম্বিৎই ভাসমান হয়। আর গ্রাহ্য-গ্রাহক রূপ যাহা ভাসমান হয় তাহা মিথ্যা কল্পনা ॥ ২ ॥ ভগবচ্ছঙ্করাচার্য প্রণীত গায়ত্রীভাষ্য সমাপ্ত ॥

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূরজসো বিমানো জস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥
(ঋক্ সং ৩।১।২৭)

এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ অগ্নি অর্থাৎ অগ্নি পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া দুইটি ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা নিজের সর্বাত্মকত্ব অনুভব আবিষ্কার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সমস্ত জগৎ ভোক্তৃভোগ্যভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। এই বিশ্ব জগতের এক অংশ ভোগ্য ও অপরাংশ ভোক্তা। ইহাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"এতাবদ্ বা ইদম্ অন্নঞ্চৈব অন্নাদশ্চ। সোম এব অন্নমগ্নিরন্নাদঃ।" এই শ্রুতিতে জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলা হইয়াছে। এই অগ্নি ও সোমই যথাক্রমে অন্নাদ ও অন্ন নামে ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। ভোগ্যবস্তু মাত্রই অন্ন অর্থাৎ সোম এবং ভোক্তা মাত্রই অন্নাদ অর্থাৎ অগ্নি। এইরূপে অগ্নীষোমাত্মক জগৎ হইয়া থাকে। সকল ভোক্তৃবর্গরূপে অন্নাদ অগ্নি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। আর ইনিই অগ্নি, বায়ু, আদিত্যরূপে ত্রিধা ভিন্ন হইয়া পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। আর এই কথাই বাজসনেয়কে বলা হইয়াছে—"স ত্রেধা আত্মানং ব্যভজৎ। আদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ম্।" ইহার অভিপ্রায়—আদিত্য বায়ু ও অগ্নিরূপে ত্রিধা ভিদ্যমান হইয়া দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোকের অধিষ্ঠাতা হইয়া অবস্থিত আছেন। এই সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ অগ্নি বলিতেছেন—'অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ।' সেই অগ্নি আমি জন্মদ্বারাই জাতবেদা হইয়াছি। ইহার অভিপ্রায় শ্রবণ-মননাদি সাধন-নিরপেক্ষভাবেই স্বভাবতঃ সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ হইয়াছি। 'ঘৃতং মে চক্ষুঃ' যাহা এই সমস্ত বিশ্বের প্রকাশক, আমার স্বভাবভূত প্রকাশাত্মক চক্ষু তাহা ঘৃত। 'অমৃতং মে আসন্' অত্যন্ত দীপ্ত, অমৃত কর্মফল—দিব্য অদিব্য বিবিধ বিষয় ভোগাত্মক অমৃত 'মে' 'মম আসন্ আস্যে বর্ততে' অর্থাৎ আমি সর্বভোক্তৃবর্গরূপে অবস্থিত বলিয়া

সমস্ত কর্মফল অর্থাৎ ভোগ আমার 'আস্যে' অর্থাৎ আমার মধ্যে অবস্থান করে। এইরূপ অগ্নি নিজের পৃথিবীলোকের অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রতিপাদন করিয়া বায়ুরূপে অন্তরিক্ষ লোকের অধিষ্ঠাতৃত্ব বলিতেছেন। 'অর্কস্ত্রিধাতুঃ—অর্কঃ' জগৎস্রষ্টা প্রাণ। জগৎস্রষ্টা প্রাণকেই শ্রুতিতে অর্ক বলা হইয়াছে—বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে "সোর্চন্নচরৎ। তস্যার্চত আপোজায়ন্ত। অর্চতে বৈমেকমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্। (বৃঃ ১।২।১)। 'ত্রিধাতুঃ'—সেই প্রাণরূপ আমি তিনরূপে আত্মাকে বিভক্ত করিয়া বায়ুরূপে 'রজসো বিমানঃ—রজসঃ' অন্তরিক্ষস্য 'বিমানঃ' বিমাতা অধিষ্ঠাতা 'অস্মি' আমি বায়ুরূপে অন্তরিক্ষ লোকের অধিষ্ঠাতা হইয়াছি। এইরূপ আদিত্যরূপে দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতৃত্ব বলিতেছেন—'অজস্রো ঘর্মঃ'—'অজস্রঃ' অনুপক্ষীণ ঘর্ম, 'ঘর্মঃ' প্রকাশাত্মা। অর্থাৎ আমিই বিনাশরহিত প্রকাশাত্মারূপে দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা আদিত্য হইয়াছি। এইরূপে অগ্নি নিজের সর্বভোক্তৃরূপ অনুসন্ধান করিয়া সর্বভোগ্য-রূপতার অনুসন্ধান করিতেছেন। 'হবিরস্মি নাম—হবিঃ' ভোগ্যমাত্র হবিঃ শব্দ প্রতিপাদ্য—প্রসিদ্ধ ভোগ্যবস্তু মাত্রই 'অহমেবাস্মি' আমিই হইয়াছি। অর্থাৎ সমস্ত ভোক্তৃরূপও আমি, সমস্ত ভোগ্যরূপও আমি।

এই মন্ত্রের অন্য অর্থও ভাষ্যকার সায়ণাচার্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ' আমি অগ্নি। অগ্নি শব্দের অর্থ দেবগণের হবিঃ প্রাপয়িতা। আমি জন্মমাত্রেই জাতবেদাঃ জাতজ্ঞান হইয়াছি। অর্থাৎ উৎপত্তি মাত্রেই আমি সর্বজ্ঞ হইয়াছি। অথবা 'জাতং সর্বং স্বাত্মরূপতয়া বেত্তীতি জাতবেদাঃ সর্বাত্মক ইত্যর্থঃ। ইহার অভিপ্রায় সমস্ত বস্তুকেই যিনি স্বাত্মরূপে অবগত আছেন তিনিই সর্বাত্মা অর্থাৎ জাতবেদা। 'ঘৃতং মে চক্ষুঃ' যাহা প্রসিদ্ধ ঘৃত তাহাই আমার চক্ষুঃস্থানীয়। যেমন লোকে চক্ষু সমস্ত বস্তুর ভাসক হয় এইরূপ ঘৃতও আমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আমার জ্বালা অর্থাৎ শিখা উৎপাদন করে। আর তদ্দ্বারা সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়। এজন্য ঘৃতকে অগ্নির চক্ষু বলা হইয়াছে। 'অমৃতং মে আসন্' প্রভারূপ অমৃত অবিনাশি জ্যোতিঃ আমার আস্যে অবস্থান করে। 'অর্কস্ত্রিধাতুঃ' প্রাণ, অপান, ব্যান, এইরূপ ত্রিবিধ ভাবে বর্তমান অর্ক, অর্চনীয় প্রাণ যাহা প্রসিদ্ধ আছে তাহাও আমি। 'রজসো বিমানঃ রজসঃ অন্তরিক্ষস্য বিমানঃ বিশেষেণ মাতা পরিচ্ছেত্তা'—ইহার অভিপ্রায় রজোনামক অন্তরিক্ষ লোকের

বিশেষরূপে পরিচ্ছেত্তা বায়ুও আমিই বটে। 'অজস্রো ঘর্মঃ' নিরন্তর সন্তাপকারী সূর্যও আমি। 'হবিরস্মি নাম' অর্থাৎ আজ্য-পুরোডাশাদিরূপ যাহা প্রসিদ্ধ হবিঃ—এই হবির্দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত বস্তু—আমিই হইয়া থাকি। ইহাই শ্রুতিতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা ৩।১৪।১) বলা হইয়াছে। এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর তাহাতে অগ্নির পরব্রহ্মরূপতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এই কথা অন্য মন্ত্রেও বলা হইয়াছে—"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।"
(কঠ ২।৫।৯)

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি—সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ অগ্নি দুইটি ঋক্-মন্ত্র দ্বারা নিজের সর্বাত্মকতার অনুভব আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রদর্শন করা হইল। দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই—

ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনুপ্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ॥

'হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্' সর্বাত্মক অগ্নি 'হৃদা' অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা 'মতিং' মননীয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশরূপং পরব্রহ্মাখ্যং তেজঃ-স্বপ্রকাশরূপ পরব্রহ্মাখ্য তেজকে 'অনুপ্রজানন্' শ্রবণমননাদি ক্রমে প্রকৃষ্টভাবে সংশয়-বিপর্যাস ভাবনাবুদ্ধি নিরাস দ্বারা স্বাত্মরূপে জানিয়া 'ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ অপুপোৎ' 'পবিত্রৈঃ' পাবনস্বরূপ 'ত্রিভিঃ' অগ্নিবায়ুসূর্যরূপে 'অর্কং' অর্চনীয় নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বাত্মাকে 'অপুপোৎ হি' অগ্নিবায়ু সূর্য হইতেও নির্মল বলিয়া পাবন স্বাত্মচৈতন্যকে নিশ্চয় করিয়া ছিলেন; যেমন দশা পবিত্র দ্বারা সোমরসকে পবিত্র করা হয় সেইরূপ অগ্নি-বায়ু সূর্য হইতে নির্মলতম ব্রহ্ম-চৈতন্যকে স্বাত্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি 'বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিঃ'—'বর্ষিষ্ঠম্' উত্তম স্বাত্মাকে 'স্বধাভিঃ স্বেন লোকান্ দধাতীতি স্বধা' স্বস্বরূপের দ্বারা লোক সকলকে যাঁহারা ধারণ করেন তাঁহারা স্বধা অর্থাৎ অগ্নি-বায়ু-সূর্য। ইঁহাদের দ্বারা 'রত্নম্ অকৃত' রমণীয় বস্তুকে করিয়াছিলেন। 'আদিৎ অনন্তর অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে পরে 'দ্যাবা পৃথিবী পর্যপশ্যৎ'—দ্যুলোক ও ভূলোক আত্মাতে পরিকল্পিত—দ্যুলোক ভূলোক শব্দদ্বারা সমস্ত জগৎ উপলক্ষিত হইয়াছে—

অর্থাৎ সমস্ত জগৎ 'পরি' পরিতঃ সর্বতঃ 'অপশ্যৎ' আত্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (বৃ, ৪।৫।৬)।

এই দুইটি মন্ত্রের অর্থ আলোচনা করিলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯) এই শ্রুতির অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই সংহিতার মন্ত্রভাগে বলা হইয়াছে। সুতরাং অগ্নির উপাসনাও ব্রহ্মেরই উপাসনা বটে। এইজন্য যাজ্ঞিকেরা কর্মকাণ্ডে যে অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকেন ইহাও ব্রহ্মেরই উপাসনা। আর এ কথা আমরা "অস্যবামীয়" সূক্তে "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছি।

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্॥

ঋক্ সং ৩।৬।১৬

"গর্ভে নু সন্" এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে বলা হইয়াছে—'তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্······নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ'। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—ভগবান্ বামদেব মাতৃগর্ভে স্থিত হইয়াই এই মন্ত্রটি দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা মন্ত্রসংহিতা ও উপনিষদের অত্যন্ত ভেদ মনে করেন আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি ঐতরেয় উপনিষদের এই বাক্যের ও ঋক্‌সংহিতার এই মন্ত্রটির প্রতি আকর্ষণ করি। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—অত্রৈষঃ শ্লোকঃ পঠ্যতে—

শ্যেন-ভাবং সমাস্থায় গর্ভাদ্ যোগেন নিঃসৃতঃ।
ঋষির্গর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রূতে গর্ভে নু সন্নিতি॥

ইহার অভিপ্রায়—এই মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতৃগণ এ স্থলে এই শ্লোকটি পাঠ করেন। ভগবান্ বামদেব শ্যেনপক্ষীর মত অপ্রতিহতগতি হইয়া যোগাবলম্বনপূর্বক মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন এবং বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে শয়ান থাকিয়াই "গর্ভে নু সন্" এই মন্ত্রটি দর্শন করিয়াছিলেন। 'গর্ভে নুসন্' গর্ভেই বিদ্যমান থাকিয়া 'অহং বামদেবঃ'

আমি বামদেব 'এষাং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা অবেদম্' এই ইন্দ্রাদি দেবগণের 'বিশ্বা' সমস্ত 'জনিমানি জন্মানি অনু অবেদম্' আনুপূর্ব্যেণ-অজ্ঞাসিষম্'—অর্থাৎ আমি সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের সমস্ত জন্মাদি আনুপূর্বীক্রমে জ্ঞাত হইয়াছিলাম—অর্থাৎ পরমাত্মা হইতেই সমস্ত দেবতারা উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা জানিয়াছিলাম। 'শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্' আমার তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পূর্বে 'শতং' অসংখ্যাত 'আয়সীঃ' অয়োময় অর্থাৎ লৌহময় 'পুরঃ' শরীরাণি 'মাম্' অরক্ষন্, আমাকে রক্ষা করিয়াছিল অর্থাৎ আমার তত্ত্বজ্ঞান উদয় হওয়ার পূর্বে লৌহময় পুরের মত অভেদ্য অসংখ্য শরীর আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে আমি শরীর হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানিতে না পারি। এই-রূপে অভেদ্য শরীরগুলি আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। অর্থাৎ আমি অসংখ্য শরীর লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন স্থলেই আমি শরীরব্যতিরিক্ত ইহা জানিতে পারি নাই। 'অধ' অধুনা 'শ্যেনঃ শ্যেনবৎস্থিতঃ' অর্থাৎ সম্প্রতি আমি শ্যেনপক্ষীর মত স্থিত হইয়া 'জবসা নিরদীয়ম্' 'জবসা' 'বেগেন' 'নিরদীয়ম্ শরীরাৎ নিরগমম্ অনাবরণমাত্মানং জানন্ নির্গতোহস্মি ইত্যর্থঃ'। ইহার অভিপ্রায় অধুনা আমি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত লইয়া শ্যেনপক্ষীর মত অপ্রতিহত গতিতে শরীর হইতে নির্গত হইয়াছি। অর্থাৎ আত্মা অনাবরণ ব্রহ্মস্বরূপ ইহা আমি জানিয়াছি। এই মন্ত্রটির অর্থ আলোচনা করিলে জীবের পুনর্জন্ম সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা মনে করেন—বেদের মন্ত্রভাগে পুনর্জন্মের কথা নাই, ইহা উপনিষদাদিতে পরবর্তীকালে সংকলিত হইয়াছে তাঁহারা এই মন্ত্রের 'অর্থের' প্রতি লক্ষ্য করিলে উপকৃত হইবেন।

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুননেয়ন্ন্যঞ্জেহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥

ঋক্ সং ৩।৬।১৫।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—"অহং মনুরভবম্" ইত্যাদি সাতটি ঋক্-মন্ত্রসমন্বিত একটি সূক্ত। এই সূক্তের দ্রষ্টা ভগবান্ বামদেব। এই সূক্তের ভাষ্যের প্রারম্ভে সায়ণ বলিয়াছেন—"অহং মনুরিত্যা-দ্যাভিস্তিসৃভিরাত্মানমিন্দ্ররূপেণ বামদেবঃ স্তুতবান্। যদ্বা ইন্দ্র এবাত্মানং

স্তুতবান্। অতো বামদেববাক্যপক্ষে বামদেবঋষিঃ, ইন্দ্রো দেবতা। ইন্দ্রবাক্যপক্ষে তু ইন্দ্র ঋষিঃ, পরমাত্মা দেবতা।" ইহার অভিপ্রায়—"অহং মনুরভবম্" ইত্যাদি তিনটি ঋক্-মন্ত্রের দ্বারা বামদেব নিজেকে ইন্দ্ররূপে স্তুতি করিয়াছেন। অথবা ইন্দ্রই নিজেকে পরমাত্মরূপে স্তুতি করিয়াছেন। বামদেব-বাক্য-পক্ষে এই মন্ত্রের ঋষি বামদেব এবং দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্রবাক্যপক্ষে ইন্দ্রই ঋষি, পরমাত্মা দেবতা। এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—এই সূক্তের প্রারম্ভিক তিনটি মন্ত্রে বামদেব মাতৃগর্ভে স্থিত হইয়া উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছিলেন। বামদেব নিজের ব্রহ্মাত্মতা অনুভব করিয়া নিজের অনুভবকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের ব্রহ্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অহম্' আমি বামদেব 'মনুরভবম্' সমস্ত বস্তুর মন্তা, মননকর্তা, প্রজাপতি আমি। 'সূর্যশ্চ' আমি সূর্যরূপ—সমস্তের প্রেরক সবিতা আমি। 'অহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ'—'বিপ্রঃ' মেধাবী 'কক্ষীবান্ দীর্ঘতমার পুত্র' এতৎসংজ্ঞক ঋষিও আমিই। 'অহং কুৎসমার্জুনেয়ন্যৃঞ্জে'—'আর্জুনেয়ম্' আর্জুনীর পুত্র, কুৎস নামক ঋষি আমিই। 'ন্যৃঞ্জে' নিতরাং প্রসাধয়ামি—কুৎস নামক ঋষিকে আমি প্রসাধিত করিয়াছি। 'অহং কবিরুশনা পশ্যতা মা'—'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'উশনা' এতন্নামক ঋষিও আমি। এই সমস্ত প্রদর্শন উপলক্ষণ। পরমার্থদৃষ্টিতে সমস্তই আমি। 'পশ্যতা মা' হে মনুষ্যগণ, তোমরা সর্বাত্মক আমাকে দর্শন কর এবং তোমরাও আমারই মত নিজের স্বরূপকে অনুভব কর। অর্থাৎ নিজের সর্বাত্মকতা দর্শন কর। এই মন্ত্রে বামদেব ব্রহ্মাত্মতা দর্শন করিয়া সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে স্থিত হইয়া নিজের সর্বাত্মকতার অনুভব এই মন্ত্রদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—এই মন্ত্রটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহংমনুরভবং সূর্যশ্চেতি।" (ঋক্ সং ৩/৬/১৫)। এই উপনিষদ্বাক্যের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"অস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্বভাবাপত্তিঃ ফলম্ ইত্যেতস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে মন্ত্রানুদাহরতি শ্রুতিঃ। কথম্। তদ্ ব্রহ্মৈতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশ্যন্ এতস্মাদেব ব্রহ্মণো দর্শনাদ্ ঋষির্বামদেবাখ্যঃ প্রতিপেদে হ প্রতিপন্নবান্ কিল। স এতস্মিন্ ব্রহ্মাত্মদর্শনে অবস্থিত এতান্ মন্ত্রান্ দদর্শ "অহং মনুরভবং সূর্যশ্চে"ত্যাদীন্। তদেতদ্ ব্রহ্ম পশ্যন্নিতি ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃশ্যতে। অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেত্যাদিনা সর্বভাবাপত্তিং ব্রহ্ম-

বিদ্যাফলং পরামৃশতি। পশ্যন্ সর্বাত্মভাবং ফলং প্রতিপেদে ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাৎ ব্রহ্মবিদ্যাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি। ভুঞ্জানস্তৃপ্যতি ইতি যদ্বৎ"। বৃহদারণ্যকে ইহার পূর্বে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ। (বৃ. ১/৪/১০)।' ইহার অভিপ্রায়—ব্রহ্মই সমস্ত জীবরূপে অবস্থিত হইয়া আছেন। এই জীবরূপে অবস্থিত ব্রহ্মই "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আর তাহাতেই নিজের আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে স্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মই স্বাবিদ্যাবশতঃ জীবভাবপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইয়াছেন। এই জীবই নিজের ব্রহ্মাত্মতা অনুভব করিয়া অবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্বক সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" মহাকাব্যই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশরূপ। এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল সর্বভাবাপত্তি অর্থাৎ সর্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপত্তি। ইহাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন। এই উপনিষৎ স্বীয় সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য মন্ত্রসমূহ উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। সেই মন্ত্রসমূহের মধ্যে "অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" এই প্রতীকমাত্রের নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি—এই বামদেব সূক্তে সাতটি মন্ত্র আছে। সেই সাতটি মন্ত্রের প্রথম তিনটি দ্বারা বামদেব ঋষি নিজের ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য শাঙ্করভাষ্যে 'মন্ত্রান্ উদাহরতি' এইরূপে বহুবচন দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদে যে মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছে সেই উদাহৃত মন্ত্রের অভিপ্রায় প্রশ্নপূর্বক ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাঙ্করভাষ্যে 'কথম্' বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম এই আত্মাকে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ দর্শন করিয়া—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মতাদর্শনের প্রভাবে ঋষি বামদেব—সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষি বামদেব এই ব্রহ্মাত্মদর্শনে অবস্থিত হইয়া এই মন্ত্রগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। "অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" ইত্যাদি। উপনিষদে যে "তদ্ধৈতৎ" বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃষ্ট ও "অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" ইত্যাদি দ্বারা সর্বভাবাপত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ফল পরামৃষ্ট হইয়াছে। "পশ্যন্ সর্বাত্মভাবং ফলং প্রতিপেদে"—এইরূপ নির্দেশ করায় ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন-সাধ্য মোক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার ফল সর্বভাবপ্রাপ্তি সমকালেই হইয়া থাকে—ইহাই প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি "পশ্যন্ প্রতিপেদে" এইরূপ দৃশ্ ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন "ভুঞ্জানস্তৃপ্যতি" এইরূপ লৌকিক প্রয়োগে ভোজনসমানকালীন তৃপ্তি

প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও ঋক্‌সংহিতাতে যে বলা হইয়াছে—"অমিই মনু হইয়াছি, আমিই সূর্য হইয়াছি" ইত্যাদি প্রয়োগে 'আমি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় 'আমি' শব্দপ্রতিপাদ্য জীব মনু বা সূর্য হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে 'আমি' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। এইজন্য উপনিষদে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি" বলা হইয়াছে। জীবাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্মই বটে। এইরূপ উপনিষদে যে স্থলে 'আমি' পদদ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুর ব্রহ্মরূপতা বা সর্বাত্মকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেই সমস্ত স্থলেই 'আমি' পদের অর্থ শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্মই বটে। আর এই কথা ব্রহ্মসূত্রে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (১।১।৩০) সূত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সূত্রাবয়ব "বামদেববৎ" ইহার ব্যাখ্যাতে "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি" বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা নাই এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা-নিতান্তই ভ্রান্ত। ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রই উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে ও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা না থাকিলে উপনিষদ্‌ভাগেও তাহা থাকিত না। মন্ত্রে আছে বলিয়াই উপনিষদ্‌ভাগে আছে। অধ্যাত্ম-বিদ্যা বেদের মন্ত্রভাগ রচিত হইবার পরে আমদানী করা হইয়াছে এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা বিশেষ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই এইরূপ বলেন। এবং সাধারণবুদ্ধির লোকও তাঁহাদের কথাই বিশ্বাস করেন। এই নিদারুণ ভ্রান্তির নিবারণের জন্য আমরা 'বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা' প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। আরও কথা, যাঁহারা উপনিষদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং অনুবাদ প্রভৃতি করেন তাঁহারাও উপনিষদে যে পুনঃ পুনঃ ঋগাদি সংহিতার মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। এইজন্যই এই দুরুচ্ছেদ্য ভ্রান্তিধারার কখনও নিবৃত্তি হইবে না।

এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র—

অহংভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপোঅনয়ং বাবশানা মম দেবাসো অনুকেতমায়ন্॥ ঋক্ সং. ৩।৬।১৫

ভাষ্য-ভাবার্থ—আমি আর্য্যকে অর্থাৎ মনুকে এই পৃথিবী দান করিয়াছি। আদি সম্রাট্ মনু তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর তাঁহাকেও আমিই এই পৃথিবী দান করিয়াছি। 'দাশুষে—হবির্দত্তবতে মর্ত্যায় মনুষ্যায়' অর্থাৎ যে মনুষ্য ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করেন সেইরূপ যজমানকে, শস্যাদির বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিরূপজল আমিই প্রদান করি। 'বাবশানাঃ—শব্দায়মানা অপঃ উদকানি অর্থাৎ আমিই শব্দায়মান জল-সমূহকে—সশব্দে প্রবহমান জল সমূহকে—সমস্ত প্রদেশে প্রেরণ করি। বহ্যাদি দেবতারাও 'মম কেতং—মম সঙ্কল্পম্ অন্বায়ন্ অনুযন্তি। আমার সঙ্কল্পের অনুবর্তন করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে সমস্ত পার্থিব ব্যাপার আমার অধীন বলা হইয়াছে। কেবল নিদর্শনের জন্য ২।৩টি ব্যাপারের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে প্রাপ্ত ব্রহ্মভাব বামদেব সমস্ত ঐশ্বর ব্যাপারকে নিজের ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর এজন্যই বৃহদারণ্যকোপনিষদে "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে" বলা হইয়াছে। ততঃ পর এই স্থলেই বলা হইয়াছে "তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।" ইহার অভিপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে যে কেবল বামদেব ঋষিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু আজও যদি কেহ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারেন তবে তিনিও বামদেবের মতই সর্বাত্মভাব লাভ করিতে পারিবেন। এবং বহ্যাদি দেবতারাও তাহার সর্বাত্মভাবের প্রতিবন্ধন করিতে পারিবেন না। আর এই কথাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"মম দেবাসো অনুকেতমায়ন্"। ব্রহ্মবিদ্যার যে মহিমা বলা হইয়াছে মানুষের এতদপেক্ষা আশ্বাসনের কথা আর কিছু হইতে পারে না।

এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র—

অহং পুরোমন্দসানোব্যৈরং নব সাকন্নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমং বেশ্যং সর্বতাতাদিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্॥ ঋক্.

সং—৩।৬।১৫

ভাষ্য-ভাবার্থ—'অহং'-আমি বামদেব বা ইন্দ্র 'মন্দসানঃ'—সোমেন মাদ্যন্-সোমরস পান করিয়া হৃষ্ট বা উদ্দীপ্ত হইয়া শম্বরাসুরের নবনবতি সংখ্যক অর্থাৎ ৯৯টি পুর সাকম্—যুগপৎ ব্যৈরম্—অধ্বংসয়ম্ যুগপৎ ধ্বংস করিয়াছি।

এবং শম্বরাসুরের শততম পুর দিবোদাস নামক রাজর্ষির প্রবেশ যোগ্য করিয়াছি। অর্থাৎ দিবোদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছি। সর্বতাতা 'সর্বতাতৌ—যজ্ঞে' অতিথিগ্বম্—অতিথীনামভিগন্তারং দিবোদাসং যৎ—যদা, আবম্—অপালয়ম্। যে দিবোদাস স্বীয়যজ্ঞে সমাগত অতিথিগণের সৎকারকারী সেই দিবোদাসকে যখন আমি পালন করিয়াছি তখন শম্বরাসুরের নবনবতি সংখ্যক পুর আমি বিধ্বংস করিয়াছি। ইন্দ্র কর্তৃক শম্বরাসুরের নবনবতি সংখ্যক পুর বিনাশের কথা ঋক্-মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে এবং মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ ইন্দ্র অসুরগণের শত্রু ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে বামদেব সর্বাত্মভাব সাক্ষাৎকার করিয়া ইন্দ্রকর্মও আমারই কর্ম এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২।৪।৭ অনুবাকে একটি ঋক্-মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্যা সংভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান। ঋতস্য ব্রহ্ম প্রথমোত জজ্ঞে, তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ॥ এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন—হে জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধতম প্রজাপতি প্রভৃতি! তোমরা শোন জ্ঞান ঐশ্বর্যাদি বীর্য সমূহ যাহা তোমাদের মধ্যে সম্ভৃত হইয়াছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম সম্পাদন করিয়াছেন। এজন্যই গীতাতে বলা হইয়াছে "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্" ॥ গীতা—(১০।৪১)। আরও কথা যিনি জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধতম ব্রহ্ম তিনিই 'অগ্রে'—আদিকালে 'দিবমাততান' অর্থাৎ দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধিক কি যাহা ঋত-সত্য সর্বকারণ কারণ বস্তু তাহাদের মধ্যেও ব্রহ্মই প্রথম স্বমহিমা দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান হইয়াছিলেন। এবম্ভূত ব্রহ্মের সহিত কে স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান বা ব্রহ্ম হইতে অধিক কেহ নাই। এই ঋক্-মন্ত্রে সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের বলা হইয়াছে। এজন্য বামদেব বা ইন্দ্র যে শম্বরাসুরের ৯৯টি নগর বিধ্বংস করিয়াছিলেন ও দিবোদাস রাজর্ষিকে শম্বরাসুরের ১০০তম নগর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও ব্রহ্মের শক্তি বশতঃই করিয়াছিলেন। এজন্য প্রাপ্ত ব্রহ্মভাব বামদেব আমিই করিয়াছি এইরূপ বলিয়াছেন। কেন-উপনিষদের ৩য় খণ্ডে ও ৪র্থ খণ্ডে এই কথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অগ্ন্যাদি সমস্ত দেবতার সামর্থ্যও ব্রহ্মেরই সামর্থ্য। ব্রহ্মের সামর্থ্য ব্যতীত অগ্ন্যাদি দেবতাদিগের কোনও সামর্থ্য নাই। এজন্য প্রাপ্ত-ব্রহ্মভাব বামদেবের কার্যও ব্রহ্মেরই কার্য। সুতরাং দেখা

যাইতেছে যে ব্রাহ্মণেও উপনিষদে ব্রহ্মের যে মহিমা বলা হইয়াছে প্রদর্শিত ঋক্-সংহিতার মন্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সর্বাত্মভাব প্রাপ্তি ব্রহ্মসূত্রে "ব্রাহ্মেণ জৈমিনি-রুপন্যাসাদিভ্যঃ" (ব্র. সূ ৪।৪।৫) এই সূত্রে বিচারিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকেও সুরেশ্বরাচার্য ব্রহ্মবিৎপুরুষের দ্বিবিধরূপ বর্ণন করিয়াছেন "সোপাধি-র্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনু-পাধিকঃ॥ জক্ষৎক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্ত ইতিসোপাধিকস্তু। ছান্দোগ্যে সর্ব-কামাপ্তিঃ সার্বাত্ম্যাৎ স্পষ্টমীরিতা॥ সোপাধিক ব্রহ্মবিৎ নিজেকেই সর্বাত্মক দর্শন করেন। আর ইহাই প্রদর্শিত মন্ত্র ত্রয়ে বলা হইয়াছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাভারতের মোক্ষধর্ম পর্বের ৩০৭ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এই সোপাধিক ব্রহ্মভাবের কথা সুস্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও এই সোপাধিকও নিরুপাধিক ব্রহ্মবিদের কথা বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক ২য় অধ্যায়ের ১৫শ খণ্ডের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন "তস্মিন্নেতস্মিন্ সর্বাত্মভূতে ব্রহ্মবিদি সর্বাত্মনি সর্বং জগৎ সমর্পিতম্ ইত্যেতস্মিন্ অর্থে দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে। তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্বে সমর্পিতা ইতি প্রসিদ্ধোঽর্থঃ। এবমেবাস্মিন্ আত্মনি পরমাত্মভূতে ব্রহ্ম-বিদি সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানি সর্বে দেবা অগ্ন্যাদয়ঃ সর্বে লোকা-ভূরাদয়ঃ সর্বে প্রাণা বাগাদয়ঃ সর্বে এত আত্মানো জলচন্দ্রবৎ প্রতিশরীরানু-প্রবেশিনোঽবিদ্যাকল্পিতাঃ। সর্বং জগদস্মিন্ সমর্পিতম্। যদুক্তং ব্রহ্মবিদ্ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহংমনুরভবং সূর্যশ্চেতি। স এষ সর্বাত্মভাবো ব্যাখ্যাতঃ। স এষ বিদ্বান্ ব্রহ্মবিৎ সর্বোপাধিঃ সর্বাত্মা সর্বো ভবতি। নিরুপাধি-র্নিরুপাখ্যোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনোঽজোঽজরোঽমৃতোঽভয়ো-ঽচলো নেতি নেতি অস্থূলোঽনণুরিত্যেবং বিশেষণো ভবতি। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৫) ইহার অভিপ্রায়—সর্বাত্মভূত ব্রহ্মবিৎ সর্বাত্মক। এই ব্রহ্মবিতে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন রথনাভিতেও রথনেমিতে অর সমস্ত সমর্পিত থাকে এইরূপ পরমাত্মভূত ব্রহ্মবিতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমস্তভূত, অগ্ন্যাদি সমস্ত দেবতা ভূরাদি সমস্ত লোক, এবং বাগাদি সমস্ত প্রাণ এবং জলচন্দ্র-ন্যায়ে অবিদ্যাকল্পিত প্রতিশরীর প্রবেশী সমস্ত আত্মা, সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে।

বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবিৎ বামদেবের কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিৎ বামদেব ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ব্রহ্মবিৎ-এর সর্বাত্মভাব প্রাপ্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিৎ সর্বোপাধি ও নিরুপাধি ভেদে দ্বিবিধ। সমস্ত কল্পিত দ্বৈতের সহিত তাঁহার অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্মকে স্বাত্মরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মবিৎ সর্বোপাধিরূপে স্থিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মবিতের এই সপ্রপঞ্চরূপ অবিদ্বৎ পুরুষের দৃষ্টি অনুসারেই বুঝিতে হইবে। বিদ্বদ্ দৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্মবিৎ নিষ্প্রপঞ্চরূপ। আর ইহাই ভাষ্যে বলা হইয়াছে—"নিরুপাধির্নিরুপাখ্যোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ"। ব্রহ্মবিৎকে নিরুপাখ্য বলার অভিপ্রায় এই যে উপাখ্যা শব্দের অর্থ শব্দ ও জ্ঞান ; যাহা শব্দের ও জ্ঞানের অবিষয় তাহাকেই নিরুপাখ্য বলা হয়। ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চত্ব অবিদ্যাকৃত এবং নিষ্প্রপঞ্চত্বই তাত্ত্বিক। এইরূপে ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চতা ও নিষ্প্রপঞ্চতা প্রতিপাদক বেদ শাস্ত্রের অবিরোধ বুঝিতে হইবে। আর ইহাই ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৩য় অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিতের সর্বাত্মকতা সপ্রপঞ্চরূপতা প্রাপ্তি হয়—ইহাই জৈমিনি আচার্যের মত। ব্রহ্মবিৎ নিষ্প্রপঞ্চ চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত থাকেন—ইহাই ঔড়ুলোমি আচার্য্যের মত। বিদ্বদ্ দৃষ্টি ও অবিদ্বদ্ দৃষ্টি অনুসারে এই উভয় মতেরই অবিরোধ হইয়াছে—ইহাই বাদরায়ণ আচার্যের সিদ্ধান্ত ৪।৪।৭। ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন "সত্যং তাত্ত্বিকানন্দ-চৈতন্যমাত্র এব আত্মা, অপহতপাপ্মসত্যকামত্বাদয়স্ত্বৌপাধিকতয়া অতাত্ত্বিকা অপি ব্যাবহারিকপ্রমাণোপনীততয়া লোকসিদ্ধা নাত্যন্তাসন্তো যেন তচ্ছব্দা রাহোঃ শির ইতিবদবাস্তবা ইত্যর্থঃ"। ইহার অভিপ্রায় এই যে—আত্মা চিদানন্দ মাত্র স্বরূপই বটে। তথাপি ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের ৫ম কণ্ডিকাতে "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" বাক্যে আত্মার অপহত পাপ্মত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম বলা হইয়াছে। আত্মার এই সমস্ত ধর্ম ঔপাধিক বলিয়া সত্য নহে কিন্তু অতাত্ত্বিক। এই সমস্ত ধর্ম অতাত্ত্বিক হইলেও ব্যাবহারিক প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া তাহা লোকসিদ্ধ। এজন্য সত্য-কামত্বাদি ধর্ম অত্যন্ত অসৎ নহে। অত্যন্ত অসৎ নহে বলিয়া এই লোক-সিদ্ধ সত্যকামত্বাদি ধর্মের প্রতিপাদক শব্দও "রাহোঃ শিরঃ" ইত্যাদি শব্দের মত অবাস্তব নহে। রাহু শিরঃ স্বরূপ বলিয়া রাহুর শির এই অত্যন্ত অসৎ

ভেদের উল্লেখী শব্দ অবাস্তবই বটে। কিন্তু লোক সিদ্ধ সত্যকামত্বাদি ধর্মের প্রতিপাদক শব্দ "রাহোঃ শিরঃ" শব্দের মত অবাস্তব নহে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই মধুবিদ্যা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণকে মধুব্রাহ্মণও বলা হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৬টি অধ্যায় আছে। এই ছয়টি অধ্যায় তিন কাণ্ডে বিভক্ত। দুইটি করিয়া অধ্যায় এক একটি কাণ্ডের অন্তর্গত। এজন্য প্রথম দুই অধ্যায় মধুকাণ্ড, দ্বিতীয় দুই অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ড ও শেষের দুই অধ্যায় খিলকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রতি কাণ্ডের শেষে সমাপ্তিসূচক বংশ-ব্রাহ্মণ আম্নাত হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডের শেষে মধুবিদ্যা আম্নাত হইয়াছে বলিয়া প্রথম কাণ্ডের নাম মধুকাণ্ড হইয়াছে। এই মধুবিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা মধু-বিদ্যা পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়! এই মধুবিদ্যা শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোনও সংহিতা গ্রন্থে এই বিদ্যা বলা হয় নাই। অথচ ঋক্‌সংহিতার প্রথম অষ্টকে এই মধুবিদ্যার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। এবং মধুবিদ্যার প্রতিপাদক মধু-ব্রাহ্মণেও ঋক্-সংহিতার মন্ত্র উল্লেখ করিয়া মধুবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ঋক্-মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সাপেক্ষ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঋক্-সংহিতার পরে রচিত হইলে ঋক্-মন্ত্রে মধুবিদ্যার উল্লেখ সম্ভাবিত হইত না। বৃহদারণ্যকের মধুব্রাহ্মণে উদ্ধৃত ২য় ঋক্-মন্ত্রে দ্বিবিধ মধু বলা হইয়াছে, ত্বাষ্ট্র-মধু ও কক্ষ্য-মধু। এই ত্বাষ্ট্র মধুর পরিচয় শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে—"ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টা আদিত্যস্তস্য সম্বন্ধি যজ্ঞস্য শিরশ্ছিন্নং ত্বষ্টা-হভবৎ তৎপ্রতিসন্ধানার্থং প্রবর্গ্যং কর্ম্ম। তত্র প্রবর্গ্যকর্ম্মাঙ্গাভূতং যদ্বিজ্ঞানং তৎ ত্বাষ্ট্রং মধু। যজ্ঞস্য শিরশ্ছেদন-প্রতিসন্ধানাদিবিষয়ং দর্শনং তৎ ত্বাষ্ট্রং মধু।" ইহার অভিপ্রায় আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের নাম ত্বষ্টা। এই ত্বষ্টা সম্বন্ধি কর্ম্ম বা বিজ্ঞানকে ত্বাষ্ট্র বলা হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে প্রবর্গ্য প্রকরণে আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে ভগবান্ যজ্ঞের শির ছিন্ন হইয়াছিল আর তাহাই ত্বষ্টা অর্থাৎ আদিত্য হইয়াছিল। এই ছিন্ন শিরের সহিত যজ্ঞের প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ সংযোজনের জন্য যে কর্ম্ম শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে তাহাই প্রবর্গ্য কর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রবর্গ্য কর্ম্মাঙ্গ-ভূত যে বিজ্ঞান তাহাকেই ঋক্-মন্ত্রে ত্বাষ্ট্র মধু বলা হইয়াছে। এজন্য যজ্ঞের

শিরশ্ছেদন ও ছিন্ন শিরের প্রতিসন্ধানাদি বিষয় দর্শন অর্থাৎ বিজ্ঞানকেই মন্ত্রে ত্বাষ্ট্র মধু বলা হইয়াছে। মাধ্যন্দিনীয় শতপথব্রাহ্মণে ১৪শ কাণ্ডে প্রথম তিন অধ্যায়ে এই প্রবর্গ্য কর্ম্মের নিরূপণ বলা হইয়াছে। ততঃপর ১৪শ কাণ্ডের অবশিষ্ট ৬টি অধ্যায়ে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলা হইয়াছে। এজন্য এই শতপথের ১৪শ কাণ্ডে ৯টি অধ্যায় আছে; তাহার প্রথম তিন অধ্যায়ে প্রবর্গ্য কর্ম্ম নিরূপণ ও অবশিষ্ট ৬টি অধ্যায়ে উপনিষৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কাণ্বশতপথে প্রবর্গ্য কর্ম্ম ২ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

কক্ষ্যমধুর পরিচয় শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছে—"ন কেবলং ত্বাষ্ট্রমেব মধু কর্মসম্বন্ধি যুবাভ্যামবোচৎ অপি চ কক্ষ্যং—গোপ্যং রহস্যং পরমাত্মসম্বন্ধি-যদ্বিজ্ঞানং মধু মধুব্রাহ্মণোক্তং অধ্যায়দ্বয়প্রকাশিতং তচ্চ যুবাভ্যাং প্রবোচৎ—বৃহ. উ. ২।৫।১৭। ইহার অভিপ্রায়—দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষি অশ্বিনীকুমার যুগলকে কেবল প্রবর্গ্যকর্ম্ম সম্বন্ধি ত্বাষ্ট্র মধুই বলেন নাই; কিন্তু যে মধু কক্ষ্য অর্থাৎ গোপ্য—রহস্য অর্থাৎ পরমাত্ম সম্বন্ধি বিজ্ঞানরূপ মধু যাহা মধুব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমাত্মসম্বন্ধি যে বিজ্ঞানরূপ মধু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি বলিয়াছিলেন। ভাষ্যকারের কথা অনুসারে বৃহদারণ্যকের মধুকাণ্ড-প্রকাশিত পরমাত্মসম্বন্ধি বিজ্ঞানই কক্ষ্যমধু। এই কক্ষ্যমধুর কথাই ঋক্-মন্ত্রে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা ঋক্-মন্ত্র দুইটি প্রদর্শন করিব।

তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্।
দধ্যঙ্ হয়ন্মধ্বাথর্ব্বণো বা মশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযদীমুবাচ॥ ঋকসং—
১।৮।১০, ২২ মন্ত্র বৃহ. উ. ২।৫।১৬

বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ তদেতদ্ ঋষিঃ পশ্যন্নবোচৎ।" এই বলিয়া ঋক্-মন্ত্রটি পাঠ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায় এই যে ইহাই সেই মধু যাহা দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষি প্রদর্শিত প্রকারে অশ্বিনীকুমার যুগলকে বলিয়াছিলেন। আর ইহাই ঋষি—মন্ত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন। মন্ত্রে 'দংস' শব্দের অর্থ কর্ম্ম। হে নরা! নরাকার অশ্বিনীকুমার যুগল তোমাদের সেই উগ্র-ক্রূর কর্ম্ম সনয়ে—লাভায় লাভের জন্য, লাভলুব্ধ লোক ক্রূর কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে।

তোমারাও ব্রহ্মজ্ঞান লুব্ধ হইয়া ক্রুর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। যাহা তোমরা গোপনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলে তাহা আমি লোকে প্রকাশ করিব। কিরূপে প্রকাশ করিব? যেমন পর্জ্জন্য মেঘ বৃষ্টিকে প্রকাশ করে। গর্জ্জন দ্বারা মেঘ বৃষ্টিকে যেমন প্রকাশ করে তদ্রূপ আমিও তোমাদের গোপনীয় ক্রুর কর্ম্ম প্রকাশ করিব। দধ্যঙ্‌নামা আথর্ব্বণ ঋষি আত্মজ্ঞানরূপ যে মধু তোমাদের দুইজনকে অশ্বশির দ্বারা বলিয়াছিলেন। 'প্র-যৎ-ঈম্-উবাচ' এই মন্ত্রাবয়বের ঈম্ শব্দটি অনর্থক নিপাত ইহাই ভাষ্যকার শঙ্কর বলিয়াছেন। কিন্তু সায়ণ "ঈম্—ইমাং মধুবিদ্যাং" এইরূপ বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে ২।৫।১৬ খণ্ডে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্র—

আথর্ব্বণায়াশ্বিনা দধীচেশ্ব্যংশিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
সবাং মধু প্রবোচ দৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রংযদ্দস্রাবপিকক্ষ্যংবাম্॥ ঋক্,
সং—১।৮।১৭ বর্গ বৃহ. উ. ২।৫।১৭ ঋক্

বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্‌ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—ইহাই সেই মধু যাহা দধ্যঙ্‌ আথর্বণ ঋষি প্রদর্শিত প্রকারে অশ্বিনীকুমার যুগলকে বলিয়াছিলেন। আর ইহাই ঋষি-মন্ত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—এইরূপ বলিয়া ঋক্—মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রায়—হে অশ্বিনীকুমার যুগল! তোমরা দধ্যঙ্‌ আথর্বণ ঋষির মস্তক ছেদন করিয়া অশ্বের ছিন্ন শির দধ্যঙ্‌ ঋষির স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিয়াছিলে। তোমাদের সংযোজিত অশ্বশির দ্বারা দধ্যঙ্‌ ঋষি তোমা-দিগকে পূর্বপ্রতিজ্ঞাত সেই মধু অর্থাৎ মধুবিদ্যা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ তোমা-দিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। নিজের শিরশ্ছেদ স্বীকার করিয়াও দধ্যঙ্‌ ঋষি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তোমাদিগকে অশ্বশির দ্বারা মধুবিদ্যার উপদেশ করিয়া-ছিলেন। প্রবর্গ্য কর্ম্মাঙ্গভূত বিজ্ঞান যাহা ত্বাষ্ট্রমধু অর্থাৎ যজ্ঞের শিরশ্ছেদও তাহার প্রতিসন্ধান বিষয়ক দর্শনরূপ ত্বাষ্ট্রমধু; আর কেবল ত্বাষ্ট্রমধুই নহে কিন্তু যাহা কক্ষ্য গোপনীয় রহস্য পরমাত্ম-সম্বন্ধি বিজ্ঞানরূপ কক্ষ্যমধু তাহা তোমা-দিগকে বলিয়াছিলেন। গোপনীয় বস্তু লোকে কক্ষতলে স্থাপন করে বলিয়া কক্ষ্যশব্দের অর্থ গোপনীয়। অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক দধ্যঙ্‌ ঋষির শিরশ্ছেদ ও

অশ্বশির সংযোজন আখ্যায়িকা শতপথ ব্রাহ্মণে প্রবর্গ্য প্রকরণে বলা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যেও শতপথ ব্রাহ্মণের এই আখ্যায়িকা বলা হইয়াছে। ঋক্-মন্ত্রের আশয় প্রকাশের জন্য আমরা এস্থলে সেই আখ্যায়িকার মর্ম্ম-প্রকাশ করিতেছি। দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি ত্বাষ্ট্রমধু ও কক্ষ্যমধু ইন্দ্রের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র দধ্যঙ্ ঋষিকে বলিয়াছিলেন যদি তুমি এই বিদ্যা অন্যকে দেও তবে তোমার শিরশ্ছেদ করিব। কিন্তু দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিনী-কুমারের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি যদি মধু বিদ্যালাভ করিতে পারি তবে তোমাদিগকে মধুবিদ্যার উপদেশ করিব। মধুবিদ্যা লাভ করিলে অশ্বিনীকুমার দধ্যঙ্ ঋষির নিকট আসিয়া মধুবিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র কর্তৃক শিরশ্ছেদ ভয়ে দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিনীকুমারকে মধুবিদ্যা দিতে আপত্তি করিলে অশ্বিনীকুমার দধ্যঙ্ ঋষিকে বলিয়াছিলেন তোমার ভয় নাই। আমরা তোমার শির ছিন্ন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া অশ্বের শির তোমার স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিব এবং সেই শিরদ্বারা আমাদিগকে মধুবিদ্যা উপদেশ করিলে ইন্দ্র তাহা ছেদন করিবে; পরে তোমার শির যাহা অন্যত্র রক্ষিত ছিল তাহা তোমার স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিব। দধ্যঙ্ ঋষিও তাহাতে সম্মত হইয়া অশ্বশির দ্বারাই অশ্বিনীকুমারকে মধুবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান অনুসারে প্রদর্শিত দুইটি ঋক্-মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রও যে ব্রাহ্মণ সাপেক্ষ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; নতুবা ঋক্-মন্ত্রে ত্বাষ্ট্র মধু ও কক্ষ্যমধু যাহা বলা হইয়াছে তাহার কোনও অর্থই হয় না। দধ্যঙ্ ঋষির শিরশ্ছেদেরও কোনও সঙ্গতি হয় না। সুতরাং যাঁহারা ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে সংহিতা রচনার পরে রচিত মনে করেন তাঁহারা প্রদর্শিত স্থলে কি উপপত্তি প্রদর্শন করিবেন।

(তৃতীয় মন্ত্র)

আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত দুইটি ঋক্-মন্ত্র প্রদর্শন করিয়া তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছি এবং এই উদ্ধৃত মন্ত্র দুইটি ঋক্‌সংহিতায় যে স্থলে আম্নাত হইয়াছে তাহারও নির্দেশ করিয়াছি। বৃহদারণ্যকে যে প্রক্রমে পূর্ব্বোক্ত দুইটি ঋক্-মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ঠিক সেইপ্রক্রমেই বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণে আরও দুইটি ঋক্-মন্ত্র

উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তৃতীয় মন্ত্রটি প্রদর্শন করিব। যদিও এই ঋক্-মন্ত্রটি ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হয় নাই তথাপি এই উদ্ধৃত তৃতীয় মন্ত্রটি যে ঋক্-মন্ত্র তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে যে :—'তদেতদ্ ঋষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥

যে ভাবে পূর্ব্ব দুইটি ঋক্-মন্ত্র বৃহদারণ্যকে উদ্ধৃত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবেই এই তৃতীয় মন্ত্রটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্‌ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ ইত্যাদি। দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষি এই কক্ষ্য মধুই অশ্বিনীকুমার যুগলকে বলিয়াছিলেন, আর ঋষি-মন্ত্র আথর্বণঋষির উপদেশ অবগত হইয়া "পুরশ্চক্রে" ইত্যাদি বলিয়াছেন। সুতরাং এই বাক্যের ঋক্‌মন্ত্রত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। মন্ত্রসংহিতায় অনাম্নাত বহু ঋক-মন্ত্র ও যজুর্মন্ত্র উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে "তদেষাভ্যুক্তা সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্' এই ঋক-মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। অথচ এই মন্ত্রটি ঋকসংহিতায় আম্নাত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রেও এই বাক্যটিকে মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে" ব্র, সূ, ১৷১৷১৫। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছি। যাহা হউক উদ্ধৃত ঋক-মন্ত্রের অভিপ্রায় শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ বলা হইয়াছেঃ— বৃহদারণ্যকোনিষদের অধ্যায় ছয়টি হইলেও বস্তুতঃ বৃহদারণ্যকের অধ্যায় আট-টি বুঝিতে হইবে। এই উপনিষৎ-ভাগের আরম্ভের পূর্ব্বে আরও দুইটি অধ্যায় প্রবর্গ্যকর্ম্মের প্রকাশক আম্নাত হইয়াছে। এই দুইটি অধ্যায়কে প্রবর্গ্যকাণ্ড বলা হয়। প্রবর্গ্যকর্ম্মের স্বরূপ আমরা ইতঃপূর্ব্বে "ত্বাষ্ট্রমধুর" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি। ("এই প্রবন্ধের ৪৫পৃঃ")। সুতরাং বৃহদারণ্যকে চারিটি কাণ্ড ও আটটি অধ্যায় হইতেছে। প্রত্যেক কাণ্ডে দুইটি করিয়া অধ্যায় আছে— ১। প্রবর্গ্যকাণ্ড ২। মধুকাণ্ড ৩। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড ৪। খিলকাণ্ড। পূর্ব্বে উদাহৃত দুইটি ঋক-মন্ত্র দ্বারা প্রবর্গ্য সম্বন্ধে আখ্যায়িকার উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাভূত মন্ত্র দুইটি দ্বারা প্রবর্গ্য-কর্মার্থক দুইটি অধ্যায়ের অর্থ প্রকাশিত

হইয়াছে। আর ইহাকেই ত্বাষ্ট্রমধু বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার্থক মধুকাণ্ডের দুইটি অধ্যায়ের অর্থ তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক-মন্ত্র দুইটি দ্বারা প্রকাশ্য হইবে। তাহার মধ্যে এইটি তৃতীয় মন্ত্র। আথর্বণ ঋষি অশ্বিনীকুমার যুগলকে যে "কক্ষ্যমধু" বলিয়াছিলেন বলা হইয়াছে সেই কক্ষ্যমধুটি কি? তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা বলা হইতেছে। এই তৃতীয় মন্ত্রটি ব্রহ্মসূত্রের ৩।২।২১ সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"দর্শনাচ্চ ব্র. সূ. ৩।২।২১। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ দেহাদিষুপাধিষু অন্তরনুপ্রবেশম্—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পাঃদঃ। পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ—বৃ. আ. ২।৫।১৮। দেখা যাইতেছে এই ঋক-মন্ত্রটি ব্রহ্মসূত্রেও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্য—ভাবার্থ এই যে'পুরঃ'-পুরাণি শরীরাণি। এই অব্যাকৃত ব্যাকরণপ্রক্রিয়াতে সেই পরমেশ্বরই অব্যাকৃত নাম ও রূপের ব্যাকরণ করিবার জন্য প্রথমতঃ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশভুবন সৃষ্টি করিয়া—"পুরশ্চক্রেদ্বিপদঃ" এইমন্ত্রে পুরশব্দের অর্থ শরীর, দ্বিপাদ্ উপলক্ষিত মনুষ্য শরীর সমূহ ও পক্ষি-শরীর সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ "পুরশ্চক্রে চতুষ্পাদ্" চতুষ্পদ উপলক্ষিত পশুশরীর সমূহ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। "পুরঃ স পক্ষীভূত্বা" এখানে "পুরঃ" শব্দের অর্থ পুরস্তাৎ অর্থাৎ পূর্বে। পরমেশ্বর প্রথমতঃ ভূরাদিলোকের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য পক্ষী ও পশু দেহ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেহ সমূহের সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর সেই দেহ সমূহে নিজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে ঈশ্বর পক্ষী হইয়া সেই সৃষ্ট দেহ সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এস্থলে পক্ষী শব্দের অর্থ লিঙ্গশরীর। পরমেশ্বর নিজে লিঙ্গশরীর হইয়া তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট স্থূলশরীর সমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যদিও সাঙ্খ্যবেদান্তাদি শাস্ত্রে এই লিঙ্গশরীরের বহু আলোচনা আছে তথাপি সংক্ষেপে এই লিঙ্গশরীরের পরিচয় এই যে এই লিঙ্গশরীরকেই শাস্ত্রে সূক্ষ্মশরীর বলা হইয়াছে। এই শরীরের সতরটি অবয়ব আছে। সতরটি অবয়বই মিলিত ভাবে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বলিয়া অভিহিত হয়। চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞনেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণি প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ-অপান প্রভৃতি পাঁচটি প্রাণ এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীর। কোনও কোনও গ্রন্থে পঞ্চ প্রাণ না বলিয়া গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র বলা হইয়াছে। যাহা হউক এই লিঙ্গশরীরের সাহায্যেই জীবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও পরলোকে

গমনাগমন প্রভৃতি হইয়া থাকে। পরমেশ্বর নিজে লিঙ্গশরীর হইয়া পূর্ব্বসৃষ্ট দ্বিপদাদি শরীরে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর নিজেই লিঙ্গশরীর রূপে সমস্ত দ্বিপদাদি পুর সমূহে প্রবিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বরই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "পুরি শেতে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুরুষ পদ ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এই ঋক্-মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরই সমস্ত দেহে জীবরূপে অবস্থিত আছেন—ইহাই বলা হইয়াছে। আর তাহাতে জীব ব্রহ্মের ঐক্যও সমর্থিত হইয়াছে। জীবব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তসিদ্ধান্ত। আর ইহাই যে ভারতীয় দর্শন সমূহের প্রতিপাদ্য তাহা আমার "ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয়" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্র

(কক্ষ্যমধু অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপসংহারার্থ দ্বিতীয় মন্ত্র)

"রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥

ঋক্-সং ৪।৭।৩৩ বর্গ। বৃহ. আ. ২।৫।১৯ খণ্ড।

ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের এই ঋক্-মন্ত্রটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিদ্যার উপসংহারের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলকে পরবর্ত্তীকালীন মনে করেন, তাঁহারা ঋক্‌সংহিতার ষষ্ঠমণ্ডলের অর্থাৎ চতুর্থ অষ্টকের এই মন্ত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন ঋক্‌সংহিতাতে অধ্যাত্মবিদ্যা আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারিবেন। অন্যের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করা পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মজ্জাগত স্বভাব। সমস্ত ঋক্‌সংহিতা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। নিজের ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যা কল্পনা করা সহজ ব্যাপার। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে এই মন্ত্রটির তুলনা নাই। এই মন্ত্রের গৌরব বোধের সামর্থ্যও আজ আমাদের নাই।

বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—ইদংবৈতন্মধু দধ্যঙ্‌ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদ্ ঋষিঃ পশ্যন্নবোচৎ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকের প্রথম দুই অধ্যায় মধুকাণ্ড। এই কাণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপ্রতিপাদক বৃহদারণ্যকের প্রথম দুই অধ্যায়ের অর্থ দুইটি ঋক্-মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইটি ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটির উদ্ধরণ করিয়া তাহার অর্থ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ঋক্-মন্ত্র দ্বারাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋক্-মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋক্-মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা না থাকিলে উপনিষদেও তাহা থাকিত না। বেদের মন্ত্রভাগে ব্রহ্মবিদ্যা নাই ; পরবর্ত্তী কালে উপনিষদেই তাহার আলোচনা হইয়াছে—এইরূপ মিথ্যা প্রচার যাঁহারা করেন তাঁহারা এই ষষ্ঠমণ্ডলের মন্ত্রটি দেখিয়া কি উত্তর দিবেন। যাঁহারা মনে করেন বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা নাই বলিয়া পরবর্ত্তী কালে উপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সম্ভবতঃ ভারতের বহির্ভাগ হইতে অথবা কোনও অসভ্যজাতীয় লোকের নিকট হইতে ধার করিয়া উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার আমদানী হইয়াছে, তাঁহারা ঋক্‌সংহিতার ষষ্ঠমণ্ডলের এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক মন্ত্রটি দেখিয়া কি উত্তর দিবেন। উপনিষদেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ ঋক্-মন্ত্র উদ্ধরণ পূর্ব্বক তাহার সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা দেখিয়াও যাঁহারা মনে করেন মন্ত্রভাগে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা নাই তাঁহাদের কথায় উত্তর না দেওয়াই এক মাত্র পন্থা। উদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রটির শাঙ্কর-ভাষ্যে ও সায়ণভাষ্যে প্রায় একরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। এজন্য আমরা সায়ণভাষ্যের অভিপ্রায় এস্থলে প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান সময়ে উপনিষদের পঠন পাঠন বিপ্লুত হওয়ায় বৃহদারণ্যকে উদ্ধৃত এই মন্ত্রগুলি যে ঋক্‌সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহার প্রতি অনেকেই অবহিত নহেন।

ভাষ্যভাবার্থঃ—এইমন্ত্রে ইন্দ্রশব্দ ইদিধাতু হইতেনিষ্পন্ন হইয়াছে। ইদি-ধাতুর অর্থ পরমৈশ্বর্য। ধাতুপাঠে 'ইদি পরমৈশ্বর্যে' বলা হইয়াছে। এজন্য ইন্দ্র পদের অর্থ পরমেশ্বর-পরমাত্মা। এই পরমাত্মা আকাশের মত সর্ব্বগত সদানন্দরূপ। এই পরমাত্মাই অন্তঃকরণ সমূহরূপ উপাধি দ্বারা প্রতিজীব শরীরে অবচ্ছিন্নরূপে স্থিত হইয়া জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বর পরমাত্মাই স্বীয় অনাদি মায়া-শক্তি-সমূহ দ্বারা বিয়দাদি জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। শব্দাদি বিষয় হরণ শীল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহও এই পরমেশ্বরের সহিত-ই সম্বদ্ধ আছে। অর্থাৎ পরমেশ্বরই মায়াবশতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তি

রূপেও বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। বিয়দাদি প্রপঞ্চরূপেও ইন্দ্রিয় সমূহের অসংখ্যাত-বৃত্তি রূপে পরমেশ্বর বিবর্ত্তিত হইলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্র বলিয়াছেন "তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়"। ইহার অর্থ এই পরমাত্মার যাহা বাস্তবরূপ সেই রূপের প্রতিখ্যাপনের জন্য পরমেশ্বর জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত না হইলে তাঁহার বাস্তব সদানন্দরূপ প্রতিখ্যাপিত হইতে পারিত না। এই মন্ত্রে রূপশব্দের অর্থ "রূপ্যতে ইতিরূপং"—শরীরাদি। রূপ্যমাণ শরীরাদিই এইমন্ত্রে রূপ শব্দের অর্থ। "রূপং রূপং" কথার অর্থ 'প্রতিশরীরম্'। চিদ্রূপ সর্ব্বগত পরমাত্মা প্রতি শরীরে প্রতিরূপ—প্রতিবিম্বরূপ হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই "প্রতিরূপোবভূব" কথার অর্থ। পরমাত্মা কেন প্রতিবিম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ইহার উত্তরে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়"। এই পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দাত্মকতা যাহা বাস্তবরূপ—সেই রূপের প্রতিখ্যাপনের জন্যই পরমেশ্বর জগদ্রূপতা ও জীবরূপতা ধারণ করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের সমানার্থক আর একটি মন্ত্র ঋক্‌সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে আম্নাত হইয়াছে—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি" ঋক্ সং ৩।৩।২০ বর্গ। এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্যে এই মন্ত্রের সমানার্থক বলিয়া "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ" এই চতুর্থ অষ্টকের মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মকতা যাহা ঋক্-মন্ত্রে বলা হইয়াছে তাহাই সমস্ত উপনিষদে অতি বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

ঋক্‌সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে ভরদ্বাজদৃষ্ট বৈশ্বানর সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এই সূক্তে সাতটি মন্ত্র আছে ; এই মন্ত্রগুলি প্রায়ই অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতিপাদক। এজন্য আমরা এই সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র এস্থলে প্রদর্শন করিব।

এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র :—

নাহং তন্তুং ন বিজানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ।
কস্যস্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা ॥

ঋক্ সং—৪।৫।১১ বর্গ

এই মন্ত্রের অধিযজ্ঞ পক্ষে ও অধ্যাত্ম পক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা সায়ণাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিযজ্ঞ পক্ষে এই সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি ভরদ্বাজ ভগবান্ বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্য যজ্ঞকে বস্ত্ররূপে রূপিত করিয়া তাহার

দুর্জ্ঞানত্ব এই মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাত্মপক্ষে রূপক-ছলে জগৎ সৃষ্টির দুজ্ঞানত্ব এই মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। বস্ত্ররূপ এই প্রপঞ্চের তন্তু স্থানীয় বিয়দাদি অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহকে আমি জানি না। বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য দীর্ঘায়ত সূত্রগুলিকে তন্তু ও তির্য্যগায়ত সূত্রগুলিকে ওতু বলে। আমি (মন্ত্রদ্রষ্ট ভরদ্বাজ ঋষি) এই প্রপঞ্চরূপ বস্ত্রের তন্তু ও ওতু জানি না। পঞ্চী-কৃত স্থূল বিয়দাদিভূত সমূহকে এই মন্ত্রে ওতু বলা হইয়াছে। আর তন্তু ও ওতুর সাহায্যেযে প্রপঞ্চরূপ বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও আমি জানি না। অর্থাৎ অতমানাঃ—সততং চেষ্টমানাঃ সংসারিণো জীবাঃ। সর্ব্বদা চেষ্টাপরায়ণ সংসারী জীবসমূহ এই তন্তু ও ওতুর সংমিশ্রণে প্রপঞ্চরূপ বস্ত্রকে বয়ন করে তাহা আমি জানি না। যদিও সংসারিজীবের ভোগের জন্য পরমেশ্বরই প্রপঞ্চরূপ বস্ত্রের বয়ন করেন তথাপি এই বস্ত্রের বয়ন কর্ত্তৃত্ব সংসারী জীবে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত হইয়াছে। যেরূপে বস্ত্ররূপ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয় তাহা 'পরঃ' পরস্তাৎ অর্থাৎ বুদ্ধির অবিষয়ে বর্ত্তমান 'বক্ত্বানি'-বক্তব্যানি বুদ্ধির অবিষয়ে বর্ত্তমান বক্তব্য সমূহ 'অবরেণপিত্রা' অবর অর্থাৎ অর্বাচীন কালীন সৃষ্টির উত্তরকালে উৎপন্ন পিতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট 'কস্যস্বিৎপুত্রঃ' কাহারও পুত্র 'বদাতি'-বদেৎ। অভিপ্রায় এই যে নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বভাবী বৃত্তান্ত কেহই জানিতে পারে না এজন্য কেহই সেই বৃত্তান্ত বলিতে পারে না। এজন্য জগৎসৃষ্টি অতি দুর্বিজ্ঞান ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ।

এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র :—

সইত্তন্তুং স বিজানাত্যোতুং স বক্ত্বান্যৃতুথা বদাতি।
য ঈংচিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরন্ পরো অন্যেন পশ্যন্॥

ঋক্ সং ৪।৫।১১ বর্গ

সায়ণভাষ্যের ভাবার্থ—'সইৎ' সএব সেই পুরুষই 'তন্তুং' তন্তুস্থানীয় সূক্ষ্মভূতসমূহ 'বিজানাতি' জানিয়াছে। অন্য কেহ জানিতে পারে না। 'ওতু' ওতুস্থানীয় স্থূলভূতসমূহ সেই পুরুষই জানিয়াছে। 'সইৎ' সএব 'বক্ত্বানি' বক্তব্যাণি 'ঋতুথা' কালে কালে যে যে সময় বিদ্যাসম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হয় সেই সেই সময় 'বদাতি' বদেৎ বলিয়া থাকেন' কে জানে? এবং বলে? এই

জিজ্ঞাসার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন—যো বৈশ্বানরঃ বিশ্বনরাত্মকঃ পরমাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বজীবাত্মরূপে অবস্থিত বৈশ্বানর পরমাত্মা যিনি 'অমৃতস্য গোপা' অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের গোপা অর্থাৎ রক্ষিতা 'অবশ্চরন্' অবস্তাৎ সংসার-দশায়াং চরন্ ; অন্তঃকরণোপেতজীবাত্মভাবেন সংচরন্। যে বৈশ্বানর পরমাত্মা সংসার- দশাতে অন্তঃকরণোপেত জীবাত্মরূপে বিচরণশীল তিনিই 'পরে-অন্তেন' পরস্তাৎ অবিদ্যায়া ঊর্দ্ধং অন্তেন.উক্তবিলক্ষণেন নিরুপাধিকেন সচ্চিদা-নন্দলক্ষণেন রূপেণ পশ্যন্ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্ 'ঈং' ইমানি 'চিকেতৎ' জানাতি'। অবিদ্যাতীতভাবে জীববিলক্ষণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ-রূপে সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিয়া সমস্তকে অবগত হইতেছেন। আর এই কথা মুণ্ডক-উপনিষদে ১।১০ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, কঠ উ'—২।৫।১৫। শ্বেতা. ৬।১৪। সেই পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারাই অন্য সমস্ত বস্তু অনুপ্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সূক্তে বৈশ্বানরকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। এই বৈশ্বানরের পরমেশ্বররূপতা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে—ব্র. সূ. ১।২।২৪ সূ। এই বৈশ্বানর শব্দ পরমেশ্বর বোধক ইহা শাঙ্করভাষ্য ও ভামতীতেও প্রদর্শিত হইয়াছে (ব্র. সূ. ১।২।২৮ সূ)।

এই সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র—

ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়েকং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃসকেতা একং ক্রতুমভিবিযন্তি সাধু॥

ঋক্ সং ৪।১।১১ বর্গ

ভাষ্যভাবার্থ :—বৈশ্বানরাখ্য এই ধ্রুবজ্যোতিঃ—এই জ্যোতিঃ স্বভাবতঃ ধ্রুব—নিশ্চল। আবার এই ধ্রুব জ্যোতিঃ 'মনোজবিষ্ঠং' মন হইতেও অতিশয়িত বেগবৎ। আর এই কথাই ঈশাবাস্য উপনিষদের ৪র্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—অনেজদেকং মনসোজবীয়ঃ। এই জ্যোতিঃই ব্রহ্মচৈতন্য, এই ব্রহ্ম-চৈতন্যই সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে 'নিহিতং' অর্থাৎ স্বভাবতঃ নিহিত রহিয়াছে ; কেহ তাহা স্থাপিত করে নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যো বেদ নিহিতংগুহায়াম্"। এই জ্যোতিঃ কিজন্য প্রাণিহৃদয়ে নিহিত হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—'দৃশয়ে' দর্শনার্থ নিহিত হইয়াছে। জ্ঞান দ্বারাই সকলে জানিয়া থাকে। এই জ্যোতিঃ কোথায় নিহিত আছে? উত্তরে বলা

হইয়াছে—'পতয়ৎস্বন্তঃ' গমনশীল প্রাণিগণের হৃদয়ে। এই ধ্রুবজ্যোতিকে "বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতাঃ" সমস্ত দেবতারা যাঁহারা সমান মনস্ক এবং সমান প্রজ্ঞানশালী। 'একং ক্রতুং' একং মুখ্যং ক্রতুং কর্ত্তারং বৈশ্বানরং 'সাধু' সম্যক্ 'অভিবিয়ন্তি' আভিমুখ্যেন বিবিধং প্রাপ্নুবন্তি সেবন্তে ইত্যর্থঃ। সমান মনস্ক এবং সমান প্রজ্ঞাশালী সমস্ত দেবতারা এক অদ্বিতীয় ক্রতু সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মের কর্ত্তা বৈশ্বানরাত্মক পরমাত্মাকে অভিলক্ষ্য করিয়া "বিয়ন্তি" উপাসতে। দেবতারা এই বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬। বৈশ্বানর-সূক্তে এই মন্ত্র বৈশ্বানরকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলিয়া সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্বানর শব্দ ভৌতিক অগ্নি বা জাঠরাগ্নির প্রতিপাদক হইলেও এই বৈশ্বানরই ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ ইহা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। আর এই কথাই "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" মন্ত্রে বিশদভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মন্ত্রই দেবতার স্তুতি দ্বারা ব্রহ্মস্তুতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এই কথা আমরা এই গ্রন্থে প্রারম্ভেই "বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্" ঋক্ সং—৮।২।২৪ বর্গের মন্ত্র দ্বারাও 'যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা' এই যাস্কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিশেষভাবে বলিয়াছি। যাঁহারা ঋক্‌মন্ত্রে নানা দেবতার স্তুতি দেখিয়া মনে করেন ঋক্‌সংহিতায় একেশ্বরবাদ প্রকাশিত হয় নাই তাঁহারা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

এই সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র।

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষু বীর্দং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিমু নূ মনিষ্যে॥

ঋক্ সং ৪।?।১১ বর্গ

ভাষ্য-ভাবার্থ—এই বৈশ্বানর সূক্তের দ্রষ্টা ভরদ্বাজ বলিতেছেন—ভগবান্ বৈশ্বানরকে শ্রবণ করিবার জন্য আমার কর্ণযুগল "বিপতয়তঃ"-বিবিধং গচ্ছতঃ ভগবান্ বৈশ্বানরের শ্রোতব্য গুণরাশি অসংখ্য। এজন্য তাঁহার গুণরাশি শ্রবণের জন্য ব্যাকুলিতভাবে আমার কর্ণযুগল বহুদিকে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ ভগবান্ বৈশ্বানরকে দর্শন করিবার জন্য আমার দিদৃক্ষু চক্ষু-ইন্দ্রিয়

"বিপয়তি" বিবিধং গচ্ছতি—নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। ভগবান্ বৈশ্বানরের দ্রষ্টব্যরূপ অসংখ্যাত। এজন্য তাঁহার কোনও দ্রষ্টব্যরূপে আমার চক্ষু স্থিত হইতে পারিতেছে না। "জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ"—হৃদয় পুণ্ডরীকে নিহিত জ্যোতিঃ-বুদ্ধিতত্ত্ব যাহা আছে তাহাও "বিপতয়তি" —বিবিধং গচ্ছতি। বৈশ্বানরাত্মাকে জানিবার জন্য ব্যাকুলভাবে নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। এই বৈশ্বানর আত্মাই পরমেশ্বর—ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রের ১।২।২৪ সূত্রে "বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ" প্রভৃতি সূত্র দ্বারা বৈশ্বানরের ব্রহ্মরূপতা নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ১।২ পাদের সপ্তম অধিকরণে বৈশ্বানরের ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম দিদৃক্ষু অধিকারীর ব্রহ্ম দর্শনে অতিমাত্র ব্যাকুলতা এই মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। "বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ" এইরূপ আমার মন "বিচরতি"—বিবিধং প্রবর্ত্ততে। বৈশ্বানর আত্মার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমার মন নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। এই মন্ত্রে "দূর আধীঃ" বাক্যের অর্থ দূরে বিপ্রকৃষ্ট বিষয়—আধীঃ আধ্যানং যস্য তাদৃশং মনঃ। সর্ব্বদাই যে মনের দূরবর্ত্তী বিষয়েই 'আধ্যান' চিন্তা আছে। দূরবর্তী বিষয়ের ধ্যানে-চিন্তাতে রত আমার মনও বৈশ্বানর আত্মাকে জানিবার জন্য আমার মন ব্যকুলভাবে বিচরণ করিতেছে। বৈশ্বানর আত্মাকে জানিবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাকুলভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া আমি "কিংস্বিদ্ বক্ষ্যামি" আমি বৈশ্বানরের রূপ কি বলিব? "কিমু নূ মনিষ্যে" সম্প্রতি আমি মনের দ্বারাই বা কি মনন করিব? আমি মন্দ প্রজ্ঞ বলিয়া বৈশ্বানর আত্মার অনন্ত গুণ জানিতে অসমর্থ।

ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের ভগবদ্দর্শনের জন্য যে ব্যাকুলতা বর্ণিত আছে এই মন্ত্রেও তাহার কিছুই ন্যূনতা নাই। ভক্তিশাস্ত্রকারগণও এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ আলোচনা করিয়াই ভগবদ্দর্শনের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের ভাষা লৌকিক ভাষা নহে বলিয়া আমাদের হৃদয়ে মন্ত্রার্থ সুস্পষ্টরূপে ভাসমান হয় না। ভগবদ্দর্শনের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা এই মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবানের প্রতি ভক্তের একান্ত অনুরাগ এইমন্ত্রে প্রতিপাদিত হওয়ায় যাঁহারা মনে করেন মন্ত্র সংহিতাতে ভক্ত—ভগবানের সম্বন্ধ কিছুই নাই তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবৰ্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

ঋক্ সং ৫।৪।৩০ বর্গ; শুক্ল যজুঃ সং—৩।৬০ মন্ত্র

এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে শৌনকীয় ঋগ্‌ বিধানে বলা হইয়াছে—প্রণবব্যাহৃতীনাংতু ত্র্যযুতং সম্পুটং জপেৎ। ত্রৈয়ম্বকং মহামন্ত্রং মৃত্যুরেব নিবর্ত্ততে ॥ ৭৩ ॥ ইহার অর্থ—প্রণব ও সপ্তব্যাহৃতি, মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে যুক্ত করিয়া এই ত্র্যম্বক মহামন্ত্র ত্রিশহাজার বার জপ করিলে মৃত্যু নিবারিত হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই মহামন্ত্রের জপ এখনও প্রচলিত আছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য শৌনকের মন্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই মন্ত্রের প্রভাবে শতবর্ষ জীবন লাভ হয়। যে সূক্তে এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে সেই সূক্তের দ্রষ্টা ভগবান্ বসিষ্ঠ। এই মন্ত্রে "যজামহে" এই পদে বহুবচনের প্রয়োগ থাকায় শিষ্যের সহিত বসিষ্ঠ বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। আমরা ভগবান্ ত্র্যম্বককে যজন অর্থাৎ অর্চ্চনা করি। ত্র্যম্বক শব্দের অর্থ—ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং অম্বকং পিতরম্। যিনি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রের পিতা। সেই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের আমরা অর্চ্চনা করি। তিনি সুগন্ধি—প্রসারিত পুণ্যকীর্ত্তি এবং তিনি পুষ্টিবৰ্দ্ধন। অর্থাৎ তিনিই জগদ্বীজ। জগদ্বীজ বলিয়া তিনি অনন্ত শক্তিশালী। অথবা উপাসকের পুষ্টিবৰ্দ্ধন। উপাসকের অণিমাদি শক্তির বৰ্দ্ধক। অতএব হে ত্র্যম্বক! তোমার প্রসাদে "মৃত্যোর্মুক্ষীয়" মৃত্যু—মরণ হইতে 'মুক্ষীয়' 'মোচয়' আমার মোচন কর। অথবা সংসারই মৃত্যু। আমাকে সংসার হইতে মোচন কর। "উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ" উর্বারুকং কর্কটীফলং যথা বন্ধনাৎ মুচ্যতে। পক্ব কর্কটী ফল তাহার বন্ধন অর্থাৎ বৃন্ত হইতে মুক্ত হয় সেইরূপ আমাকে মৃত্যু বা সংসার হইতে মুক্ত কর। "মামৃতাৎ" মা আমৃতাৎ আহমৃতাৎ—সাযুজ্যমোক্ষপর্য্যন্তম্। সংসার বা মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সাযুজ্যলাভ পর্যন্ত প্রাপ্ত করাও।

তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এই মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। এজন্য সায়ণ তৈত্তিরীয় ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে। "সুগন্ধিং" শোভন শরীর গন্ধ যাহার আছে তিনি সুগন্ধি। অথবা পুণ্য গন্ধ যুক্তই সুগন্ধি।

পুণ্যগন্ধ বলার অভিপ্রায় এই যে "যেমন সুপুষ্পিত বৃক্ষের দূর হইতে গন্ধ প্রবাহিত হয় এইরূপ পুণ্য কর্ম করিলেও দূর হইতে পুণ্য গন্ধ প্রবাহিত হয়„ ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। "পুষ্টিবর্দ্ধনম্" পুষ্টিশব্দের অর্থ—শরীর ধনাদি বিষয় পুষ্টিকে বর্দ্ধন করেন বলিয়া ত্র্যম্বক পুষ্টিবর্দ্ধন। "ত্র্যম্বকং যজামহে" ত্র্যম্বককে আমরা পূজা করি। "উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ" লোকে উর্বারুক ফল পক্ক হইলে তাহা স্বতঃই বৃন্ত হইতে যেমন মুক্ত অর্থাৎ বিচ্যুত হইয়া যায় সেইরূপ আমিও যেন ত্র্যম্বকের প্রসাদে মৃত্যু হইতে "মুক্ষীয়"—মুক্তো ভূয়াসম্ মুক্ত হই। "মামৃতাৎ" অমৃতাৎ চিরজীবিতাৎ স্বর্গাদের্বা মামুক্ষীয়। অমৃত হইতে অর্থাৎ চিরজীবিত হইতে অথবা স্বর্গ মোক্ষাদি হইতে আমি যেন বিচ্যুত না হই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে—তৈ. ব্রা. ২।৬।১০। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ঋক্-মন্ত্রের সমানার্থ তিনটি যজুর্মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে।

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যো র্মা-
মৃতংগময়। বৃহ-১।৩।২৭

এই মন্ত্র তিনটির ব্যাখ্যাও বৃহদারণ্যকে প্রদর্শিত হইয়াছে। স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি—মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় অমৃতং মাকুর্বিত্যেতদাহ। তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি—মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় অমৃতং মাকুর্বিত্যেবৈতদাহ। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি—বৃহ ১।৩।২৭। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন এস্থলে প্রাণ-বিজ্ঞান-বিদের জপকর্ম্ম বিধিৎসিত হইতেছে। এই জপকর্ম্মের নাম অভ্যারোহ মন্ত্রজপ।

ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাম্নে।
অষাঢ়া (ল্হা) য় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ॥
ঋক্ সং ৫।৪।১৩

ইমা রুদ্রায় ইত্যাদি চারিটি ঋক্-মন্ত্র লইয়া একটি সূক্ত। এই সূক্তের দ্রষ্টা বসিষ্ঠ মহর্ষি। এই সূক্তটি রুদ্র দেবতাক। সমস্ত রুদ্র যজ্ঞে এই সূক্তটি দিগ্-দেবতার উপস্থানে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাষ্যভাবার্থঃ—হে স্তোতৃবৃন্দ! তোমরা 'ইমা গিরঃ' এই স্তুতিসমূহ রুদ্রায় দেবায়' রুদ্রনামক দেবতার জন্য 'ভরত'—ধারয়ত—পাঠকর। কীদৃশ রুদ্র দেবতার জন্য? 'স্থিরধন্বনে' যিনি দৃঢ়ধনুষ্ক অর্থাৎ যাঁহার হস্তে সুদৃঢ় ধনু বিদ্যমান আছে। 'ক্ষিপ্রেষবে' এই রুদ্র ক্ষিপ্রেষু যাঁহার ধনুর্মুক্ত বাণ অতি দ্রুত গমনশীল। 'স্বধাম্নে' স্বধা শব্দের অর্থ অন্ন যিনি অন্নবান্। অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভোগ্যবস্তু যাঁহার অধীন। ভোগ্যবস্তুমাত্রকেই এইস্থলে স্বধা অর্থাৎ অন্ন বলা হইয়াছে। 'অষাঢ়ায়'—কেনাপ্যনভিভূতায়। যিনি কাহারও দ্বারা অভিভূত—পরাজিত হন না অর্থাৎ সর্ব্বথা অপরাজেয়। 'সহমানায়'—শত্রূণামভিভবিত্রে। যিনি সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন। 'বেধসে'—বিধাত্রে। অর্থাৎ যিনি জগতের বিধাতা—পরমেশ্বর। 'তিগ্মায়ুধায়' তীক্ষ্ণাস্ত্রায়—যাঁহার অস্ত্র অতি তীক্ষ্ণ, পাশুপতাদি অতি তীব্র অস্ত্র যাঁহার আছে। এবম্ভূত রুদ্রের জন্য হে স্তোতৃবৃন্দ তোমরা এই স্তুতিসমূহ পাঠ কর। অর্থাৎ ভগবান্ রুদ্র 'শৃণোতু নঃ' আমাদের এই স্তুতিসমূহ শ্রবণ করুন।১॥

এই ঋক্-মন্ত্রে রুদ্রকে দেব এবং বেধা বলা হইয়াছে। রুদ্রের হস্তে মহাধনু ও তাঁহার ধনুর্মুক্ত শর অতি ক্ষিপ্রগামী। তাঁহার অস্ত্র অতি তীব্র। তিনি অপরাজেয় এবং সকলের অভিভবিতা। এই পঞ্চম অষ্টকের ঋক্-মন্ত্রে ভগবান্ রুদ্রের যাদৃশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে শুক্লযজুঃ সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়েও তাদৃশই বর্ণিত হইয়াছে। যজুঃসংহিতার এই অধ্যায়েও ভগবান্ রুদ্রের বিশাল ধনু, তীব্র শর ও তাঁহার ক্রোধ বর্ণিত হইয়াছে এবং রুদ্রই জগতের রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সকলের পরাজয়কারী, স্বয়ং অপরাজেয় স্বরূপের কথা মহাভারতে বনপর্ব্বের কৈরাতপর্বে ৩৮ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্জ্জুন রুদ্রের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া জগতে অজেয় হইয়াছিলেন। মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে ও সৌপ্তিকপর্ব্বে ভগবান্ রুদ্রের প্রসাদে যুদ্ধে বিজয় লাভের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়াছে। যে ভগবান্ রুদ্রের মহিমা ঋক্-মন্ত্রে, যজুর্মন্ত্রে ও মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে সেই রুদ্রের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অসদালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদেরই আন্তরস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ রুদ্রের তাহাতে কোনও অপকর্ষ হয় নাই।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥

ঋক্ সং ২।১।২৪
তৈ. ব্র. ২।৪।৬

(গঙ্গাজল মহিমা)

'নরো যত্র দেবয়বোমদন্তি' নৃশব্দ প্রথমার বহুবচনে 'নরঃ'—মানুষেরা অথবা যজমানেরা 'দেবয়বো'—দেবান্ ইচ্ছন্তঃ দেবতাদের সান্নিধ্য ইচ্ছা করিয়া অথবা দেবত্ব লাভে ইচ্ছা করিয়া 'যত্র'—যাহাতে—যে ভাগীরথী জলে 'মদন্তি, হৃষ্যন্তি—আনন্দিত হইয়া থাকে। 'অস্য প্রিয়ম্' এই বিষ্ণুর প্রীতিকর 'তৎ পাথঃ' ভাগীরথার জল 'অভ্যস্যাস্'—অভিতো ব্যাপ্তবান্ সমস্ত জলকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। 'উরুক্রমস্য বিষ্ণোঃ' বিস্তীর্ণ পাদস্য বিষ্ণোঃ—বিস্তীর্ণচরণ বিষ্ণুর 'পরমে পদে' বিষ্ণুর তৃতীয় চরণে—বিষ্ণুর যে চরণ নাভি হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ—সেই পরম পদে 'বন্ধুঃ'—সম্বদ্ধঃ—ভাগীরথীর জল প্রবাহ বিষ্ণুর তৃতীয় চরণে সম্বদ্ধ আছে। 'মধ্ব উৎসঃ' —মধুর উৎস অর্থাৎ ভাগীরথী জলপ্রবাহ 'ইত্থা' 'এবংবিধঃ' এইপ্রকার। মন্ত্রে 'হি' শব্দ সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধিদ্যোতক। অভিপ্রায় এই যে উরুক্রম বিষ্ণুর পরম পদের অর্থাৎ তৃতীয় চরণের সহিত সম্বদ্ধ মধুর উৎস অর্থাৎ ভাগীরথী প্রবাহ—সেই প্রবাহ অর্থাৎ গঙ্গার জল বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়। এই গঙ্গাজলদ্বারা সমস্ত জল বা সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দেব সান্নিধ্য লাভের জন্য অথবা দেবত্ব লাভের জন্য মানুষেরা অথবা যজমানেরা ভাগীরথী জলে অবগাহন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই ঋক্-মন্ত্র দ্বারা গঙ্গাজলের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ঋক্-মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও আম্নাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য প্রদর্শিত-রূপ ব্যাখ্যাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের যে স্থলে মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে সেই স্থানের নির্দ্দেশ মন্ত্রের সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে।

ঋত্বিক্‌গণ দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টি কর্ম্মে যখন যাজ্যা ও অনুবাক্যা পাঠ করেন তখন লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করিলে তন্নিমিত্ত পাপশান্তির জন্য এই ঋক্-মন্ত্রটির পাঠের ব্যবস্থা আছে—যাজ্যানুবাক্যয়োর্মধ্যে লৌকিকভাষণে

"অতো দেবাঃ" ইত্যেষা জপ্যা। সূত্রিতং হি "আপস্তাতো দেবা অবন্তু ন ইতি জপেৎ—(১৯৬ পৃ. প্রথম অষ্টক) আমাদের দেশে পুরাণ ইতিহাসাদি পাঠে অপশব্দ প্রয়োগ করিলে পাঠক এই মন্ত্রটীর পরবর্ত্তী মন্ত্র "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" এই ঋক্-মন্ত্রটি পাঠ করিয়া থাকেন।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥ ঋক্ সং ১।২।৭।১৬

ভাষ্যভাবার্থ—'বিষ্ণুঃ' পরমেশ্বর 'সপ্তধামভিঃ' গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দোরূপ সাধনদ্বারা 'যতঃ' যে ভূমি প্রদেশ হইতে 'বিচক্রমে বিবিধরূপে পাদক্রমণ করিয়াছিলেন 'অতঃ' এই পৃথিবী প্রদেশ হইত 'নঃ' আমাদিগকে 'দেবাঃ' দেবতারা 'অবন্তু' রক্ষা করুন। অর্থাৎ ভূলোকে বর্ত্তমান মনুষ্যগণের পাপ নিবারণ করিয়া রক্ষা করুন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হইয়াছে "বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমান্ লোকান্ অনপজয্যমভ্যজয়ন্ ইতি (তৈসং ৫।২।১)। বিষ্ণুপ্রধান দেববর্গ ছন্দঃসমূহদ্বারা এই সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন। এই লোকজয় অতি দুঃখসাধ্য। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমাবতারে পাদত্রয়ক্রমণ দ্বারা বিষ্ণু পৃথিবী দেশ হইতে অন্তরিক্ষ লোক ও দ্যুলোক—এই লোকত্রয়ের রক্ষা করিয়াছিলেন বর্ণিত হইয়াছে।—রক্ষণং নাম ভূলোকে বর্ত্তমানানাং পাপনিবারণম্ (মাধবীয়ভাষ্য)—পৃথিবীলোকবাসী মনুষ্যগণের পাপ নিবারণই মনুষ্যগণের রক্ষণ। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমাবতার কথা রামায়ণে বালকাণ্ডে ২৯তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বামনাবতার বিষ্ণুর আশ্রমই সিদ্ধাশ্রম। এই আশ্রমেই বিশ্বামিত্র তপস্যা করিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্ণ এই আশ্রমেই মারীচ সুবাহু প্রভৃতি নিশাচরগণের শাসন করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমাবতার কথাতে রামায়ণে বলা হইয়াছে—উদকে স্পৃষ্টমাত্রেতু বিশ্বরূপধরোহরিঃ। তত্রস্থ এব ববৃধে যেন পূর্ণং জগৎত্রয়ম্॥ ত্রীন্ ক্রমানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্যচ মানদঃ। আক্রম্য লোকান্ লোকাত্মা সর্ব্বলোকহিতে রতঃ॥ ২৯।৩৪।৩৫ শ্লো রামায়ণ পারায়ণাবসানে এই শ্লোকটি পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে—ত্রীন্ বিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ। যদাসীন্মঙ্গলংরাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥ ইতিহাস পুরাণাদিতে যে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূল এই ঋক্-মন্ত্রগুলি।

পূর্ব্বমন্ত্রের পরবর্ত্তী আর একটি ঋক্-মন্ত্রেও বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমাবতার কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা পরমেশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না তাঁহারাও এই মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে লাভবান্ হইবেন।

'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদম্।
সমূঢ়(ল্হ)মস্য পাংসুরে। ঋক্ সং ১।২।৭।১৭

ভাষ্যভাবার্থ—ত্রিবিক্রমাবতারধারী বিষ্ণু 'ইদং' প্রতীয়মান সমস্ত জগৎকে উদ্দেশ করিয়া 'বিচক্রমে' বিশেষ ভাবে পাদক্রমণ করিয়াছিলেন। 'ত্রেধানিদধে পদম্' তিন বার বা তিন প্রকারে বিষ্ণু স্বীয় পাদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুর 'পাংসুরে' ধূলিযুক্তপাদস্থানে 'সমূঢ়ং' এই সমস্ত জগৎ অন্তর্ভূর্ত হইয়াছিল।

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥ ঋক্ সং ১।২।৭।১৮

ভাষ্যভাবার্থ—'অদাভ্যঃ' সর্ব্বলোকের অপ্রধর্ষণীয়—যাঁহাকে কেহ প্রধর্ষিত করিতে পারেনা তিনিই অদাভ্য। 'গোপাঃ' সমস্তজগতের রক্ষক বিষ্ণুঃ 'ত্রীণি পদাবিচক্রমে' পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে তিন পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিজন্য পদক্ষেপ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন 'ধর্ম্মাণি ধারয়ন্' অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম ধারণ করিবার জন্য। মন্ত্রে 'অতঃ' শব্দের অর্থ 'এতেষু' অর্থাৎ পৃথিব্যাদিস্থানত্রয়ে।

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ঋক্ সং ১।২।৭।১৯

ভাষ্যভাবার্থ—হে ঋত্বিক্গণ তোমরা বিষ্ণুর পালনাদি কর্ম্ম দেখ। বিষ্ণুর যে কর্ম সমূহদ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ যজমান অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর অনুগ্রহেই যজমানেরা অগ্নিহোত্রাদিকর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাদৃশ বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুকূল সখা। বিষ্ণুর ইন্দ্রানুকূল্য তৈত্তিরীয়-সংহিতাতেও ২।৪।১২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ঋক্ সং ১।২।৭।২০

ভাষ্যভাবার্থ—'সূরয়ঃ' বিদ্বান্‌গণ অথবা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা 'বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বিষ্ণুর পরমপদ স্বর্গ অথবা ব্রহ্মস্বরূপ, 'সদা পশ্যন্তি' সর্ব্বদা দর্শন করেন। অথবা তাঁহাদের আত্মরূপে সদা ভাসমান থাকে। 'দিবীব চক্ষুরাততম্' দিবি আকাশে আতত সর্ব্বতো বিপ্রসৃত চক্ষুরমত। যেমন আকাশে চক্ষুর নিরোধক নাই বলিয়া চক্ষু নির্বাধে আকাশস্থ বস্তুকে দর্শন করিয়া থাকে সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর পরমপদ স্বর্গ সর্ব্বদা দর্শন করেন। এই মন্ত্রটি ব্রহ্মাত্মতা প্রদর্শনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। জীবমাত্রই আত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করে অর্থাৎ আত্মা জীবের নিকট সর্বদা ভাসমান যেহেতু নিত্য আত্মা স্বপ্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ আত্মাই উপাধি রহিত হইয়া ব্রহ্মরূপে ব্যবস্থিত আছেন। আর ইহাই সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই মন্ত্রের অধিদেব পক্ষে ও অধ্যাত্মপক্ষে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। অধিদেব পক্ষে যাহা স্বর্গ অধ্যাত্ম পক্ষে তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ। "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নম্" এই স্বর্গ লক্ষণ ব্রহ্মেও সঙ্গত হইয়া থাকে। এই বিষ্ণুর পরমপদের বিবরণরূপে পরবর্ত্তী মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে।

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥ ঋক্ সং ১।২।৭।২১

ভাষ্যভাবার্থ—পূর্ব্বোক্ত 'বিষ্ণোর্যৎপরম্ পদম্' পূর্ব্বমন্ত্রে বিষ্ণুর যে পরম পদের কথা বলা হইয়াছে সেই পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ 'বিপ্রাসো' ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'সমিন্ধতে' সম্যগভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা দীপিত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন। কীদৃশ ব্রহ্মবিদ্‌গণ প্রকাশিত করেন? 'বিপন্যবঃ' 'জাগৃবাংসঃ' বিশেষভাবে যাঁহারা ব্যাখ্যাকুশল ও বৈদিক শব্দের ও অর্থের প্রমাদরাহিত্যে যাঁহারা জাগরূক। এইমন্ত্র দ্বারাও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই মন্ত্রের অধিদেব পক্ষে ব্যাখ্যা 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে প্রদর্শন করা হইয়াছে। আমরা প্রস্তাবনাতে বলিয়াছি সমস্ত ঋক্-মন্ত্রই অধ্যাত্ম অর্থেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আর অধ্যাত্ম অর্থই মন্ত্রের ফল স্থানীয়। অধিযজ্ঞ ও অধিদৈবত পুষ্পস্থানীয়।

ঋক্‌সংহিতার ২।৫।১০ বর্গে আগ্নেয় সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এইসূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। এই সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি ভগবান্ অগস্ত্য। এই মন্ত্রগুলির

ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ। "অগ্নেনয় সুপথা" এইমন্ত্রটি সূক্তের প্রথম মন্ত্র। এই মন্ত্রটি ঈশাবাস্যোপনিষদে শুক্লযজুঃ সংহিতায়ও আম্নাত হইয়াছে। ঈশাবাস্যোপনিষদে এই মন্ত্রটি আম্নাত হইলেও ঋক্‌সংহিতায়ও এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। ঋগ্‌বিধান গ্রন্থে শৌনক এই সূক্তটির প্রদর্শিতরূপ বিনিয়োগ বলিয়াছেন "উৎপথপ্রতিপন্নো যো ভ্রষ্টোবাপি পথঃ ক্বচিৎ। পন্থানংপ্রতিপদ্যেত কৃত্বা বা কর্ম্ম গর্হিতম্ ॥১॥ অগ্নেনয়েতি সূক্তেন প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্। জপেচ্চ প্রযতো নিত্যম্ উপতিষ্ঠেত বাহনলম্ ॥২॥ ইহার অভিপ্রায় উৎপথ প্রতিপন্ন পুরুষ স্বীয় দুষ্কর্ম্ম বশতঃ অভীষ্ট পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে এই সূক্তদ্বারা হোম করিয়া আবার সৎপথে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ গর্হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য পাতক হইতেও বিমুক্ত হইবে। প্রত্যেকটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে এবং প্রযত হইয়া এই সূক্ত জপ করিবে এবং অগ্নির আরাধনা করিবে।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযো ধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥

ঋক্ সং ২।৫।১০। বর্গ

ভাষ্যভাবার্থ—ভগবান্ যাস্ক অগ্নিশব্দের নানা অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন—অগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, অঙ্গংনয়তি সন্নমমানঃ। অক্লোপনো ভবতি ইতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্লোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ—ইত্যাদি। আত্মবিৎপক্ষে সমস্ত নামই আত্মার্থক বুঝিতে হইবে। সর্বাবস্থ আত্মাকে সমস্ত অভিধান ব্যুৎপত্তিতে নির্ব্বচন করিয়া যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্বাত্মরূপ আত্মার সর্ব্বাবস্থ বিভূতির তাদ্ভাব্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমস্তপদের ব্যুৎপত্তির ইহাই প্রয়োজন। এইজন্যই বলা হইয়াছে "শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"। এই রীতি অনুসারে অগ্নিশব্দও অগ্নিভাবাপন্ন আত্মারই প্রতিপাদক। আত্মার প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দ বিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রে অগ্নির নিকটে অর্থাৎ অগ্নিভাবাপন্ন আত্মার নিকটে প্রার্থনা করা হইতেছে—'হে অগ্নে' যিনি সমস্ত বস্তুকে স্বীয় অঙ্গে বিলীন করেন 'হে দেব' দ্যোতনস্বভাব! স্বপ্রকাশ স্বরূপ। 'বিশ্বানি বয়ুনানি' সমস্তজীব

গণের প্রজ্ঞার 'বিদ্বান্' অভিজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নে তুমি সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তুমি 'অস্মান্ সুপথা' আমাদিগকে শোভন মার্গে অর্থাৎ আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় স্বর্গাদি গমনের পথে 'নয়' প্রেরিত কর। 'জুহুরাণ মেনো যুযোধি' অতএব তুমি আমাদের কল্যাণ মার্গে গমনের প্রতিবন্ধক 'জুহুরাণং' কুটিলকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য 'এনঃ' পাপকে 'অস্মৎ যুযোধিং' আমাদিগের হইতে পৃথক্ কর। "ভুয়িষ্ঠাংতে নমউক্তিং বিধেম'—'তে' তোমার 'ভুয়িষ্ঠাম্'অত্যধিক ভাবে 'নম উক্তিম্' নমস্কারোক্তি 'বিধেম' করিতেছি। ইহাই এই মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ। জ্যোতিষ্টোমে প্রাতরনুবাকাদিতে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন কর্ম্মকাণ্ডে বিনিযুক্ত মন্ত্রগুলি নিঃসার তাঁহারা এই মন্ত্রটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবেন। লৌকিক জড় অগ্নিমাত্রের প্রতিলক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে না। জড় অগ্নি অচেতন বলিয়া কখনও তাহা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না এবং জনগণকে উৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথেও পরিচালিত করিতে পারে না। অথচ মন্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নির নিকটে এই প্রার্থনাই করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে "ভুয়িষ্ঠাংতে নম উক্তিংবিধেম"—জড়বস্তুর নিকটে নমস্কারোক্তিও বৃথা। অথচ এস্থলে তাহা করা হইয়াছে। অগ্নি চেতন, সর্ব্বজ্ঞ, মহাপ্রভাব সম্পন্ন, ও জনগণের পরমকল্যাণপ্রদ। ভগবানেরও ইহাই স্বরূপ। যাহাদিগকে আমরা অচেতন মনে করি তাহারা অচেতন ত নহেই বা প্রত্যুত তাহারা চেতন ভগবদ্‌বিভূতি মহা-ঐশ্বর্য্যশালী স্বাত্মস্বরূপ। একই আত্মা সর্ব্বাত্মক ; আত্মা ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন নহে। অজ্ঞান ও পাপ প্রভাবে আমাদের আত্মাতে ক্ষুদ্রত্ববুদ্ধি ও বাহ্যবস্তুতে জড় বুদ্ধি হইয়াছে। বেদমন্ত্রের আলোচনায় তাহা নিবারিত হইতে পারে মনে করিয়াই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

রুদ্রসূক্ত

নয়টি ঋক্-মন্ত্র লইয়া 'কদ্ রুদ্রায়' এই সূক্তটি আম্নাত হইয়াছে। এই সূক্তের দেবতা ভগবান্ রুদ্র। ঘোরপুত্র কণ্ব এই সূক্তের ঋষি। এই সূক্তের প্রথম আটটি মন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ শেষ মন্ত্রের অনষ্টুপ্ ছন্দঃ। সমস্ত রুদ্রযজ্ঞে দিগ্‌দেবতাগণের উপস্থানে এই সূক্তটি বিনিযুক্ত হইয়াছে।

সূক্তের প্রথম মন্ত্র।

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ু(ল্হ)ষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংতমং হৃদে ॥

ঋক্ সং ১।৩।২৬।১

ভাষ্যভাবার্থ—'কদ্—কদা' কবে আমরা 'রুদ্রায়' রুদ্রদেবতার 'শন্তমং' অতিশয় সুখকর স্তোত্র, 'বোচেম' পাঠ করিব। কীদৃশ রুদ্রের স্তোত্র? 'প্রচেতসে' যিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন আর যিনি 'মীঢ়ুষ্টমায়' ভক্তজনের অভীষ্ট-কামের প্রদাতা 'তব্যসে' যিনি অতিশয় প্রবৃদ্ধ অতি মহৎ; 'হৃদে' যিনি আমাদের সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। রুদ্র দেবতার মহিমা প্রতিপাদক এই মন্ত্রটি হইতে কি ভগবান্ রুদ্রকে অনার্য্য দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে? ভগবান্ সমস্ত প্রাণি হৃদয়ে বিদ্যমান। ইহা বেদবাসিত হৃদয় ভারতবাসী ভিন্ন পৃথিবীর কোনও সম্প্রদায়ই জানিতে অথবা কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় নাই। বেদ মন্ত্র যাঁহাকে সমস্ত প্রাণি হৃদয়ে বিরাজমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনি অনার্য এইরূপ উক্তি—অপপ্রচারপ্রয়াসী অনার্য্যগণ করিতে পারেন। ইহা আর্য রীতিই নহে। অন্যের মিথ্যা কুৎসা রটনা করা আর্য জাতির স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু অনার্য জাতির ইহাই মজ্জাগত স্বভাব। ইহা ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। ম্লেচ্ছ শাসিত ভারতবাসীও নির্ব্বিচার বুদ্ধিতে এই অপপ্রচারই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু নাই। ভগবৎ নামকীর্ত্তনে ভগবৎস্তোত্র পাঠে ভক্তের আকুল আকাঙ্ক্ষাও এই মন্ত্রের প্রথম ভাগেই পরিস্ফুট হইয়াছে। আজও যে ভগবন্নামোচ্চারণে ভক্ত ভারতবাসীর আকুল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তাহা শাশ্বত বেদ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই মন্ত্রই তাহার নিদর্শন।

সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র

যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায়

রুদ্রিয়ম্ ॥ ঋক্ সং ১।৩।২৬।২

ভাষ্যভাবার্থ—'অদিতিঃ' এই ভূমি 'নো' আমাদের 'রুদ্রিয়ম্' রুদ্র সম্বন্ধি ভেষজ—ঔষধ 'যথা' যে প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহা এই ভূমি সম্পাদন করুন।

আরও কথা 'যথা' যে প্রকারে 'পশ্বে' আমাদের অশ্ব মহিষাদি পশু সমূহের জন্য 'নৃভ্যো' আমাদের মনুষ্যগণের জন্য বিশেষতঃ 'গবে' গোজাতির হিতকর রুদ্রিয় ভেষজ সিদ্ধ হয় সেইরূপ এই ভূমি করুন। আরও কথা 'তোকায়' আমাদের সন্তানগণের জন্য রুদ্রিয় ভেষজ যেরূপে সিদ্ধ হয় তাহা করুন। ভেষজ মাত্রই যে রুদ্র সম্বন্ধি তাহা তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও আম্নাত হইয়াছে। "যা তে রুদ্র শিবাতনূঃ শিবা বিশ্বাহভেষজী। শিবা রুদ্রস্য ভেষজী॥" তৈ. সং ৪।৫।১০। রুদ্রিয় ভেষজ যে গবাদি পশুর হিতকর তাহাও তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হইয়াছে—"ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথো অস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজম্॥ তৈত্তিরীয় সংহিতা—১।৮।৬। ভগবান্ রুদ্রের ভেষজ প্রদাতৃত্ব ভারতে চির প্রসিদ্ধ। বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে এখনও বহু দুরারোগ্য রোগী ভগবান্ রুদ্রের অনুগ্রহে ঔষধ লাভ করিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। যিনি ভবরোগের বৈদ্য তিনি যে সাধারণ রোগের বৈদ্য হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি?

এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্র

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজম্। তচ্ছংযোঃ
সুম্নমীমহে॥ ঋক্ সং—১।৩।২৬।৪

ভাষ্যভাবার্থ—'রুদ্রং' ভগবান্ রুদ্রকে 'ঈমহে' আমরা প্রার্থনা করি। যে রুদ্র 'গাথপতিং' স্তুতির পালক; গাথ শব্দের অর্থ স্তুতি। স্তোতৃগণের অভীষ্ট ফল প্রদান দ্বারা স্তুতির পালক। 'মেধপতিং' যে রুদ্র যজ্ঞের পালক। মেধ শব্দের অর্থ যজ্ঞ। যাজ্ঞিকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া রুদ্র যজ্ঞের পালক হইয়া থাকেন। 'জলাষ ভেষজম্' সুখরূপ ঔষধোপেত। জলাষ শব্দের অর্থ সুখ। অথবা জলাষ শব্দের অর্থ জল। যে রুদ্র জলরূপ ঔষধোপেত। জলই রুদ্রের প্রসিদ্ধ ঔষধ। আজও এক শ্রেণীর চিকিৎসক জলকেই পরমৌষধ বলিয়া থাকেন। ভাষ্যকার সায়ণ এই স্থলে বলিয়াছেন "উদকং হি রুদ্রনামাভিমন্ত্রিতং সদৌষধং ভবতি" রুদ্র নাম দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলই ঔষধ। 'তচ্ছংযোঃ সুম্নম্' বৃহস্পতির পুত্র শংযু; এই শংযুকে মহাভারতে কচ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই কচ শুক্রের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী লাভ করিয়াছিলেন; 'শংয়োঃ' বৃহস্পতির পুত্রের 'তৎ' সেই

প্রসিদ্ধ সমস্ত প্রজার হিতকর 'সুম্নম্' সুখ, মৃত্যুত্রাণরূপ সুখ আমরা রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করি। ভগবান্ রুদ্রের প্রসাদে আমরা যেন বৃহস্পতি-পুত্র শংযুর মৃতসঞ্জীবনী—যাহা সকল প্রজার কল্যাণপ্রদ—তাহা প্রাপ্ত হই। ইহা আমরা ভগবান্ রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করি। মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৭৭তম অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—দেবাউচুঃ॥ যত্ত্বয়াহস্মদ্ধিতং কর্ম্ম কৃতংবৈ পরমাদ্ভুতম্। ন তে যশঃ প্রণশিতা ভাগভাক্ চ ভবিষ্যসি॥ ॥ ২৩শ্লো॥ বৃহস্পতি পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনীতে সিদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট আগমন করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া কচকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের পরম হিতকর কর্ম্ম করিয়াছে, এই কার্য্য অতি অদ্ভুত অর্থাৎ অন্যের অসাধ্য। এই অদ্ভুত কার্য্যের সম্পাদন করায় তোমার এই যশের কখনও বিনাশ হইবে না এবং তুমিও যজ্ঞভাগ গ্রাহী দেবতা হইলে। ইহার টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন 'অয়মেব কচো বেদে শংযু-শব্দেন উচ্যতে'। শংযুও যজ্ঞের ভাগগ্রাহী দেবতা হইয়াছিলেন। কচের মৃতসঞ্জীবনও ভগবান্ রুদ্রেরই আয়ত্ত ইহাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। এইজন্যই রুদ্র বৈদ্যনাথ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মৃত্যু হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া ইনিই তারকেশ্বর।

ঋক্-সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টকে ভগবান্ গৃৎসমদ ঋষিদৃষ্ট একটি রুদ্র-সূক্ত আছে। এই সূক্তে পঞ্চদশটি ঋক্-মন্ত্র আছে। তাহার চতুর্থ মন্ত্রটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। এই মন্ত্রে ভগবান্ রুদ্রকে ভিষকৃতম বলা হইয়াছে—

মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মাদুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।
উন্নোবীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি॥

ঋক্ সং ২।৭।১৬।৪

ভাষ্যভাবার্থ—হে 'রুদ্র ত্বা' তোমাকে 'নমোভিঃ মা চুক্রুধাম' অযথা ক্রিয়মাণ নমস্কার দ্বারা আমরা যেন তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। হে 'বৃষভ' কাম্য-বর্ষণকারিন্। 'দুষ্টুতীমা চুক্রুধাম' অশোভন স্তুতি দ্বারা আমরা যেন তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। 'সহূতী মা চুক্রুধাম' অসদৃশ দেবতাগণের সহিত তোমাকে আহ্বান করিয়া আমরা যেন তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। শ্রেষ্ঠজন নিজের অপেক্ষা হীন জনের সহিত আহ্বান করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন।

আমরা যেন তোমার সেইরূপ আহ্বান করিয়া তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। 'নঃ বীরান্ ভেষজেভিঃ উৎ অর্পয়' হে রুদ্র! তুমি আমাদের পুত্রগণকে তোমার ভেষজদ্বারা উৎ উৎকৃষ্টভাবে 'অর্পয়' সংযুক্ত কর। তোমার শ্রেষ্ঠ ঔষধ দ্বারা আমাদের পুত্রগণকে সংযুক্ত কর। হে রুদ্র! 'ত্বা' তোমাকে 'ভিষজাং ভিষক্তমম্ শৃণোমি' চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞগণের মধ্যে ভিষক্তম— অতিশয়িত ভৈষজ্যকর্ত্তা বলিয়া শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়া থাকি। যজুঃসংহিতার রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রকে "প্রথমো দৈব্যো ভিষক্" বলা হইয়াছে—তৈ. সং ৪।৫।১ ; শুক্লযজুঃসংহিতা ১৬।৫"। রুদ্রের ভিষক্তমত্ব সমস্ত বেদে সুপ্রসিদ্ধ। ঋক্-সংহিতাতে 'শৃণোমি' শব্দ দ্বারা যজুঃ সংহিতার পরামর্শ করা হইয়াছে। যজুঃ-সংহিতা ঋক্-সংহিতার পরে রচিত হইয়াছে ইহা নিতান্ত অসমীচীন কথা।

ভগবান্ গৃৎসমদ দৃষ্ট সূক্তের দশম মন্ত্র এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছি।

অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বংনবা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি॥

ঋক্ সং ২।৭।১৮।১০

ভাষ্যভাবার্থ—হে রুদ্র 'অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি' তুমি সায়কসমূহের—অস্ত্র-সমূহের ধারণের যোগ্য বলিয়া সায়কসমূহ ধারণ করিয়াছ। পাশুপতাদি বিশ্বসংহারক অস্ত্রসমূহ রুদ্রই ধারণ করেন। এবং হে রুদ্র তুমি যোগ্য বলিয়াই 'ধন্ব' ধনু পিনাক নামক মহাধনু ধারণ করিয়াছ। এবং তুমি 'অর্হন্' যোগ্য বলিয়াই 'নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্'—হার নামক অলঙ্কারকে নিষ্ক বলে ; তুমি অতিপূজ্য ও বহুবিধরূপযুক্ত শ্রেষ্ঠ নিষ্ক ধারণ করিয়াছ। অতি মহামূল্য হার তোমার কণ্ঠে শোভা পায়। আর তুমি 'অর্হন্' যোগ্য বলিয়াই 'ইদং বিশ্বং অভ্বং দয়সে' অভ্বং শব্দের অর্থ বিশাল। এই অতি মহৎ বিশ্বকে তুমি দয়া করিয়া থাক অর্থাৎ রক্ষা করিয়া থাক। রক্ষণার্থক দেঙ্ ধাতু হইতে 'দয়সে' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নবা ওজীয়োরুদ্রত্বদস্তি' হে রুদ্র তোমা হইতে অন্য কিছুই ওজীয় অর্থাৎ ওজস্বিতর—বলবত্তর নাই। অতএব উক্ত ব্যাপার সমূহে তুমিই একমাত্র যোগ্য। মহার্হ হার ধারণ অনার্য্যের চিহ্ন হইতে পারে না। বিশ্বসংহারক অস্ত্রসমূহও অনার্য্যের থাকে না। মহাভারতে অর্জ্জুন রুদ্রের নিকট হইতেই পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন বর্ণিত হইয়াছে।

এই অস্ত্রের বীর্য্য অর্জ্জুন নিজেই বলিয়াছেন "হন্যামেকরথেনৈব বাসুদেব-সহায়বান্। সামরান্ অপি লোকান্ ত্রীন্ সর্ব্বংস্থাবরজঙ্গন্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ নিমেষাদিতি মে মতিঃ। যত্তদ্‌ঘোরং পশুপতিঃ প্রাদাদ স্ত্রংমহন্মন্। কৈরাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ তদিদং ময়ি বর্ত্ততে"॥ উদ্‌যোগপর্ব—১৯৬ অধ্যায় ১০।১১।১২ শ্লো.। ভারতের একজাতীয় লোক আছেন যাঁহারা শ্রমণ, অর্হন্ প্রভৃতি শব্দগু'লিকে বৌদ্ধ জৈন গণেরই উদ্‌ভাবিত বলিয়া মনে করেন। এই সমস্ত শব্দ যেখানেই থাকুক তাহা বুদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এই ঋক্-মন্ত্রে অর্হন্ শব্দ ভগবান্ রুদ্রে তিনবার প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রটিও কি বুদ্ধাবির্ভাবের পরে? বৌদ্ধগণই এই শব্দটি পাইলেন কোথায়? এইরূপ শ্রমণ শব্দ বৃহদারণ্যকে—"শ্রমণোঽশ্রমণঃ তাপসোঽতাপসঃ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে বৃহ. ৪।৩।২২। রামায়ণেও শ্রমণা শবরীর উপাখ্যান আছে। সাধু শব্দ মাত্রই অনাদি। তাহা কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব নহে।

বিষ্ণু-নাম কীর্ত্তন মহিমা

তমুস্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নামচিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥
ঋক্ সং ২।২।২৬।৩

ভাষ্যভাবার্থ—হে 'স্তোতারঃ' স্তোতৃবৃন্দ! 'তমু' তাহাকেই সেই বিষ্ণুকেই যে বিষ্ণু 'পূর্ব্যন্' পূর্ব্বার্হ অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ 'ঋতস্য গর্ভং' এস্থলে ঋত শব্দের অর্থ যজ্ঞ যে বিষ্ণু যজ্ঞের গর্ভভূত যিনি যজ্ঞরূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; শ্রুতিও যজ্ঞকেই বিষ্ণু বলিয়াছেন "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।২। এইরূপ বিষ্ণুকে 'যথাবিদ' যেরূপে তোমরা জান 'জনুষা পিপর্তন' জনুষা—জন্মনা জন্ম দ্বারা 'পিপর্তন' স্তোত্রাদি দ্বারা প্রীত কর। জন্মমাত্র দ্বারা কেহই স্তোত্রাদি দ্বারা বিষ্ণুর প্রিয় সম্পাদন করিতে পারে না। এজন্য সায়ণ এস্থলে বলিয়াছেন মহাপুরুষের বরলাভাদি দ্বারা জন্মমাত্র হইতেই কেহ বিষ্ণুর স্তুতিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাদৃশ পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র 'জনুষা' এইরূপ বলিয়াছেন। বিষ্ণুর যাদৃশ মাহাত্ম্য তুমি জানিয়াছ তাদৃশ স্তুতি কর। 'অস্য' এই মহানুভাব বিষ্ণুর 'নামচিৎ' সকলের নমনীয় অভিধান সার্ব্বাত্ম্যপ্রতিপাদক "বিষ্ণু" এই নাম জানিয়া—এই নামই পুরুষার্থপ্রদ ইহা জানিয়া 'আ-বিবক্তন-আ-সমন্তাৎ

সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে 'বিবক্তন' সংকীর্ত্তন কর। সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ এই "বিষ্ণু" নাম জানিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন কর। বিষ্ণুই সকলের স্বর্গাপবর্গ সাধনের জন্য যজ্ঞরূপে এবং যজ্ঞে অপেক্ষিত দ্রব্য—দেবতারূপে পরিণত হইয়াছেন জানিয়া তোমরা 'বিবক্তন' বিষ্ণু নাম সংকীর্ত্তন কর। ইদানীং মন্ত্রদ্রষ্টা বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বলিতেছেন হে ! বিষ্ণো ! সর্ব্বাত্মকদেব ! 'মহস্তে' অতি মহান্ তোমার 'সুমতিং ভজামহে' সুমতি—শোভাত্মিকা মতি 'আ-ভজামহে' আমরা—যজমানেরা ভজনা করি সেবা করি। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ভগবান্ দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমার পরিচয় অস্যবামীয় সূক্তের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূক্তে পাঁচটি মন্ত্র আছে—জগতী ছন্দঃ উক্থ্য-সোম যাগের তৃতীয় সবনে অচ্ছাবাক শস্ত্রে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়াছে। বিদ্ ধাতু লট্ মধ্যম পুরুষ থ হইয়া 'বিদ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ইহার অর্থ 'জানীথ'।

ভগবান্ ইন্দ্রের যুগপৎ নানা শরীর গ্রহণ

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা॥ ৩।৩।২০।৮

ভাষ্যভাবার্থ—মঘবা ইন্দ্র 'রূপং রূপং' যে যে রূপ কামনা করেন সেই সেই রূপ 'বোভবীতি' ইন্দ্র তত্তদ্রূপাত্মক হইয়া থাকেন। বহুরূপ হওয়ার কারণ 'মায়াঃ কৃণ্বানঃ' অনেক-রূপ-গ্রহণ-সামর্থ্যোপেত মায়াসমূহ করিয়া অর্থাৎ মায়া দ্বারা 'স্বাং তন্বং স্বকীয় শরীরকে 'পরি' পরিবর্ত্তিত করেন। মায়া দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা করেন তাহাই ধারণ করেন। ঋক্ সংহিতার ৪।৭।৩৩ বর্গেও 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ' এই মন্ত্রে মায়াবশতঃ ইন্দ্র বহুরূপ ধারণ করেন বলা হইয়াছে। 'যৎ স্বৈর্মন্ত্রৈঃ' যেহেতু স্বকীয় স্তুতিরূপ মন্ত্রসমূহ দ্বারা আহূত হইয়া 'অনৃতুপা' অকালে বা অসময়ে সোম পান করেন। 'ঋতাবা' সত্যবান্ তাদৃশ ইন্দ্র 'দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ' মন্ত্র দ্বারা আহূত ইন্দ্র 'দিবঃ' স্বর্গলোক হইতে 'পরিমুহূর্ত্তং' একই মুহূর্ত্তে অর্থাৎ একই সময়ে নানা দেশবর্ত্তী যজ্ঞসমূহে তাহাতেও 'ত্রিঃ' সোমযাগের তিন সবনে 'আগাৎ আগমন করিয়া থাকেন। নানাদেশবর্ত্তী যাগসমূহে মন্ত্র দ্বারা আহূত হইয়া ইন্দ্র একই সময় মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া থাকেন ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে দেবতাধিকরণে "বিরোধঃ কর্ম্মণীতি

চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ—(ব্র. সূ. ১।৩।২৭) সূত্রে মীমাংসক মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শন করিয়া তাহার নিরাস করা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শনকালে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে "বহুষু যাগেষু যুগপৎ একস্য ইন্দ্রস্য স্বরূপসন্নিধানতানুপপত্তেঃ"। নানাদেশবর্ত্তী বহু যাগে একই ইন্দ্র যুগপৎ সন্নিহিত হইতে পারেন না—এই মীমাংসকগণের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সূত্রকার বাদরায়ণ বলিয়াছেন "ন অনেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" একটি দেবতারও যুগপৎ অনেক শরীর প্রতিপত্তি সম্ভাবিত যেহেতু "দর্শনাৎ" শাস্ত্রে দেবতার যুগপৎ অনেক শরীর প্রতিপত্তির কথা জানা যায়। সূত্রকারের এই উক্তির সমর্থক প্রদর্শিত "রূপংরূপং মঘবা" এই ঋক্-মন্ত্র বুঝিতে হইবে। যদিও ভাষ্যকার এই মন্ত্রটি এইস্থলে উদ্ধৃত করেন নাই তথাপি এই মন্ত্রটি এইস্থলে উদ্ধরণযোগ্য। এই মন্ত্রটি সাক্ষাদ্ভাবে দেবতার শরীর প্রতিপাদক। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রেই বিগ্রহবতী দেবতার উল্লেখ আছে। এই ঋক্-মন্ত্রটিই তাহার প্রমাণ।

মন্ত্রে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা

তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ন্ত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্॥

ঋক্ সং ৩।৮।১৬।৩

ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের টীকা শিবার্কমণিদীপিকাতে অপ্যয় দীক্ষিত পাশুপতাধিকরণে এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে এই মন্ত্রটি শিব-লিঙ্গার্চন প্রকাশক। অপ্যয় দীক্ষিত এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে "হে রুদ্র! তোমার 'জনিম' জননেন্দ্রিয় অর্থাৎ লিঙ্গ যাহা চারুচিত্র শোভন চিত্রযুক্ত—নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ নানা চিত্রযুক্ত। কোনটি উমা মহেশ্বর, কোনটি নীলকণ্ঠ—হেরুদ্র তোমার এই চারু চিত্র লিঙ্গ 'মরুতো' দেবতারা 'তবশ্রিয়ে' তোমার শোভাবৃদ্ধির জন্য 'মর্জয়ন্ত' পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা মার্জ্জন করিয়া থাকেন। শ্রীকরভাষ্যেও পাশুপতাধিকরণে এই মন্ত্রটিই শিবলিঙ্গার্চনের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকরভাষ্যে আরও বলা হইয়াছে যে তৈত্তিরীয়া-কারণ্যকে—'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায়বৈনমঃ—(বিশ্বরূপং নমো নমঃ এইরূপ পাঠও আছে)

এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৭ অধিকরণই পাশুপতাধিকরণ। এই অধিকরণে শ্রীকরভাষ্যে 'তব শ্রিয়ে' এই মন্ত্রের অনুরূপ বহু পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া এই মন্ত্র যে শিবলিঙ্গ প্রতিপাদক তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই অধিকরণের শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও টীকা এবং শ্রীকরভাষ্য আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে আরও বহু কথা জানা যাইবে। কিন্তু সায়ণ-ভাষ্যে এই মন্ত্র শিবলিঙ্গ প্রতিপাকরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

যজ্ঞাত্মকাগ্নির মহিমা

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাবিবেশ ॥

ঋক্ সং ৩।৮।১০।৩

এই যজ্ঞাত্মক অগ্নির 'চত্বারিশৃঙ্গা' চারিটি বেদ ইঁহার শৃঙ্গস্থানীয়। 'ত্রয়ো অস্য পাদাঃ' প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন, ও তৃতীয় সবন—এই সবনত্রয় ইহার পাদত্রয়। 'দ্বেশীর্ষে' দর্শপূর্ণমাসেষ্টির আদি ও অন্ত্য ইষ্টিদ্বয় প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় যজ্ঞদেবতার শীর্ষদ্বয় স্থানীয়। অথবা ইষ্টিকর্ম্মে ব্রহ্মৌদন ও সোমে প্রবর্গ্য এই দুইটি কর্ম্ম শীর্ষদ্বয়। 'সপ্তহস্তাসোঅস্য' গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দঃ যজ্ঞ দেবতার সপ্তহস্তস্থানীয়। 'ত্রিধাবদ্ধো' মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও কল্প প্রদর্শিত প্রকারত্রয়ে আবদ্ধ। 'বৃষভো রোরবীতি' ফলের বর্ষণকারী বৃষভরূপ যজ্ঞ 'রোববীতি' অতিশয় শব্দায়মান হইয়া থাকেন। ঋক্-যজুঃ-সাম মন্ত্রসমূহ যাহা শস্ত্র-স্তোত্রাদিরূপ হোতা উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ উচ্চারণ করেন তদ্দ্বারা যজ্ঞ অতিশয়িত শব্দায়মান হইয়া থাকেন। 'মহো দেবো মর্ত্ত্যাবিবেশ' এই যজ্ঞাত্মক মহান্ দেব মর্ত্যগণের মধ্যে মনুষ্যদেহে যজমান শরীরে আবিষ্ট হইয়াছেন। যজ্ঞ যজমান নিষ্পাদ্য বলিয়া যজমানে প্রবেশ করিয়াছেন—এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগ মন্ত্রে করা হইয়াছে। ভগবান্ যাস্কও নিরুক্ত পরিশিষ্টে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নিরুক্ত ১৩।৯।) যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান পরে কল্পিত হইয়াছে বলেন তাঁহারা এই মন্ত্রের প্রদর্শিত অর্থের কি সঙ্গতি করিবেন ? শাব্দিকগণ শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদকরূপেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রটি জৈমিনীয় সূত্রে 'অভিধানে অর্থবাদঃ ১।২।৩৮' সূত্রের ভাষ্যে ও

বার্তিকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বার্তিককার ভট্টপাদ আদিত্যস্তুতিরূপেই মন্ত্রের অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দিবসের চারিটি যাম (প্রহর) চারিটি শৃঙ্গ। শীত উষ্ণ ও বর্ষা এই ঋতুত্রয় ইঁহার পাদত্রয় স্থানীয়। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ইঁহার দুইটি শীর্ষস্থানীয়। 'সপ্তহস্তাসঃ' বাক্যদ্বারা সূর্যের প্রসিদ্ধ সপ্ত অশ্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন এই সবনত্রয় দ্বারা ত্রিধাবদ্ধ এই আদিত্য বৃষভ অর্থাৎ বর্ষণের হেতু বলিয়া বৃষভ, রোরবীতি পদদ্বারা—মেঘের গর্জ্জন দ্বারা আদিত্যই রোরবীতি অর্থাৎ অতিশয় শব্দায়মান। এই আদিত্য সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বলিয়া মহান্ দেব; আদিত্যের উদয়ে মর্ত্যবাসিগণের হৃদয়ে উৎসাহ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইনি সর্ব্বপুরুষ-হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট; এজন্য মন্ত্রে 'মর্ত্ত্যাবিবেশ' বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রটি মহাভাষ্যে পস্‌পশাহ্নিকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চত্বারি শৃঙ্গাণি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ॥ ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃ কালা ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাঃ॥ দ্বেশীর্ষে। দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্যশ্চ॥ সপ্ত হস্তাসো অস্য। সপ্তবিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধঃ ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি॥ বৃষভো বর্ষণাৎ। রোরবীতি শব্দং করোতি॥ কুত এতদ্? রৌতিঃ শব্দকর্মা॥ মহোদেবো মর্ত্ত্যাবিবেশতি। মহান্ দেবঃ শব্দঃ। মর্ত্যা মরণধর্মাণো মনুষ্যাস্তানাবিবেশ। মহতা দেবেন নঃ সাম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ ৪০।৪১ পৃঃ।

ইন্দ্রের পরমেশ্বরত্ব

ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্য্যমুষসং সুদংসাঃ॥

ঋক্ সং ৩।২।১০।৮

ভাষ্যভাবার্থ—'বিশ্বে দেবাঃ' সমস্ত দেবতারা 'ইন্দ্রস্য কর্ম্ম' ইন্দ্রের কর্ম্মসমূহ 'সুকৃতা পুরূণি' সুকৃত সুষ্ঠুকৃত সুষ্ঠুনির্ম্মিত পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ এবং 'পুরূণি ব্রতানি' বহুসংখ্যক যজ্ঞাদি ব্রত যাহা ইন্দ্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা 'ন মিনন্তি' দেবতারা হিংসা করিতে অর্থাৎ বিনাশ করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার আদরই করিয়া থাকেন। আরও কথা 'দাধার যঃ পৃথিবীম্' যে ইন্দ্র পৃথিবী ভূলোক 'দ্যামুতেমাম্' দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোক—এই

তিন লোককে 'দাধার' ধারণ করিয়াছিলেন। আরও কথা ইন্দ্র 'সুদংসাঃ' শোভন কর্ম্মা ; ইন্দ্র 'জজান সূর্য্যমুষসং' জগৎ প্রকাশক সূর্য্যকে এবং অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মনির্ব্বাহক উষঃকালকে উৎপাদন করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভসূক্তেও "স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং—ঋক্' সং ৮।৭।৩ বর্গে যাহা বলা হইয়াছে এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের সহিত ইন্দ্রের অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি মাহুঃ—ঋক্ সং ২।৩।২২ বর্গের এই মন্ত্রেও একই পরমেশ্বর নানা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন বলা হইয়াছে। যে দৃষ্টিতে ইহা সম্ভব তাহা অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শনে প্রকাশ করা হইয়াছে।

তিন লোককে 'দাধার' ধারণ করিয়াছিলেন। আরও কথা ইন্দ্র 'স্বদংসাঃ' শোভন কর্ম্মা; ইন্দ্র 'জজান সূর্য্যমুষসং' জগৎ প্রকাশক সূর্য্যকে এবং অগ্নি-হোত্রাদি কর্মনির্ব্বাহক উষঃকালকে উৎপাদন করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভসূক্তেও "স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং—ঋক্' সং ৮।৭।৩ বর্গে যাহা বলা হইয়াছে এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের সহিত ইন্দ্রের অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি মাহুঃ—ঋক্ সং ২।৩।২২ বর্গের এই মন্ত্রেও একই পরমেশ্বর নানা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন বলা হইয়াছে। যে দৃষ্টিতে ইহা সম্ভব তাহা অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শনে প্রকাশ করা হইয়াছে।

নাধিকরণেনৈন জীবশক্তিমতস্তদ্ব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব তত্ত্বাভি-ধানাৎ। এতেন বিরিঞ্চো বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ প্রবিশ্যোত্তমপুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকতা চ। তস্মাদীশকর্ত্তৃকৈব তদ্ব্যাকৃতিঃ। সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভি-বদন্ যদাস্তে ইতি তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥

অথ মূর্ত্তিশব্দিতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে। শরীরং পৃথিবী-মপ্যেতীতিশ্রুতেঃ পার্থিবো দেহঃ অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে

সাম্যেন তেজঃকার্য্যত্বং চেতি বোধ্যম্। সর্ব্বাণীতি। ধীরঃ সর্ব্বজ্ঞো হরিঃ সর্ব্বাণি রূপাণি দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি বিচিত্য নির্ম্মায় নামানি চ তেষাং কৃত্বা নামরূপভাজো জীবানুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। তৈর্নিজবিভিন্নাংশৈরভিবদন্ বাচং প্রকাশয়ন্নাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বৈশেষ্যাত্তু মূর্ত্তিশব্দিতস্য দেহস্য বিশেষো দর্শ্যতে। দেহস্য ক্বচিৎ তথা বাদস্তা দাপ্যত্বং ক্বচিৎ তৈজসত্বঞ্চ শ্রুতম্। তাসাং শ্রুতীনাং বিরোধোঽস্তি সমন্বয়ঃ সর্ব্বেহে ভিন্নার্থত্বাদস্তীতি প্রাপ্তে তত্র তত্রাপি তদন্যাংশয়োর্ন্যগ্‌ভাবে-ইত্থং প্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যাশয়েনাধিকরণস্য প্রবৃত্তিরথেত্যাদিনা।

সমন্বিত ব্রহ্মেরই তন্নির্ম্মাতৃত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব "বিরিঞ্চো বা," ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল। এইরূপে 'প্রবেশ করিয়া' ও 'উত্তমপুরুষ' ইহাদেরও অকষ্টতা এবং মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রবেশ ও ব্যাকরণের এক-কর্ত্তৃকত্ব সঙ্গত হইল। এই সকল হেতুতে ঐ ব্যাকরণের পরমেশ্বরকর্ত্তৃকত্বও নির্দ্ধারিত হইল। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বলিয়াছেন, 'পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি দেবমনুষ্যাদিশরীর নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের নামের সৃষ্টি করিয়া নিজ বিভিন্নাংশভূত ঐ সকল জীব দ্বারা বাক্যের প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর মূর্ত্তিশব্দিত দেহের পরীক্ষা করিতেছেন। "শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি," এইরূপ শ্রুতি হইতে দেহের পার্থিবত্ব, "অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে," ইত্যাদি শ্রুতি

আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবন্ত্যাপঃ শরীরমা[illegible] সর্ব্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্নের্দেবযোন্যা ইত্য[illegible] এবেদং স্তৈজসশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পার্থিবঃ [illegible]দি শ্রুতে-সশ্চ স্যাদুত সর্ব্বোঽপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রৈবিধ্যশ্র[illegible] আপ্যস্তৈজ-ত্বাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২[illegible]

মাংসাদ্যেব দেহস্থ ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং ভব[illegible] ॥ তথে-তরয়োর্জলতেজসোশ্চ কার্য্যমসৃগস্থ্যাদিকং তত্রা[illegible]তি। যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্। শব্দশ্চ যৎ কঠিনং সা পৃ[illegible]স্তি। তদেতৎ তদাপো যদুষ্ণং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। [illegible]থবী যদ্দ্রবং তথাচ সর্ব্বো দেহস্ত্রিরূপঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥

শরীরং কর্ত্তৃ। অন্ত্যা ইতি কৌণ্ডিল্যশ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্। ইহ বি[illegible] চিদ্দেহঃ পার্থিবঃ কস্যচিদাপ্যঃ কস্যচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধান্ত[illegible]। কস্য-সর্ব্বেষাং দেহাস্ত্রিরূপা ইতি ভাবঃ।

মাংসাদীতি। যথাশব্দমিতিশ্রুত্যনুসারেণেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হইতে উহার জলীয়ত্ব এবং "অগ্নের্দেবযোন্যাঃ," ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহা তৈজসত্ব অনুমিত হয়। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, দেহ পার্থিব কি জলীয় অথবা তৈজস কিংবা ত্রিতয়াত্মক? তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন;—

মাংসাদি ভৌম, অপর দুইটি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। শব্দ হইতেই উহার নির্ণয় হইবে।

দেহান্তর্গত মাংসাদি পার্থিব। রক্ত ও অস্থ্যাদি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। শব্দ অনুসারেই উহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যাহা কঠিন, তাহাই পার্থিব; যাহা তরল, তাহাই জলীয়; আর যাহা উষ্ণ, তাহাই তৈজস, বুঝিতে হইবে। গর্ভোপনিষদে ঐরূপই বলিয়া থাকেন। অতএব সকল দেহই ত্রিরূপ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

নন্বু সর্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি কিং নিমিত্তোঽয়ং ব্যপদেশঃ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি তৈজসমাপ্যং পার্থিবঞ্চ শরীরমিতি। তত্রাহ।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। সত্যপি সর্ব্বত্র ত্রৈরূপ্যে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। পদাভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥ ২২ ॥

বর্দ্ধস্ব কল্যাণ সমং সমন্তাৎ
কুরুষ্ব তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্।
ত্বদঙ্গসঙ্কীর্ণিকরাঃ পরাস্তা
হিংস্রা লসদ্যুক্তিকুঠারিকাভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ২ ॥ ৪ ॥

বৈশেষ্যাদিতি। সর্ব্বত্রেতি। ত্রিষ্বপি ভূতেষু ত্রিবিধেষু দেহেষু চেত্যর্থঃ। তথা বাদস্তাদৃশো ব্যবহারঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্ব্বেশ্বরে সিদ্ধঃ ॥ ২২ ॥

ইত্থং ষট্পঞ্চাশদধিকৈকশতসূত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন ভগবৎসমন্বয়প্রতিকূলান্ পরপক্ষান্ নিরস্য সহর্ষো ভাষ্যকৃৎ উপকারীব ভগবন্তং

এইরূপে সকল ভূতভৌতিক বস্তুই যদি ত্রিরূপ, সিদ্ধ হইল, তবে এইটি তেজ, ইহা জল, এইটি পৃথিবী; এইটি পার্থিব শরীর, এইটি জলীয় শরীর, এইটি তৈজস শরীর, এইপ্রকার ভেদের কারণ কি, এইপ্রকার সংশয় হয়। তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

আধিক্যবশতই ভেদব্যপদেশ, জানিতে হইবে।

তুশব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থ। সকলেরই ত্রৈরূপ্য হইলেও কোন কোনটির অপেক্ষাকৃত আধিক্যবশত তদনুসারে ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে বস্তুতে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই নামেই বলা হয়। পদাভ্যাস অধ্যায় সমাপ্তির নিমিত্ত ॥ ২২ ॥

প্রত্যুপকারং যাচতে বর্দ্ধস্বেতি। হে কল্যাণ কল্পতরো সমং যথা স্যাৎ তথা সমন্তাৎ সর্ব্বতস্ত্বং বর্দ্ধস্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং কুরু। নন্বমে বৃদ্ধিঃ পূর্ব্বং কিং নাসীৎ তত্রাহ ত্বদঙ্গেতি। হিংস্রাবৃতস্য তে কুতো বৃদ্ধিবার্ত্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্ব্বতঃ প্রসারশ্চ স্যাদেবেতিভাবঃ। হিংস্রাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদ্বিমুখাঃ সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ সূর্য্যকৃতঃ আধ্যাত্মকাদিদুঃখঞ্চেতি॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে দ্বিতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য চতুর্থঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২॥ ৪॥

হে কল্পতরো! ভগবদ্বিমুখ সাংখ্যাদিরূপ যে সকল হিংস্র অর্থাৎ কণ্টকলতা তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া তোমার প্রসারের প্রতিরোধ করিতেছিল, এক্ষণে যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা উহাদের ছেদন করা হইয়াছে, অতএব সমভাবে সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশ্রিত জনের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের ক্ষয় সাধন কর॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদ॥ ২॥ ৪॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থূল বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চুয়ান্নটি অধিকরণে একশত পঞ্চান্নটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে সাঁইত্রিশটি সূত্রে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি-বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয়পাদে পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, তৃতীয়পাদে একান্নটি সূত্রে সর্ব্বেশ্বর হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি এবং চতুর্থপাদে বাইশটি সূত্রে ভূতবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে একশত ছাপ্পান্নটি সূত্র। টীকাকারের মতও ঐরূপই বোধ হয়। কারণ, তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ঐরূপই সূত্রসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঁচিশের "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি" সূত্রটি শাঙ্করভাষ্যে দুইটি করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক মিলাইয়াছি, তাহাদের সকল গুলিতেই ঐটি একটি সূত্রই লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ সূত্রটিকে দুইটি সূত্র ধরিলে ঐ পাদটিতে একটি সূত্র বাড়িয়া বায়ান্নটি সূত্র হয়। এবং তাহা হইলেই সাকল্যে একশত ছাপ্পান্ন মিলে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমপাদঃ।

ন বিনা সাধনৈর্দ্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েন বিশ্বৈকহেতুং নির্দোষগুণরত্নাকরং সচ্চিদানন্দাত্মকং পুরুষোত্তমং মুমুক্ষুধ্যেয়তয়া সর্ব্বো বেদান্তঃ প্রতি-

---

অথ সাধনাধ্যায়ং ব্যাচক্ষাণো মঙ্গলমাচরতি ন বিনেতি। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ। স্বভক্তোদ্ধৃতিক্রীড়ঃ তদবিদ্যাবিদ্বেষী তদুপাসাগুণোৎকৃষ্টফলার্পণনিপুণঃ স্বরূপভূতয়া পরয়া শক্ত্যা দ্যোতমানঃ আনন্দচিন্মূর্ত্তিরানন্দমত্তো বিভুঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। জ্ঞানেতি জ্ঞানাদিভিঃ সাধনৈর্বিনা তৈঃ রহিতায়েত্যর্থঃ। স্বপদং স্বধাম স্বাঙ্ঘ্রিযুগলং চ ন দদাতি ন প্রকাশয়ত্যতো বুধঃ স্বনিঃশ্রেয়সজনকানি জ্ঞানাদীনি সাধনানি শ্রয়েদিতি তদাশংসারূপং মঙ্গলাচরণমেতৎ। সাধনানি শ্রয়েদিত্যধ্যায়ার্থসংসূচনাদধ্যায়সঙ্গতিঃ। স্মৃতিতর্ককৃতে ভগবৎসমন্বয়বিরোধে পূর্ব্বাধ্যায়েন নিরস্তে সতি তেনৈবানিশ্চয়রূপাপ্রামাণ্যে বিহতে অধুনা তৎপ্রাপকসাধননিরূপকস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বত্র স্বকীয়স্য জীবস্য সৌখ্যায় দয়ালুনা ভগবতা স্বশক্তিপরিণামৈর্ভূতৈঃ প্রাণেন্দ্রিয়াধারো দেহো নির্ম্মিত ইত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদং বিচার্য্যতে।

জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে ভগবান কাহাকেও নিজপদ প্রদান করেন না, অতএব ভূতিকাম জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল সাধনই আশ্রয় করিবেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়দ্বয়ে বিশ্বৈকহেতু, নির্দ্দোষগুণরত্নাকর, সচ্চিদানন্দাত্মক পুরুষোত্তমকেই মুমুক্ষু ব্যক্তির ধ্যেয়রূপে নিখিল বেদান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন,

পাদয়তীত্যেতৎ সর্ব্বাবিরুদ্ধমিত্যুক্তের্ব্র্যস্বরূপং নিরূপিতম্। অথাস্মিন্ তৃতীয়েঽধ্যায়ে তৎপ্রাপকাণি সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তেষু মুখ্যং তাবৎ প্রাপ্যেতরবৈতৃষ্ণ্যং প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি তৎসিদ্ধয়ে পূর্ব্বপাদদ্বয়মারভ্যতে। তত্র প্রথমে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য নানাবস্থস্য জীবস্য লোকগত্যা গতিরূপা দোষাঃ প্রকাশ্যন্তে লোকবিরাগায়। দ্বিতীয়ে তু প্রাপ্যানুরাগহেতবঃ তন্মহিমাদয়ো গুণা বক্ষ্যন্তে। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমিয়ায়েত্যাদিনা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পঠিতা। তত্র জীবঃ পরলোকং গচ্ছতি তস্মাৎ পুনরিমং

অস্য জীবস্য তৎসঙ্গাদ্ভগবদুপকারং দেহস্বভাবঞ্চ জানতস্তং স্বামিনং দয়াবন্তং ভগবন্তং সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ সানুবন্ধে তত্র দেহে বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। এবমেব পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থং সঙ্গময়তি পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েনেত্যাদিনা। তৎসিদ্ধয়ে তদুভয়প্রতিপাদনায়। দো। ইতি। দোষদৃষ্টিনিমিত্তত্বাৎ লোকবিরাগস্যেত্যভিপ্রায়ঃ। লোকেতি। লোকা ভুবনানি। অষ্টাবিংশতিসূত্রকং যড়ধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে ছান্দোগ্যে

এই প্রকার বলা হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ক বিরোধ সকলের পরিহার সহকারে ব্রহ্মের স্বরূপও নিরূপণ করা হইয়াছে। এই তৃতীয় অধ্যায়ে ঐ ব্রহ্মের প্রাপ্তির সাধন সকল নিরূপণ করা হইতেছে। ঐ সাধন সকলের মধ্যে ব্রহ্মেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা এবং ব্রহ্মবিষয়ে তৃষ্ণাই মুখ্য সাধন, এইটি সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রথম দুই পাদ আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে লোকবৈরাগ্য উপদেশ করিবার জন্য পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার আশ্রয়ে নানাবস্থাগত জীব সকলের লোকগতি দ্বারা গতির দোষ সকল প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগের হেতুভূত তদীয় মহিমাদি গুণ সকল উক্ত হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, 'অরুণপুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-সভায়

লোকমাগচ্ছতীতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ। পরলোকং গচ্ছন্ জীবঃ সূক্ষ্মভূতৈর্ব্বিযুক্তঃ পরিষ্বক্তো বা গচ্ছতীতি। তত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাদ্বিযুক্তো গচ্ছতীতি প্রাপ্তে—

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

তচ্ছব্দেন দেহঃ পরামৃষ্টঃ পূর্ব্বং তস্য মূর্ত্তিশব্দিতস্য প্রক্রমাৎ। দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তৌ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো

শ্বেতকেতুরিত্যাদিনা। পরলোকং গচ্ছতীতি। জীবো হি প্রাণেন্দ্রিয়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কাররূপয়া পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া চ সহিতঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি শ্রুতিদৃষ্টম্। তাদৃশঃ স কিং দেহান্তরারম্ভকৈঃ পঞ্চীকৃতভূতভাগৈরেতদ্দেহবৎ প্রাণেন্দ্রিয়াধারকৈরযুক্তো গচ্ছতি কিংবা যুক্তস্তৈরিতি সংশয়ে মানাভাবাৎ পরত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাচ্চ বিযুক্তৈস্তৈর্গচ্ছতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তথা চাধারভূতান্ ভূতভাগান্ বিনা প্রাণেন্দ্রিয়াণাঞ্চ নানুবৃত্তিরিতি ইহৈব দেহবিয়োগো ভাবী-ত্যামৃত্যোঃ সুখসাধনে দেহে বৈরাগ্যং নোচিতমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্। প্রাণ-গতিশ্রবণাৎ তদাধারভূতান্যপি ভূতানি পিশাচাদিবৎ জীবমনুবর্ত্তিষ্যন্তে। নিঃশেষভূতবিয়োগস্তু তত্ত্বজ্ঞৈব ভবেদিতি তত্ত্বজ্ঞীচ্ছোর্দেহে বৈরাগ্যং যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্।

উপস্থিত হইলেন,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ঐ স্থানে, জীব পরলোকে গমন করেন এবং পুনর্ব্বার তথা হইতে ইহলোকে আগমন করেন, এইরূপ অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। এস্থলে সংশয় এই—জীব পর-লোকে গমন-কালে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযুক্ত হইয়াই গমন করেন অথবা তৎ-সহকারেই গমন করেন। পরলোকেও সূক্ষ্মভূতের অসদ্ভাব না থাকায় জীব গমন-কালে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযুক্ত হইয়াই গমন করেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—

প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা সূক্ষ্মভূতের সহিত দেহান্তর-প্রাপ্তি প্রতীত হয়।

জীবো রংহতি গচ্ছতি। কুতঃ—বেত্থ যথেত্যাদিরূপাৎ প্রশ্নাৎ অসৌ বাবেত্যাদিরূপাৎ তদুত্তরাচ্চ। তত্রেয়মাখ্যায়িকা। প্রবাহণো নাম ক্ষত্রিয়ঃ পঞ্চালাধিপতির্নিজান্তিকাগতং শ্বেতকেতুং বিপ্রকুমারং পঞ্চার্থান্ পপ্রচ্ছ—কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশং পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্ অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং দেবযানপিতৃযানয়োর্ভেদকং রূপঞ্চ বেত্থেতি বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি চ। স চ কুমারঃ প্রশ্নপারাজ্ঞানাদ্‌বিমনাঃ পিতরং গৌতমমুপেত্য পরিদেবয়ামাস।

তদিতি। দেহাদ্দেহান্তরলাভে তদারম্ভকৈঃ স্থূক্ষ্মভূতৈর্যুক্তো জীবঃ প্রয়াতি। কুতঃ—গৌতমকৃতাৎ প্রশ্নাৎ প্রবাহণকৃতাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপদেশাচ্চায়মর্থো বিজ্ঞাত ইতি। প্রশ্নান্ বিবৃণোতি—কর্ম্মিণামিত্যাদি। অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারমিতি। পরলোকং যো ন প্রাপ্নোতি ত্বং বেৎসীত্যর্থঃ। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামিত্যস্যার্থঃ। ইহ লোকে অগ্ন্যয়দধিপয়ঃপ্রভৃতি[illegible]হোমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং কৃতে শ্রদ্ধাখ্যাহুতিরূপেণ যজমানে সংবদ্ধাস্তা আপস্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তস্মিন্ মৃতে সতি দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি হুতাস্তাঃ সোমাখ্যদেহরূপেণ পরিণমন্তে। স চাম্ময়ো দেহঃ পর্জন্যাগ্নৌ বৃষ্ট্যভিমানিনি দেহবিশেষে তৈ-

---

পূর্ব্বে মূর্ত্তিশব্দের প্রক্রম হেতু তৎশব্দে দেহই পরামৃষ্ট হইয়াছে। দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তিতে স্থূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন প্রতীত হয়। কারণ 'বেত্থ যথা' ইত্যাদি প্রশ্ন ও 'অসৌ বাব' ইত্যাদি উত্তরই তাহার প্রমাণ। ছান্দোগ্যে একটি আখ্যায়িকা আছে ;—প্রবাহণ নামে পাঞ্চালাধিপতি ক্ষত্রিয়, সমীপাগত শ্বেতকেতু নামক বিপ্রকুমারকে বক্ষ্যমাণ পাঁচটি অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। কর্ম্মিগণের গন্তব্য স্থান ; পুনরাবৃত্তির প্রকার ; ঐ লোক যাহারা প্রাপ্ত না হয় ; দেবযান ও পিতৃযানের ভেদক রূপ ; এবং পঞ্চমাগ্নিতে আহুত জলের পুরুষদেহপ্রাপ্তির প্রকার। শ্বেতকেতু এই পঞ্চ প্রশ্নের অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া পিতা গৌতমের নিকট গমন পূর্ব্বক খেদ করিতে লাগিলেন। পিতাও

পিতাপ্যবিদিতপ্রষ্টব্যস্তদ্বুভুৎসয়া প্রবাহণমাগত্য কৃতার্হণং বিত্তদিৎসুঞ্চ তং প্রতি তানেব পঞ্চ প্রশ্নান্ বিভিক্ষে। স চ তমন্তিমং প্রশ্নং প্রতি ব্রুবন্নাহ—অসৌ বাব লোকে গৌতমাগ্নিরিত্যাদি। তত্র হি দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষাঃ পঞ্চাগ্নিতয়া নিরূপিতাঃ। তেষু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্ন-রেতোরূপাঃ ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠিতাঃ। হোতারঃ সর্ব্বত্র দেবাঃ। হোমস্তু ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য স্বর্ভোগাদি-লাভায় দেবৈঃ কৃতো দ্যুলোকাদিষু প্রক্ষেপঃ। মৃতস্য জীবস্য ইন্দ্রিয়াণি খলু দেবাঃ কথ্যন্তে। তে হি দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। সা শ্রদ্ধা স্বর্গভোগার্হসোমরাজাখ্যদিব্য-

---

দেবৈর্হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহিযবাদ্যন্নতাং প্রাপ্নুবন্তি। অন্নভাবমাপন্নাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতা রেতোভাবং লভন্তে। রেতোভূতাস্তাঃ পঞ্চমাহুতিরূপা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতাঃ পুরুষ-সংজ্ঞাং প্রয়ান্তীতি অপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি বস্তুস্থিতিঃ। তামেতাং জানন্ রাজা পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়াং যথাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষাকারেণ পরিণমন্তে। তথা কিং ত্বং বেৎসীতি পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ। স চেতি। স প্রবাহণো রাজা। অন্তিমং

ঐ সকল প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া প্রবাহণের নিকট গমন করিলেন। প্রবাহণ তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক বিত্তদানাভিলাষী হইলে, তিনি প্রবাহণকে উক্ত পাঁচটি প্রশ্ন ভিক্ষা করিলেন। প্রবাহণ বলিলেন, গৌতম! এই সংসারে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচ অগ্নি। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও বীর্য্য, এই পাঁচটি উক্ত পঞ্চ অগ্নির আহুতি। দেবগণ হোতা। ভূতসূক্ষ্মবেষ্টিত জীবের স্বর্গলাভের নিমিত্ত দেবগণ-কৃত প্রক্ষেপের নামই হোম। মৃত জীবের ইন্দ্রিয়বর্গই দেবতা। তাঁহারা স্বর্গলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে হোম করেন। ঐ শ্রদ্ধাই স্বর্গভোগযোগ্য সোমরাজ নামক দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়।

দেহরূপেণ পরিণমতে। স চ দেহো ভোগান্তে তৈঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতো বর্ষং ভবতি। তচ্চ বর্ষং পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতমন্নং ভবতি। তচ্চান্নং পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতং রেতো ভবতি। তচ্চ রেতো যোষাগ্নৌ তৈরেব হুতং গর্ভো ভবতীত্যুক্ত্বাহ— ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি। ইত্যুক্তক্রমেণ রেতোরূপায়াং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা দেহরূপা ভবন্তীত্যর্থঃ। ইহ যাভিরদ্ভির্যুক্তো দিবং গতস্তাসামেবোক্তরীত্যা স্ত্রীমাপন্নানাং পুরুষরূপতেতি প্রতীতেঃ সূক্ষ্মভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি সিদ্ধম্॥ ১॥

নন্বাপঃ পুরুষবচস ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরিষ্বঙ্গঃ কথমিতি তত্রাহ—

বেথ যথেত্যাদিরূপম্। তত্রেতি অন্তিমে প্রশ্নে। স্ফুটার্থমন্যৎ। তে হীত্যাদিকং গদিতার্থম্। শ্রদ্ধামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা দধ্যাদিরূপা আপ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

ভোগান্তে ঐ দেহ আবার পর্জন্যাগ্নিতে হুত হইয়া বর্ষরূপ ধারণ করে। উহাই আবার পৃথিবীরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া অন্নরূপে পরিণত হয়। সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে রেতোরূপ ধারণ করে। ঐ রেত যোষারূপ অগ্নিতে পুরুষদেহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পঞ্চমাগ্নিতে হুত জলের পুরুষাকার-প্রাপ্তি হয়। এই স্থলে যে সকল জলের সহিত জীব স্বর্গলোকে গমন করেন, সেই সকল জলই পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রতীতিপ্রযুক্ত জীব যে সূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন করেন; তাহা সিদ্ধ হইতেছে॥ ১॥

যদি কেবল জলই পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে জীব সকল সূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন করেন, ইহা আবার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

শঙ্কানিবৃত্তয়ে তুশব্দঃ। ত্রিবৃৎকৃতানামপাং ত্রিভূতীরূপত্বাৎ তাসাং গতৌ ত্রয়াণামপি গতিরনুগতেত্যর্থঃ। তথাপ্যপ্‌শব্দপ্রয়োগঃ শুক্রশোণিতরূপে দেহবীজে দ্রবভূম্না তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ। তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমা ইতি স্মৃতেশ্চ। ভূম্না হি ব্যপদেশা ভবন্তি ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

দেহান্তরাপ্তৌ প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে—তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীত্যাদিনা। সা খলু নিরাশ্রয়া ন সম্ভবেদতস্তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতানাং গতিঃ স্বীকার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাদিতি। তাপাপনোদ ইতি শ্রীভাগবতে। তাপনিবর্ত্তকতা বহুলতা চাপাং ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ বাতপিত্তশ্লেষ্মভির্দেহস্য ত্রৈরূপ্যাদস্মাদত্র নাব্জন্যো দেহঃ। বাতপিত্তয়োর্বায়ুতেজঃকার্য্যত্বাৎ। তথা চাব্জন্যোঽভিন্নভূতচতুষ্টয়জন্যশ্চ সঃ। গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাবকাশানাং পঞ্চভূতকার্য্যাণাং দর্শনাৎ। তর্হি শ্রুতৌ তদাগ্রহঃ কথং তত্রাহ—ভূয়স্ত্বাদিতি। যদ্যপি দেহে পৃথিবীভূয়স্ত্বমেব তথাপি তেজ-আদ্যপেক্ষয়াপাং ভূয়স্ত্বং বোধ্যমিতি ॥ ২ ॥

জলের ভূতত্রয়াত্মকত্ব ও বহুলত্ব হেতু উহা সঙ্গত হইতেছে।

শঙ্কানিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তু-শব্দ। ত্রিবৃৎকৃত জলেরই ভূতত্রয়াত্মকত্ব হেতু তাহার গমনে তিনেরই গমন সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি শুক্রশোণিতরূপ দেহবীজে দ্রববাহুল্য প্রযুক্ত জলেরই বাহুল্যহেতু অপ্‌শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—তাপাপনোদন ও সকল পদার্থেই আধিক্য, এই দুইটি জলের বৃত্তি। অতএব আধিক্যপ্রযুক্তই জলের নাম ব্যবহৃত হয়। বস্তুত সমস্ত ভূতের সূক্ষ্মভাগই জীবের সূক্ষ্মদেহ ॥ ২ ॥

প্রাণের গতি বশতও অপরাপর ভূতের গতি জানিতে হইবে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

নন্বু যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়ত ইতি তত্রৈব বাগাদীনামগ্ন্যাদীন্ প্রতি গতিশ্রুতের্ন তেষাং জীবেন সহ গতিরত উক্তশ্রুতিরন্যথৈব নেয়েতি চেন্ন। কুতঃ—ভাক্তত্বাৎ। ঔষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা ইত্যাদিনা শ্রুতায়া লোমাদিগতেঃ প্রত্যক্ষেণ বাধাৎ ভাক্তেয়-

---

প্রাণগতেশ্চেতি। গৌণ্যা মুখ্যাশ্চ প্রাণাঃ। তেষাং জীবদশায়াং দেহাত্মনা স্থিতানি ভূতান্যাশ্রিত্যৈব গতির্দৃষ্টা। অথ মরণে শ্রুতানাং তেষাং গতিস্তান্যাশ্রিত্যৈব ভবিতুং যুক্তেতি। তথাভূতৈর্যুক্তস্যৈব রংহণং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদীতি। অগ্ন্যাদীন্ প্রতীতি। অগ্ন্যাদিষু বাগাদীনাং লয়শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তৎসহেতি ওষধীর্লোমানীত্যাদিসহপাঠাদিত্যর্থঃ। বাগাদীনামিতি। বাগাদীনা-

---

বৃহদারণ্যকে দেহান্তরপ্রাপ্তিতে প্রাণের গতি শ্রবণ করা যায়। যথা, জীবের সহিত প্রাণ ও প্রাণের সহিত সমস্ত প্রাণ উৎক্রমণ করে। ঐ উৎক্রান্তি নিরাশ্রয়া সম্ভব হয় না। অতএব উৎক্রমণশীল প্রাণের আশ্রয়ভূত অপরাপর ভূতেরও উৎক্রমণ স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ৩ ॥

শ্রুতিতে অগ্নি প্রভৃতির গতি উক্ত হয় বলিয়া ভূতসকলের গতি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না ; কারণ, ঐ সকল শ্রুতি গৌণমাত্র।

'মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিকে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোম ওষধিতে, কেশ বৃক্ষে, রক্ত ও বীর্য্য জলে লীন হয়,' এইরূপ শ্রুতি আছে। এই শ্রুতির বলে অপরাপর ভূতের জীবের সহিত গতি অনুমান করা যায় না। কারণ, ঐ শ্রুতি গৌণ। লোম সকলের ওষধিতে ও কেশ সকলের বনস্পতিতে গমন প্রত্যক্ষ-

মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ। তৎসহপাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ। ন হি লোমান্যুৎপ্লুত্যৌষধীর্গচ্ছন্তীত্যাদি দৃষ্টম্। ততশ্চ মৃতিকালে বাগাদীনামুপকারনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষয়া তথোক্তির্গতেরপি শ্রুতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

ননু যদ্যাপঃ পঞ্চাপ্যাহুতয়ঃ স্যুস্তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি শক্যং বদিতুম্। ন চ তথাস্তি প্রথমেঽগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ। তত্র হি শ্রদ্ধৈবাহুতিরুক্তা। তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতীতি তস্যা মনোবৃত্তি-

---

মগ্ন্যাদীনাঞ্চ তদা জীবোপকারিত্বং নাস্তীত্যেবাপেক্ষ্য তথোক্তিরিত্যর্থঃ। কুতঃ এবং কল্পনং তত্রাহ—গতেরপীতি। তমুৎক্রামন্তমিত্যাদৌ জীবেন সহ প্রাণগতেঃ শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিরোধী। অগ্ন্যাদিতে গমনবোধক অর্থ গৌণমাত্র মুখ্য নহে; যেহেতু প্রত্যক্ষের বিরোধ বশত উহা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থ বোধ করাইতেছে। লোমাদি শরীর হইতে উৎপতিত হইয়া ওষধি প্রভৃতিতে গমন করে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই। অতএব মৃত্যুকালে বাক্য প্রভৃতির নিবৃত্তিই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। গতিই উহার মুখ্যার্থ। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহে মিলিত হয় বলিয়া সূক্ষ্মের সহিত স্থূলেরও গমন সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

প্রথম আহুতিতে জলের অশ্রবণ হেতু জলাদি ভূতের সহিত জীবের গমন অসিদ্ধ, এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রথম আহুতিতে ঐ সকল জলাদি ভূতই শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে, এইরূপ উপপত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, জল যদি পঞ্চাহুতি বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে, জলের সহিত জীবের গমন স্বীকার করা যাইত। কিন্তু প্রথম আহুতি যখন জলকে বলা হয় নাই, তখন অবশ্য জলের তদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাই আহুতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঐ অগ্নিতে দেবতারা

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ননু যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণ-শ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশ-মাত্মৌষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়ত ইতি তত্রৈব বাগাদীনামগ্ন্যাদীন্ প্রতি গতি-শ্রুতের্ন তেষাং জীবেন সহ গতিরত উক্তশ্রুতিরন্যথৈব নেয়েতি চেন্ন। কুতঃ—ভাক্তত্বাৎ। ওষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা ইত্যাদিনা শ্রুতায়া লোমাদিগতেঃ প্রত্যক্ষেণ বাধাৎ ভাক্তেয়-

---

প্রাণগতেশ্চেতি। গৌণ্যা মুখ্যাশ্চ প্রাণাঃ। তেষাং জীবদশায়াং দেহাত্মনা স্থিতানি ভূতান্যাশ্রিত্যৈব গতির্দৃষ্টা। অথ মরণে শ্রুতানাং তেষাং গতি-স্তান্যাশ্রিত্যৈব ভবিতুং যুক্তেতি। তথাভূতৈর্যুক্তস্যৈব রংহণং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদীতি। অগ্ন্যাদীন্ প্রতীতি। অগ্ন্যাদিষু বাগাদীনাং লয়শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তৎসহেতি ওষধীর্লোমানীত্যাদিসহপাঠাদিত্যর্থঃ। বাগাদীনামিতি। বাগাদীনা-

---

বৃহদারণ্যকে দেহান্তরপ্রাপ্তিতে প্রাণের গতি শ্রবণ করা যায়। যথা, জীবের সহিত প্রাণ ও প্রাণের সহিত সমস্ত প্রাণ উৎক্রমণ করে। ঐ উৎক্রান্তি নিরাশ্রয়া সম্ভব হয় না। অতএব উৎক্রমণশীল প্রাণের আশ্রয়-ভূত অপরাপর ভূতেরও উৎক্রমণ স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ৩ ॥

শ্রুতিতে অগ্নি প্রভৃতির গতি উক্ত হয় বলিয়া ভূতসকলের গতি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না; কারণ, ঐ সকল শ্রুতি গৌণমাত্র।

'মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে; মন চন্দ্রে, কর্ণ দিকে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোম ওষধিতে, কেশ বৃক্ষে, রক্ত ও বীর্য্য জলে লীন হয়,' এইরূপ শ্রুতি আছে। এই শ্রুতির বলে অপ-রাপর ভূতের জীবের সহিত গতি অনুমান করা যায় না। কারণ, ঐ শ্রুতি গৌণ। লোম সকলের ওষধিতে ও কেশ সকলের বনস্পতিতে গমন প্রত্যক্ষ-

মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ। তৎসহপাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ। ন হি লোমান্যুৎপ্লুত্যৌষধীর্গচ্ছন্তীত্যাদি দৃষ্টম্। ততশ্চ মৃতিকালে বাগাদীনামুপকারনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষয়া তথোক্তির্গতেরপি শ্রুতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

ননু যদ্যাপঃ পঞ্চাপ্যাহুতয়ঃ স্যুস্তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি শক্যং বদিতুম্। ন চ তথাস্তি প্রথমেঽগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ। তত্র হি শ্রদ্ধৈবাহুতিরুক্তা। তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতীতি তস্যা মনোবৃত্তি-

---

মগ্ন্যাদীনাঞ্চ তদা জীবোপকারিত্বং নাস্তীত্যেবাপেক্ষ্য তথোক্তিরিত্যর্থঃ। ন্তুতঃ এবং কল্পনং তত্রাহ—গতেরপীতি। তমুৎক্রামন্তমিত্যাদৌ জীবেন সহ প্রাণগতেঃ শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিরোধী। অগ্ন্যাদিতে গমনবোধক অর্থ গৌণমাত্র মুখ্য নহে; যেহেতু প্রত্যক্ষের বিরোধ বশত উহা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থ বোধ করাইতেছে। লোমাদি শরীর হইতে উৎপতিত হইয়া ওষধি প্রভৃতিতে গমন করে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই। অতএব মৃত্যুকালে বাক্য প্রভৃতির নিবৃত্তিই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। গতিই উহার মুখ্যার্থ। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহে মিলিত হয় বলিয়া সূক্ষ্মের সহিত স্থূলেরও গমন সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

প্রথম আহুতিতে জলের অশ্রবণ হেতু জলাদি ভূতের সহিত জীবের গমন অসিদ্ধ, এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রথম আহুতিতে ঐ সকল জলাদি ভূতই শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে, এইরূপ উপপত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, জল যদি পঞ্চাহুতি বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে, জলের সহিত জীবের গমন স্বীকার করা যাইত। কিন্তু প্রথম আহুতি যখন জলকে বলা হয় নাই, তখন অবশ্য জলের তদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাই আহুতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঐ অগ্নিতে দেবতারা

রূপত্বেন প্রসিদ্ধের্নাপ্ত্বং সম্ভবতি। সোমাদীনাঞ্চ কথঞ্চিৎ সম্ভবেৎ অতো নাস্মাদ্বাক্যাদ্ভূতপরিষ্বঙ্গো গচ্ছতো মৃতস্যেতি চেন্ন। হি যতঃ প্রথমেঽপ্যগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনোচ্যন্তে। কুতঃ—উপপত্তেঃ প্রশ্নোত্তরয়োরিতি শেষঃ। বেত্থ যথেতি প্রশ্নে পঞ্চস্বগ্নিষ্বাপো হোম্যা বিবক্ষিতাঃ। তস্যোত্তরারম্ভে প্রথমেঽগ্নৌ শ্রদ্ধা হোম্যোক্তা। তত্র শ্রদ্ধাশব্দেন চেন্নাপো বাচ্যাস্তদা তয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। অপাং পঞ্চমহোমসম্বন্ধো হীতরহোমচতুষ্টয়সম্বন্ধ এবোপপদ্যতে। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং বীক্ষ্যতে। কারণানুরূপঞ্চ কার্য্যমিতি শ্রদ্ধায়া অপ্ত্বে যুক্তিশ্চ। তস্মাৎ তত্র

প্রথমে ইতি। দ্যুলোকাগ্নাবিত্যর্থঃ। ন চ তথাস্তি। পঞ্চানামাহুতীনামপ্ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ। তয়োঃ প্রশ্নোত্তরয়োঃ—উপপত্তেরিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ—শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চেত্যাদিনা। প্রথমাহুতেরপ্ত্বাভাবে তজ্জন্যসোমাখ্যশরীরাদেঃ অব্বাহুল্যাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ॥ ৫॥

শ্রদ্ধাকেই হোম করেন। ঐ শ্রদ্ধা মনোবৃত্তিরূপা। উহার জলত্ব কখনই সম্ভব হয় না। সোমাদির বরঞ্চ কথঞ্চিৎ জলত্ব সম্ভব হইতে পারে। অতএব ঐ বাক্য হইতে ভূতবর্গের সহিত জীবের গমন-অনুমান করা অসঙ্গত। উহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। যেহেতু প্রথম অগ্নিতে যে হোম, তাহা শ্রদ্ধাশব্দ-বাচ্য জল দ্বারাই হয়, ইহাই যুক্ত। পঞ্চালাধিপতির প্রশ্নে পঞ্চাগ্নিতে জলরূপ হোমই কথিত হইয়াছে। ঐ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাকেই হোম বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে শ্রদ্ধাশব্দ যদি জলকে না বুঝায়, তবে তদুভয়ের বৈরূপ্যাপত্তি ঘটে। ইতর হোমচতুষ্টয়ের সম্বন্ধ থাকিলেই জলের পঞ্চম হোমের সহিত সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রদ্ধার কার্য্য, শ্রদ্ধা উহাদের কারণ। শ্রদ্ধাই স্থূলীভূত হইয়া সোম বৃষ্টি প্রভৃতির আকারে পরিণত হয়। ঐ বৃষ্টি জলবহুল। কার্য্য কারণের

শ্রদ্ধাশব্দেনাপো গ্রাহ্যাঃ। শ্রদ্ধা বা আপ ইতি শ্রুতেশ্চ। মনোবৃত্তিস্তু ন স্যাৎ। মনসো নিষ্কৃষ্য তস্যা হোমানুপপত্তেঃ। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি॥ ৫॥

নন্বাপো গচ্ছেয়ুঃ শ্রুতত্বাৎ নতু তদ্‌যুক্তো জীবঃ অশ্রুতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ॥ ৬॥

অশ্রুতত্বমসিদ্ধম্। তত্রৈব ছান্দোগ্যে চন্দ্রং প্রতীষ্টাদি-কৃতাং গতিপ্রত্যয়াৎ। অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্ত-মিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্বিশন্তীত্যাদিনা আকাশাচ্চন্দ্র-মসমেষ সোমো রাজেত্যন্তেন। তত্রেষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রং প্রাপ্য

নন্বিতি। শ্রদ্ধাসোমরূপেণাপাং রংহণস্য শ্রুতৌ প্রতীতেঃ স্বীকৃতং জীব-রংহণং তু স্বীকর্ত্তুং ন শক্যম্। অব্বজ্জীবরংহণস্য তস্যামপ্রতীতেরিত্যর্থঃ।

অনুরূপ। শ্রদ্ধার কার্য্য জল শ্রদ্ধারই অনুরূপ। ইহাই শ্রদ্ধার জলরূপত্বে যুক্তি। অতএব শ্রদ্ধাশব্দে এখানে জলই স্বীকার্য্য। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাই জল। এখানে শ্রদ্ধা মনোবৃত্তি নহে। মন হইতে নিষ্কাশন পূর্ব্বক শ্রদ্ধার হোম অনুপপন্ন হয়। অতএব জলের সহিত সঙ্গত হইয়া জীব গমন করেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে॥ ৫॥

এক্ষণে, শ্রুতিপ্রমাণসদ্ভাব হেতু জলই গমন করে, তদসদ্ভাব নিবন্ধন উহার সহিত জীবও গমন করে, ইহা বলা না হউক; এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই পরিহার করিতেছেন;—

ইষ্ট প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সকলের তাদৃশী প্রতীতি হেতু শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসদ্ভাব বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকরী। শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসদ্ভাবই অসিদ্ধ। ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদেই ইষ্টাদিকর্ম্ম-কারী জীবগণের চন্দ্রলোকগতি উক্ত হইয়াছে। যথা,—যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তির উপাসক, তাহারা ধূমে প্রবেশ করে। পরে আকাশ হইতে চন্দ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক সোমরাজ

সোমরাজাখ্যা ভবন্তীত্যবগম্যতে। তথা দ্যুলোকাগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুতেঃ সোমো রাজা ভবতীত্যত্রাপি তদৈকার্থ্যাৎ শ্রদ্ধাশরীরযুক্তঃ সোমশরীরযুক্তো ভবতীতি অবসীয়তে। শরীরস্য জীবৈকাশ্রয়ত্বস্বাভাব্যাৎ তদ্বাচকস্য শব্দস্য জীবে পর্য্যবসানমিতি তৎপরিষ্বক্তোঽসৌ যাতীতি স্থিরম্ ॥ ৬ ॥

নন্বেষ সোমরাজা দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি সোমরাজশব্দিতস্য দেবভক্ষত্বশ্রবণাৎ ন স জীবঃ শক্যো বক্তুম্। তস্য ভক্ষয়িতুমশক্যত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি। তদ্বাচকস্য সোমরাজাখ্যশরীরবাচিনঃ ॥ ৬ ॥

নন্বিতি। ন স ইতি। সোমরাজ ইতি বাচ্যো জীবো ভবতীতি বক্তুং ন শক্যম্। তস্য চিদ্রূপস্য দেবৈর্ভক্ষণসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ।

হয়। ঐ স্থলে, ইষ্টাদিকারী জীবগণ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া সোমরাজ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রতীতি হয়। আবার স্বর্গলোকাগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে হোম করেন। ঐ আহুতি হইতেই সোম রাজা হয়েন। উভয় শ্রুতিই এক অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাশরীরযুক্ত ছিলেন, তিনিই পরে সোমশরীরযুক্ত হয়েন, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে। একমাত্র জীবকে আশ্রয় করাই যখন শরীরের স্বভাব, তখন শরীরবাচক শব্দ জীবেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব ভূতগণের সহিতই যে জীবের গতি, ইহা স্থির ॥ ৬ ॥

এই সোমরাজ দেবতাদের অন্ন, দেবগণ উহা ভক্ষণ করেন। যে সোমরাজ দেবগণের অন্ন, উহাকে কখনই জীব বলিতে পারা যায় না। কারণ, জীব ভক্ষণের অযোগ্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন—

বেতি শঙ্কাহানৌ। সোমরাজশব্দিতস্য জীবস্য দেবান্নত্বং ভাক্তম্। অন্নবৎ তদ্‌ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাৎ। তচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ। শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়ন্তি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি বৃহদারণ্যকে। অয়ং ভাবঃ। অন্নবদ্ভক্ষণাসম্ভবাৎ তদ্বদ্‌ভোগসাধনত্বাচ্চ জীবস্য দেবান্নত্বং তত্রোপচর্য্যতে।

ভাক্তমিতি। ভাক্তং গৌণম্। তৎসেবকত্বাৎ তদ্‌ভৃত্যত্বাৎ। তচ্চেতি তৎসেবকত্বমিত্যর্থঃ। অথেতি। যঃ কর্ম্মজড়ো দেবতামন্যাং স্ববৃত্ত্যহেতুং কর্ম্মমার্গমাত্রতয়োপকারিণীং মত্বোপাস্তে ন স বেদ নাসৌ তত্ত্বজ্ঞঃ। যথা পশুরিতি। পশুর্যথা লোকাদুপাত্তজীবিকস্তস্য সংসেবয়া নিত্যং ক্লিশ্যতি তথা দেবোপকৃতো দেবসেবক ইত্যর্থঃ। দেবাঃ খলু অপূর্ণাস্তৎসেবাভিকাঙ্ক্ষিণস্তজ্জ্ঞানং প্রতিবধ্নন্তি। হরিস্তু পূর্ণত্বাৎ পরিনিস্পৃহোঽপি সৌহার্দ্দাদেব স্বস্বরূপং স্বপদঞ্চোপলম্ভয়তি। ত্বদ্ভক্তাশ্চ তে তব ফলমিচ্ছন্তি নতু ত্বত্তোঽন্যদিতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। কর্ম্মজড়োঽত্র বিনিন্দ্যতে। তস্মাত্তদায়ত্তধীস্থৈর্য্যার্থ-

---

জীবের অন্নত্ব গৌণ। আত্মজ্ঞানের অভাব বশতই জীব তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতেও ঐরূপই দেখাইয়া থাকেন।

বা-শব্দ আশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত। সোমরাজ-শব্দে উক্ত জীবের দেবান্নত্ব গৌণ। জীব সকল অন্নের ন্যায় দেবগণের ভোগহেতু বলিয়া উহাতে অন্নধর্ম্ম উপচরিত হইয়াছে। জীবগণ দেবগণের সেবক বলিয়াই তাহাদিগকে দেবতাদিগের ভোগহেতু বলা হইয়া থাকে। জীবগণের আত্মজ্ঞানের অভাব হইলেই ঐরূপ দেব-সেবকতা ঘটিয়া থাকে। শ্রুতিও আত্মজ্ঞান-বিহীন জীবের দেব-সেবকতা দেখাইয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে—'যে অন্য দেবতার সেবা করে, সে ঐ দেবতার ও নিজের তত্ত্ব কিছুই জানে না। সে ঐ দেবতাদিগের পশু অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধীন।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন যেরূপ ভক্ষিত হইয়া থাকে, জীবের সেরূপ ভক্ষিত হওয়া অসম্ভব,

বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশামিত্যৌপচারিকপ্রয়োগ-দর্শনাচ্চ। মুখ্যত্বে তু জ্যোতিষ্টোমাদিবিধিবৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। দেবাশ্চেচ্চন্দ্রলোকগতং ভক্ষয়েয়ুঃ কিমর্থং জনস্তত্র গচ্ছেৎ কিমর্থং বা তৎপ্রাপকং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রয়াসং কুর্য্যাদিতি। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি সিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

অথ য ইমে গ্রাম ইত্যাদিনা কেবলকর্ম্মিণাং ধূমাদিমার্গেণ স্বর্গপ্রাপ্তিমভিধায় তদন্তে পুনরাবৃত্তিঃ পঠ্যতে তত্রৈব

মেতৎ। স্ববিলক্ষণতয়া তু শ্রীহরিরুপাস্য ইতি শ্রুতেরেবাহ—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বেত্যাদিনা। তস্মাদর্থান্তরকল্পনং ন চারু ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বত্রাপাং কর্ম্মসমবেতানাং পঞ্চমহোমে সতি পুরুষরূপত্বেন পরিণাম-শ্রুতিং হেতুমালম্ব্যাদ্ভির্যুক্তস্য পুরুষস্যাগমনং যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। স্বর্গাদেবা-

---

তবে অন্ন যেরূপ ভোগের সাধন, জীবও তদ্রূপ, এই নিমিত্তই জীবে অন্নধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে এবং জীবকে অন্ন-শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বস্তুত প্রজাকে যেরূপ রাজার অন্ন এবং পশুকে যেরূপ প্রজার অন্ন বলা হইয়া থাকে, জীবকেও তদ্রূপ দেবতাদিগের অন্ন বলা হইয়াছে। ঐরূপ প্রয়োগ ঔপ-চারিক। জীব যদি যথার্থই দেবতাদিগের ভক্ষণীয় অন্ন হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি বিধি বৃথা হইয়া যাইত। জীব যদি চন্দ্রলোকে গমন করি-লেই দেবতাগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কোন্ জীব কি নিমিত্ত তথায় গমন করিত এবং কি জন্যই বা তাহারা চন্দ্রলোক-প্রাপক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত? ফলত অজ্ঞ জীবের দেবাধীনত্ব প্রদর্শন দ্বারা স্বর্গাদি ফলের অকিঞ্চিৎকরত্ব ব্যক্ত করাই ঐ সকল শ্রুতির উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। অতএব জীব যে মৃত্যুকালে জলাদি ভূত-ত্রয়ের সহিতই গমন করেন, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

অনন্তর 'য ইমে গ্রামে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের ধূমাদি মার্গ দ্বারা স্বর্গাদি বলিয়া পরিশেষে ছান্দোগ্যোক্ত 'জীব স্বর্গভোগের অনন্তর ঐ

ছান্দোগ্যে—যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তত ইতি। তত্র সংশয়ঃ। স্বর্গাদবরোহন্নিরনুশয়ঃ সানুশয়ো বেতি। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেত্যুক্তেঃ প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্যে-ত্যাত্যুক্তেশ্চ নিরনুশয়োঽবরোহতীতি। সম্পাতঃ কর্ম্ম সম্প-তন্ত্যনেন স্বর্গমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনুশয়ো ভুক্তশিষ্টং কর্ম্ম। অনুশেতে কর্ত্তারং ফলভোগায়েতি ব্যুৎপত্তেঃ। তচ্চ কৃৎস্ন-ফলভোগে সতি নাবশিষ্যতে। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ॥ ৮ ॥

রোহতস্তস্য কর্ম্মাভাবেন তৎসমবেতানাম্ অপাং চাভাবাদিত্যাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। ভুক্ত্বা ততোঽবরোহতঃ কর্ম্মাভাবে ন তদ্ধেতুকশ্চ শূকরাদিযোনিলাভা-ভাবাৎ। কর্ম্মফলেষু ন বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং তদুপলম্ভককর্ম্মশেষ-

---

পথেই পুনরাবৃত্ত হয়,' এই বাক্যে তথা হইতে পুনরাবৃত্তি পঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে সংশয় এই যে, জীব স্বর্গ হইতে অবরোহণ-কালে নিজ কর্ম্ম পরি-সমাপ্ত করিয়াই পুনরাগমন করে, কি ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম সহকারেই তাহার পুনরাবৃত্তি হয়? যদ্দ্বারা স্বর্গে গমন হয়, তাহারই নাম সম্পাত। অতএব কর্ম্মই সম্পাত শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কর্ম্ম যদি সম্পাতের অর্থ হইল, তবে 'যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা' এই শ্রুতির 'যাবৎ কর্ম্ম থাকে, তাবৎ বাস করিয়া' এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' এই বাক্যের তাৎপর্য্যও ঐরূপই। অতএব জীব যে নিরনুশয় অবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্ম শেষ করিয়াই স্বর্গ হইতে অবরোহণ করে, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, যাহা কর্ত্তাকে ফলভোগে নিযুক্ত করে, তাহাকেই অনুশয় বলে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে ভুক্তাবশেষ কর্ম্মই অনুশয় শব্দের অর্থ। সমস্ত ফলের ভোগ সম্পন্ন হইলে আর উহা থাকিতে পারে না। অতএব জীব ফলভোগ শেষ করিয়া নিরনুশয় অবস্থাতেই ইহলোকে পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাই বলা যাউক। এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ অষ্টম সূত্র অবতারিত হইতেছে।

চন্দ্রলোকে সুখভোগায় যৎ কর্ম্ম কৃতং তস্যেষ্টাদেস্তত্র ভোগেনাত্যয়ে ক্ষয়ে সতি তদ্ভোগক্ষয়জাতশোকানলবিলীন-ভোগদেহোঽনুশয়বানবরোহতি। কুতঃ—দৃষ্টেতি। তদয ইহ রমণীয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বেতি তত্রৈব দর্শনাৎ। রমণীয়চরণা রমণীয়কর্ম্মাণঃ। ভুক্তশিষ্টপক্বসুকৃত-বন্ত ইত্যর্থঃ। অভ্যাসোঽভ্যাগন্তারঃ অভ্যাপূর্ব্বাদসেঃ ক্বিপি

সত্ত্বাৎ তেষু তদ্যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলম্। এতদভিপ্রায়েণ ন্যায়মাহ—অথ য ইত্যাদিনা। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। সম্পাতশব্দার্থঞ্চ ব্যাচষ্টে সম্পাত ইত্যাদিনা।

কৃতাত্যয়ে ইতি। তচ্চ সম্পাতশব্দিতং কর্ম্ম সূত্রস্থং তুষ্টপদমেব ব্যাচষ্টে লোকে জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচভোগদর্শনাৎ সানুশয়ঃ স্বর্গাৎ পততীতরথা

ফলোন্মুখ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জীব যে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই পুন-রাগমন করেন, ইহা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ।

চন্দ্রলোকে সুখভোগের নিমিত্ত ইহলোকে ইষ্ট প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম করা হয়, ঐ স্থানে ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইলে, ভোগক্ষয়জন্য শোকানলে জীবের ঐ ভোগদেহ বিলীন হয়; সুতরাং তিনি তখন বীজরূপে স্থিত অফলোন্মুখ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই ইহলোকে পুনর্ব্বার আগমন করেন, শ্রুতিতে বলিয়াছেন। আগমনকালীন উৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা উত্তম যোনি অর্থাৎ, ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্তি হয়। আর তৎ-কালীন নিন্দনীয় আচরণ দ্বারা নিকৃষ্টযোনি অর্থাৎ কুক্কুরযোনি, শূকর-যোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্তি হয়। রমণীয় চরণ শব্দের অর্থ, রমণীয় কর্ম্ম; অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট-পরিপক্ক-সুকৃতশালী। অভ্যাস শব্দের অর্থ অভ্যাগন্তা।

রূপম্। হ স্ফুটম্। যদষদা তদেত্যর্থাৎ। ইহ পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তীতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সানুশয়োঽবরোহতি। যাবৎসম্পাতম্ ইত্যাদিবাক্যন্তু ফলার্পণপ্রবৃত্তকর্ম্মবিশেষপরমিত্যবিরোধঃ ॥ ৮ ॥

অবরোহে প্রকারবিশেষং দর্শয়তি—

যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৯ ॥

চন্দ্রাদবরোহন্ননুশয়ী যথেতমবরোহত্যনেবঞ্চ। যথেতং যথাগতম্। অনেবং তদ্বিপর্য্যয়েণ। ধূমাকাশয়োরবরোহেঽপি সংকীর্ত্তনাদযথেতমিতি প্রতীয়তে। রাত্র্যাদ্যসংকীর্ত্তনাদভ্রাত্র্যুপসংখ্যানাচ্চানেবং চেতি ॥ ৯ ॥

তদ্ভোগস্যাকস্মিকতাপত্তিরিতি। ইহ পুনরিতি শ্রীভাগবতে। উভয়েতি পুণ্যপাপশেষাভ্যামিত্যর্থঃ। যাবদিত্যাদিবাক্যার্থং সঙ্গময়তি যাবদিতি ॥ ৮ ॥

যথেতমিতি। উপসংখ্যানাৎ সংগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

অভি পূর্ব্বক আ পূর্ব্বক অস ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিয়া উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্‌শব্দের অর্থ যদা, তদ্‌শব্দের তদা, এই অর্থ হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—এই পুনর্জন্ম-সময়ে জীব সকল পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অবশেষের সহিত আগমন করেন। অতএব জীবের ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই অবরোহণ সিদ্ধ হইল। 'যাবৎ সম্পাতম্' ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'যাবৎ সম্পাত' শব্দ ফলার্পণপ্রবৃত্ত কর্ম্মবিশেষপর। অতএব যে কর্ম্ম যত দিন ফলোন্মুখ থাকে, তত দিন সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া তদন্তে জীবের পুনরাগমন বলিলেই সমস্ত বিরোধের ভঞ্জন হইল ॥ ৮ ॥

এক্ষণে অবরোহণের প্রকারবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন—

যেরূপে গমন, সেইরূপেই পুনরাগমন, কখন বা অন্যরূপও হইয়া থাকে। অনুশয়ী জীব যেরূপে গমন করেন, চন্দ্রলোক হইতে সেইরূপেই আগমন করেন। কখন বা অন্যরূপেও আগমন করিয়া থাকেন। অবরোহণ-

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ১০ ॥

ননু স্বর্গাৎ প্রচ্যুতোঽনুশয়াদ্‌যোনিং প্রাপ্নোতীতি ন যুজ্যতে। রমণীয়চরণা ইত্যাদিশ্রুত্যা চরণাৎ তদাপত্ত্যভিধানাৎ। ন চানুশয়চরণশব্দয়োরৈকার্থ্যম্‌। যথাকারী যথাচারী তথা ভবতীতি বৃহদারণ্যকে তয়োর্ভিন্নার্থত্বোক্তেঃ। কর্ম্মশেষোঽনুশয়শ্চরণং ত্বাচার ইতি চেন্নায়ং দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুতয়া শাস্ত্রার্থপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

চরণাদিতি। তদাপত্তীতি যোন্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। যথেতি। যথা কর্ম্ম করোতি যথাচারং করোতি তথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কালেও ধূম এবং আকাশের কীর্ত্তনহেতু পূর্ব্ববৎ অবরোহণই প্রতীত হয়। আবার গমনকালে রাত্রি প্রভৃতির অনুল্লেখ ও আগমন-কালে মেঘাদির উল্লেখ-হেতু তদ্‌বৈপরীত্যও প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শ্রুতিতে চরণ-শব্দ আছে বলিয়া কর্ম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি হয়, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অযুক্ত, এরূপও বলা যায় না; কারণ, কার্ষ্ণাজিনি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে অনুশয়ই উপলক্ষিত হয়।

যদি বল, স্বর্গ হইতে প্রচ্যুতির সময় ভুক্তশেষ বশতই দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, এরূপ বলা অযুক্ত। যেহেতু, রমণীয় চরণ ইত্যাদি শ্রুতিতে চরণশব্দে আচরণই অভিহিত হয়, অতএব আচরণক্রমেই দেহপ্রাপ্তি স্বীকৃত হয়; ভুক্তাবশেষক্রমে নহে। অনুশয় ও চরণ-শব্দ একার্থবাচক বলা যায় না। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ আচার, তদনুরূপ জন্ম হয়, এই স্থলে কর্ম্ম ও আচরণের অর্থ ভিন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্মের শেষকে অনুশয় এবং আচারকেই চরণ বলিয়া উহাদের একার্থতা স্বীকারে কোনরূপ দোষ হয় না। কার্ষ্ণাজিনি ঋষি, শ্রুত্যুক্ত চরণ-শব্দ অনুশয়কে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত হইয়াছে, ইহা

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ননু কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুত্বে বৈফল্যমাচারস্য ততশ্চ তদ্-বিধির্ব্যর্থ ইতি চেন্ন। কুতঃ কর্ম্মণোঽপ্যাচারসাপেক্ষত্বাৎ। নহি সদাচারবিহীনঃ কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে। সন্ধ্যাহীনোঽশুচি-র্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিত্যাদিস্মৃতেঃ। তথাচ সাচারস্য কর্ম্মণঃ ফলহেতুত্বাৎ তয়া কর্ম্মোপলক্ষ্যতে। ইতি কার্ষ্ণাজিনে-র্মতম্ ॥ ১১ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১২ ॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বমতনিরাসায়। চরণশব্দেন সুকৃতদুষ্কৃত এব বাচ্যে ইতি বাদরির্মন্যতে। পুণ্যং কর্ম্মাচরতীত্যাদৌ কর্ম্মণি

আনর্থক্যমিতি। নন্বনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণশ্রুতিরিতি ন সঙ্গচ্ছতে সদাচারদুরাচারাত্মকস্য কর্ম্মণ এব সদসদ্‌যোনিহেতুত্বসম্ভবাৎ অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ তদ্ধেতুত্বে চরণস্য বৈয়র্থ্যাদিতি চেন্ন। ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনির্বর্ত্ত্যত্বেন চরণাপেক্ষত্বাৎ তত্র চরণস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তয়েতি চরণশ্রুত্যা ॥ ১১ ॥

স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। বস্তুত কর্ম্মের সকল অর্থেরই কারণতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে ॥ ১০ ॥

কর্ম্মের সর্ব্বার্থহেতুত্ব প্রযুক্ত আচারের বিফলতা ও পূর্ব্বোক্ত বিধির ব্যর্থতা হউক, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, কর্ম্ম আচার-সাপেক্ষ। সদাচারবিহীন ব্যক্তি কখনই কর্ম্মে অধিকারী হয় না। স্মৃতি-তেই বলিয়াছেন, সন্ধ্যাহীন নিত্য অশুচি ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই অনধিকারী। ফলত সদাচার সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ফলহেতু। অতএব তদ্দ্বারা কর্ম্মই উপলক্ষিত হইতেছে। ইহাই কার্ষ্ণাজিনির মত ॥ ১১ ॥

বাদরি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই বোধ করায়।

তু-শব্দ পূর্ব্বমত-নিরাসার্থ। বাদরির মতে চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বোধিত হয়। 'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মেই চর-ধাতুর

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু স্বর্গাৎ প্রচ্যুতোঽনুশয়াদ্‌যোনিং প্রাপ্নোতীতি ন যুজ্যতে। রমণীয়চরণা ইত্যাদিশ্রুত্যা চরণাৎ তদাপত্ত্যভিধানাৎ। ন চানুশয়চরণশব্দয়োরৈকার্থ্যম্। যথাকারী যথাচারী তথা ভবতীতি বৃহদারণ্যকে তয়োর্ভিন্নার্থত্বোক্তেঃ। কর্ম্মশেষোঽনুশয়শ্চরণং ত্বাচার ইতি চেন্নায়ং দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুতয়া শাস্ত্রার্থপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

চরণাদিতি। তদাপত্তীতি যোন্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। যথেতি। যথা কর্ম্ম করোতি যথাচারং করোতি তথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কালেও ধূম এবং আকাশের কীর্ত্তনহেতু পূর্ব্ববৎ অবরোহণই প্রতীত হয়। আবার গমনকালে রাত্রি প্রভৃতির অনুল্লেখ ও আগমন-কালে মেঘাদির উল্লেখ-হেতু তদ্‌বৈপরীত্যও প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শ্রুতিতে চরণ-শব্দ আছে বলিয়া কর্ম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি হয়, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অযুক্ত, এরূপও বলা যায় না; কারণ, কার্ষ্ণাজিনি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে অনুশয়ই উপলক্ষিত হয়।

যদি বল, স্বর্গ হইতে প্রচ্যুতির সময় ভুক্তশেষ বশতই দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, এরূপ বলা অযুক্ত। যেহেতু, রমণীয় চরণ ইত্যাদি শ্রুতিতে চরণশব্দে আচরণই অভিহিত হয়, অতএব আচরণক্রমেই দেহপ্রাপ্তি স্বীকৃত হয়; ভুক্তাবশেষক্রমে নহে। অনুশয় ও চরণ-শব্দ একার্থবাচক বলা যায় না। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ আচার, তদনুরূপ জন্ম হয়, এই স্থলে কর্ম্ম ও আচরণের অর্থ ভিন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্মের শেষকে অনুশয় এবং আচারকেই চরণ বলিয়া উহাদের একার্থতা স্বীকারে কোনরূপ দোষ হয় না। কার্ষ্ণাজিনি ঋষি, শ্রুত্যুক্ত চরণ-শব্দ অনুশয়কে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত হইয়াছে, ইহা

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ॥ ১১॥

ননু কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুত্বে বৈফল্যমাচারস্য ততশ্চ তদ্বিধির্ব্ব্যর্থ ইতি চেন্ন। কুতঃ কর্ম্মণোঽপ্যাচারসাপেক্ষত্বাৎ। নহি সদাচারবিহীনঃ কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে। সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিত্যাদিস্মৃতেঃ। তথাচ সাচারস্য কর্ম্মণঃ ফলহেতুত্বাৎ তয়া কর্ম্মোপলক্ষ্যতে। ইতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্॥ ১১॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ॥ ১২॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বমতনিরাসায়। চরণশব্দেন সুকৃতদুষ্কৃত এব বাচ্যে ইতি বাদরির্মন্যতে। পুণ্যং কর্ম্মাচরতীত্যাদৌ কর্ম্মণি

আনর্থক্যমিতি। নন্বনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণশ্রুতিরিতি ন সঙ্গচ্ছতে সদাচারদুরাচারাত্মকস্য কর্ম্মণ এব সদসদ্যোনিহেতুত্বসম্ভবাৎ অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ তদ্ধেতুত্বে চরণস্য বৈয়র্থ্যাদিতি চেন্ন। ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনির্বর্ত্ত্যত্বেন চরণাপেক্ষত্বাৎ তত্র চরণস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তয়েতি চরণশ্রুত্যা॥ ১১॥

স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। বস্তুত কর্ম্মের সকল অর্থেরই কারণতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে॥ ১০॥

কর্ম্মের সর্ব্বার্থহেতুত্ব প্রযুক্ত আচারের বিফলতা ও পূর্ব্বোক্ত বিধির ব্যর্থতা হউক, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, কর্ম্ম আচার-সাপেক্ষ। সদাচারবিহীন ব্যক্তি কখনই কর্ম্মে অধিকারী হয় না। স্মৃতিতেই বলিয়াছেন, সন্ধ্যাহীন নিত্য অশুচি ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই অনধিকারী। ফলত সদাচার সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ফলহেতু। অতএব তদ্দ্বারা কর্ম্মই উপলক্ষিত হইতেছে। ইহাই কার্ষ্ণাজিনির মত॥ ১১॥

বাদরি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই বোধ করায়।

তু-শব্দ পূর্ব্বমত-নিরাসার্থ। বাদরির মতে চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বোধিত হয়। 'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মেই চর-ধাতুর

চরতেঃ প্রয়োগাৎ। মুখ্যে সংভবতি লক্ষণা ন যুক্তা। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেতি অনর্থান্তরম্। আচারোঽপি কর্ম্মবিশেষ এব। তথাপি ভেদোক্তিঃ কুরুপাণ্ডবন্যায়েন। ইদং স্বমতমিত্যেবশব্দঃ। তথা চ চরণশব্দেন কর্ম্মবিশেষোক্তেঃ সানুশয়োঽবরোহতীতি সিদ্ধম্॥ ১২॥

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রং গত্বা সানুশয়াস্তস্মাদবরোহন্তীত্যুক্তম্। ইদানীমনিষ্টাদিকারিণাং পাপিনামারোহাবরোহৌ পরীক্ষ্যেতে। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভি-

---

বস্তুতঃ কর্ম্মচরণয়োর্ন ভেদ ইত্যাহ সুকৃতেতি। পুণ্যং কর্ম্মেতি। ইষ্টাদিকারিণি ধর্ম্মং চরত্যেষ মহাত্মেতি তয়োরভেদপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ। অনর্থান্তরমিতি। এক এবার্থ ইত্যর্থঃ। তথা চেতি। ইষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগতানাং তস্মাদবরোহতায়ামনুশয়োঽস্তীতি সিদ্ধম্॥ ১২॥

ইষ্টাদিকৃত এব চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি এতদাক্ষিপ্য সমাধেয়াক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। পাপিনাং শুভেন বথা গতিরপি নেতি সিদ্ধান্তোক্তের্বৈরাগ্যদার্ঢ্যকরণাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ। ইষ্টাদিকৃতামন্যেষাঞ্চ চন্দ্রগত্যবিশেষাদিষ্টাদ্যনুষ্ঠানং ব্যর্থমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্ অনিষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগত্যভাবাৎ তদ্গতয়ে সার্থকং তদিতি

প্রয়োগ হইয়াছে। মুখ্যার্থের সম্ভবে লক্ষণা অযুক্ত। চরণ, অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম অর্থান্তর নহে। আচার শব্দেও কর্ম্মবিশেষই বোধিত হয়। পাণ্ডবেরা কুরুবংশীয় হইলেও যেরূপ কুরু ও পাণ্ডব শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, এখানেও ভেদ তদ্রূপই জানিতে হইবে। ইহাই সূত্রকারের নিজ মত, এইটি ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই এখানে 'এব' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রকারে চরণ-শব্দে কর্ম্মবিশেষেরই অভিধান হেতু সানুশয় জীবের অবরোহণ সিদ্ধ হইল॥ ১২॥

ইষ্ট প্রভৃতি কর্ম্মাচারী ব্যক্তি সকল চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সানুশয় হইয়াই তথা হইতে অবরোহণ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অনিষ্ট প্রভৃতির অনুষ্ঠানকারী জীবগণের আরোহণ ও অবরোহণ পরীক্ষিত

গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনা ইতি ঈশাবাস্যে পঠ্যতে। অত্র পাপিনশ্চন্দ্রলোকং গচ্ছন্ত্যুত যমলোকমিতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি—

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥

ইষ্টাদিকৃতামিবানিষ্টাদিকৃতামপি চন্দ্রে গমনং শ্রুতম্। যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি কৌষীতক্যুপনিষদি সর্ব্বেষামবিশেষেণ গতিশ্রবণাৎ তেঽপি তং গচ্ছন্তীতি। এবং সত্যুক্তবাক্যং দুরাচারনিবৃত্তি-

---

সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্। অসূর্য্যা ইতি। অসুরাণামিমে অসূর্য্যাঃ লোকাঃ স্থানানি ইদমর্থং যচ্ছান্দসঃ অসুরস্য ইতি সূত্রাৎ। শ্রীহরিবিমুখা হ্যসুরাঃ। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয় ইত্যাগ্নেয়বিষ্ণুধর্ম্মবচনাৎ। অন্ধেন তমসাবৃতা অজ্ঞানেন বৃতাঃ। প্রেত্য মৃত্বা। আত্মহনঃ আত্মাপহ্নবকর্ত্তারো বহির্ম্মুখা ইত্যর্থঃ। অত্রেতি। পাপিনঃ চন্দ্রং গত্বা ততো যমং গচ্ছন্ত্যুত যমমেবেত্যর্থঃ।

অনিষ্টাদীতি। সর্ব্বেষামিতি। মৃতমাত্রাণামিতি পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ সিদ্ধান্তে তু যে ইষ্টাদিকৃতস্তেষাং সর্ব্বেষামিত্যর্থো বোধ্যঃ। তেঽপি তমিতি। তে পাপিনঃ

হইতেছে। ঈশাবাস্য উপনিষদে পঠিত হয়,—'যাহারা আত্মঘাতী, তাহারা মৃত্যুর পর গাঢ়তিমিরাচ্ছন্ন সূর্য্যবিহীন লোকে গমন করে।' এই স্থলে পাপী সকল চন্দ্রলোকেই গমন করে, অথবা যমলোকেই গমন করে, এইরূপ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

ইষ্টাদিকারীর ন্যায় অনিষ্টাদিকারীরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রবণ করা যায়। কৌষীতকী উপনিষদে, 'যে কেহ ইহলোক হইতে গমন করে, সেই সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে সকলেরই অবিশেষ গতির শ্রবণ-হেতু সকলেই যে চন্দ্রলোকে গমন করে, এরূপ সিদ্ধ হইতেছে।

পরতয়া নেয়ম্। ননু পুণ্যবতাং পাপিনাঞ্চ সমানং ফলম্। নৈবম্। পাপিনাং তত্র ভোগাভাবাৎ॥ ১৩॥

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ॥ ১৪॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ইতরেষামনিষ্টাদিকৃতাং সংযমনে যমপুরে গমনম্। তত্র যমদণ্ডমনুভূয় পুনরিহাগমনঞ্চ স্যাৎ। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ তদিতি। ন সম্পরায়ঃ প্রতি ভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ-

---

চন্দ্রলোকমিতি। তত্র হেতুঃ পাপিনামিতি। পাপিনশ্চন্দ্রে গতিমাত্রং কৃত্বা ততোঽবরুহ্য নরকে নিপতন্তি নতু তত্র সুখং ভুঞ্জত ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

সংযমনে ইতি। নেতি। সম্পরায়ো হরিলোকস্তদুপায়ঃ সৎকর্ম্মজ্ঞানাদিঃ সাম্পরায়ঃ স বালমজ্ঞং প্রতি ন ভাতি। মূঢ়ং ছন্নদৃষ্টিম্। অতএব প্রমাদ্যন্তং বিষয়াসক্তম্। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু বিপরীতদর্শী চ স ইত্যাহ—অয়ং মত্তবনাধারভূতো লোকোঽস্তি নতু পর ইতি মানী। অতস্তদনুগুণং পাপ-

---

এরূপ হইলেও ঐ সকল বাক্য দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হয়। কারণ, পুণ্যশীল ও পাপীর সমান ফল কখনই সঙ্গত হয় না। চন্দ্রলোকে পাপীদিগের ভোগেরই অসম্ভাব দেখা যায়॥ ১৩॥

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন,—

তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ-নিরাসের নিমিত্ত। অনিষ্টাদিকারী ব্যক্তি সকল সংযমন নামক যমপুরে গমন করে,এবং সেই স্থানে যমদণ্ড জন্য দুঃখ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানেই আগত হয়। সুতরাং উহাদিগেরও আরোহণ ও অবরোহণ সিদ্ধ হইতেছে। কাঠকে বলিয়াছেন, 'বালক, প্রমাদী ও বিত্তলোভে মূঢ় ব্যক্তির পরলোকের ধারণাই নাই। তাহারা এই লোকই সত্য, পরলোক

পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ইতি কঠবল্ল্যাং যমলোকতদ্দণ্ডপ্রাপ্তি-শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ। পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনমিত্যাদৌ সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ ইত্যাদিষু চ পাপিনাং যমবশ্যতাং মুনয়ঃ স্মরন্তীতি ॥ ১৫ ॥

অপি সপ্ত ॥ ১৬ ॥

রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নির্বৈতরণী তথা। কুম্ভীপাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকাণি তু॥ তামিস্রশ্চান্ধতামিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ সংপ্রকীর্ত্তিতৌ। ইতি সপ্ত প্রধানানি বলীয়স্তূত্তরোত্তরমিতি ভারতে। পাপিনাং ফলভোগভূমিত্বেন সপ্ত নরকাণি স্মর্য্যন্তে। তানি তে যান্তীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ পঞ্চ-মান্তস্মৃতানি পরাণি গৃহ্যন্তে ॥ ১৬ ॥

মাচরন্ পুনঃপুনরুৎপত্তিমৃত্যুযোগে যমস্য মে বশমাপদ্যতে ইতি নচিকেতসং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

স্মরন্তীতি। তত্র তত্রেত্যাদি দ্বয়ং শ্রীভাগবতে ॥ ১৫ ॥

নাই, এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস বশত পুনঃপুন আমার (যমের) অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে' ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—'পাপী মৃত্যুর পর যমরাজ্য-গমন-কালে পথি-মধ্যে পুনঃপুন পতনে ক্লান্ত ও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা পুনর্ব্বার উত্থিত ও পাপপথে দ্রুতগতি যমান্তিকে নীত হয়। পাপিগণ যমের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ॥ ১৫ ॥

নরক সাতটি। রৌরব, মহান্, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক, এই পাঁচটি অনিত্য নরক এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই দুইটি নিত্য নরক মহাভারতে

নন্বেবমীশ্বরকর্ত্তৃকসর্ব্বনিয়মেনোক্তিবাধস্তত্রাহ—

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥

চোঽবধারণে। তেষু যমাদিষু দণ্ডকর্ত্তৃষ্বীশ্বরকর্ত্তৃকনিয়মনরূপাদ্ব্যাপারাত্তদুক্তেরবাধ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রযুক্তাঃ খলু যমাদয়ঃ পাপিনো দণ্ডয়ন্তীতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

ননু পাপিনামপি যমদণ্ডানন্তরং চন্দ্রারোহঃ স্যাৎ। যে বৈ কে চাস্মাদিত্যাদৌ সর্ব্বশব্দাদিত্যাক্ষেপনিরাসায়াহ—

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অপীতি। অপিশব্দাদিতি। পঞ্চমস্কন্ধান্তেঽষ্টবিংশতির্নরকা বর্ণ্যন্তে। তেষু পরাণি রৌরবাদিসপ্তকেতরাণি গ্রাহ্যাণীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নন্বিতি। এবং স্মরন্তীতি সূত্রোক্তে যমাদিকর্ত্তৃকে প্রাণিদণ্ডে ন স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ।

তত্রাপীতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

উক্ত আছে। ঐ সাতটি নরক পাপীদিগের ফলভোগের স্থান। সূত্রোক্ত অপি-শব্দ দ্বারা তদ্ব্যতীত অপর একবিংশতি নরকও গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

পাপীদিগের যমরশ্যতা-স্বীকারে ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ামকত্বের বাধ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—

চ-শব্দ অবধারণে। যমাদির দণ্ডদাতৃত্ব ঈশ্বরপ্রযোজ্য বলিয়া তাঁহার সর্ব্বনিয়মনোক্তির বাধা হয় না। যমাদি যে পাপীকে দণ্ড দেন, তাহা ঈশ্বর-প্রেরণাতেই, একথা পুরাণেই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৭ ॥

'যে কেহ এই লোক হইতে গমন করে, সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে,' ইত্যাদি বাক্য হইতে পাপী সকল যমপুরে যমদণ্ড ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে গমন করে, ইহারই সম্ভাবনায় পরসূত্রে উক্ত আক্ষেপের নিরাকরণ করিতেছেন,—

বিদ্যা দ্বারা দেবযান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান, এইরূপ উক্তি হইতে পাপীর চন্দ্রলোক-গমন অযুক্তই হইতেছে।

তুশব্দাদাক্ষেপনিবৃত্তিঃ। নেত্যাকৃষ্যম্। পাপিনাং চন্দ্রাপ্তি-র্নৈবোপপদ্যতে। কুতঃ দেবযানপিতৃযানয়োঃ প্রতিপত্তৌ রিদ্যাকর্ম্মণোরেব প্রকৃতত্বাৎ। ছান্দোগ্যে তদ্য ইত্থং বিদু-রিত্যাদিনা বিদ্যয়া দেবযানপন্থাঃ প্রাপ্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। অথ য ইমে গ্রামে ইত্যাদিনা তু কর্ম্মণা পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রাপ্য ইতি। এবং সতি স সর্ব্বশব্দোঽধিকৃতাপেক্ষো ভবেৎ॥ ১৮॥

নন্বু চন্দ্রগত্যভাবে পাপিনামিহ দেহোপলম্ভো ন স্যাৎ। তদ্ধেতোঃ পঞ্চমাহুতেরসম্ভবাৎ। তস্যাশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-ত্বাৎ। অতো দেহোপলম্ভায় সর্ব্বেষাং চন্দ্রগতিরাবশ্যকীতি চেত্তত্রাহ—

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ॥ ১৯॥

তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় তৎপূর্ব্বকপঞ্চমাহুত্যপেক্ষা নাস্তি। কুতঃ তথেতি। শ্রুতৌ তথাপ্রত্যয়াৎ। অয়মর্থঃ।

বিদ্যেতি। নেত্যাকৃষ্যমিতি। পরসূত্রাদিতি বোধ্যম্। স ইতি। যে বৈ কে চেতি বাক্যস্থ ইত্যর্থঃ। অধিকৃতাপেক্ষঃ যে চন্দ্রলোকপ্রাপকে কর্ম্মণ্যধি-কৃতাস্তৎসর্ব্বাপেক্ষীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

তু-শব্দ আক্ষেপের নিবারণার্থ। পরসূত্র হইতে 'ন' অনুবর্ত্তিত হইবে। পাপীদিগের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না। কারণ, দেবযান ও পিতৃযানের স্বীকারে বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ছান্দোগ্যে বিদ্যা দ্বারা দেবযান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান উক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে, বাদরি-প্রদ-র্শিত শ্রুতিতে যে সর্ব্ব-শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা যে অধিকৃতমাত্রাপেক্ষী, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে॥ ১৮॥

সকলেরই চন্দ্রগতি আবশ্যক, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

তৃতীয়স্থানে দেহলাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই, কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপই উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে, ঐ

তত্রৈব যথাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরে শ্রূয়তে। অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবৃত্তীনি ভূতানি জীবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্। তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইতি। যানি ভূতান্যুক্তয়োঃ দেবযানপিতৃযানয়োঃ পথোর্মধ্যে কতরেণচন কেনাপি পথা ন গচ্ছন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশককীটাদীন্যসকৃদাবৃত্তীনি জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ভবন্তি। পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। এতত্তৃতীয়ং স্থানমিতি। দংশাদিদেহাঃ পাপকর্ম্মাণঃ কথ্যন্তে। স্থানত্বং স্থানসম্বন্ধাৎ।

নেতি। যথাসাবিতি। শ্বেতকেতুং প্রতি প্রবাহণস্য প্রশ্নঃ। বহুভির্মৃতৈর্জনৈশ্চন্দ্রলোকঃ কথং ন সম্পূর্য্যতে তৎ ত্বং বেত্থেতি তস্যার্থঃ। অথৈতয়োরিতি তৎপিতরং গৌতমং প্রতি প্রবাহণস্যোত্তরম্। অস্যার্থঃ। এতয়োঃ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথোর্মার্গসাধনয়োঃ কতরেণচনান্যতরেণ বিদ্যয়া কর্ম্মণা বা বৈঽন্যতরস্মিন্ পথি নাধিকৃতাস্তেষাং পাপিনাং ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবৃত্তিজন্মমরণবাহুল্যযুক্তস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ ইতি ন তেষাং চন্দ্রপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। জায়স্বেতি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ভবন্তীত্যর্থঃ। সমুচ্চয়েঽন্যতরস্যামিতি সূত্রাৎ লোট্। তত্র হি সামান্যার্থস্য ধাতোরনুপ্রয়োগঃ। সংসরতীতি তস্যার্থঃ। ভাষ্যে পুনঃপুনরিত্যুক্তেস্তু প্রতিদেহাপেক্ষয়েতি বোধ্যম্। তৃতীয়ং স্থানমিতি। মার্গদ্বয়োপক্রমাৎ তৃতীয়মার্গ ইত্যেকে। কিঞ্চ ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবিতি বাক্যং

লোকের পূর্ত্তি হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, এই দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের কোন পথেই এই সকল পুনঃপুন আবর্ত্তনকারী ক্ষুদ্র দংশমশকাদি ভূত সকল গমন করিতে পারে না। জন্ম ও মরণই তৃতীয়স্থানের ধর্ম্ম। সুতরাং চন্দ্রলোকের পূর্ত্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই দুই পথে যাইতে পারে না, দংশমশকাদি তাদৃশ ক্ষুদ্র জন্মমরণাধীন নিকৃষ্ট জীব সকলই তৃতীয় স্থান। দংশমশকাদি দেহই পাপকর্ম্মের ফল

তৃতীয়ত্বন্তু পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টব্রহ্মলোকদ্যুলোকাপেক্ষয়া। ততশ্চ যে বিদ্যয়া দেবযানে পথি নাধিকৃতা নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে তেষামেব ক্ষুদ্রজন্তূনাং দংশমশকাদ্যসকৃদাবৃত্তীনাং তৃতীয়ঃ পন্থাস্তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইতি তেষাং দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন তল্লোকাসংপূর্ত্ত্যুক্তেস্তৃতীয়ে স্থানে দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতির্নাপেক্ষ্যেতি ॥ ১৯ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ২০ ॥

লোকে পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদীনামাহুতিসংখ্যানপেক্ষো দেহারম্ভঃ স্মর্য্যতে। অপি চেতি কিঞ্চিদন্যদুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তস্যাং সত্যামপাং পুরুষাকারতাং প্রতিপাদয়তি ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাং প্রতিষেধতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। তথা চন্দ্রং গতানামেবাহুতিসংখ্যানিয়মোঽন্যেষাং তু বিনৈব তমদ্ভিরেব দেহারম্ভ ইতি ন নিয়মস্যাদরঃ ॥ ১৯ ॥

স্মর্য্যতে ইতি। লোকে ইতি। আহুতিসংখ্যানপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। দ্রোণাদীনামেকা যোষিদাহুতির্নাস্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং পুরুষাহুতিশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ২০ ॥

বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্মলোক ও দ্যুলোকের অপেক্ষায় তৃতীয় বলিয়াই উহাদিগকে তৃতীয়স্থান বলা হয়। অতএব যাহারা বিদ্যা দ্বারা দেবযান পথ বা কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্ত হয় না, তাহারাই অর্থাৎ তাদৃশ দংশমশকাদি ক্ষুদ্র জীবই তৃতীয়স্থান। তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে না। সুতরাং আরোহণ ও অবরোহণের অভাব হেতু তাহাদিগের দ্বারা চন্দ্রলোকের পূর্ত্তিও সম্ভব হয় না। অতএব তৃতীয়স্থানে দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তও পুরাণে দৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীতেই পুণ্যকর্ম্মা দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নাদিরও দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না।

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি। তত্রৈব বিনৈবাহুতিসংখ্যামুদ্ভিজ্জস্বেদজয়োর্ভূতয়োর্জন্মশ্রবণাচ্চ তদনপেক্ষোঽপি সঃ। তথা চ যেষাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষামেব তস্যাং সত্যাং তদারম্ভোঽন্যেষাং তু বিনৈব তামদ্ভিরেব স স্যাৎ প্রতিষেধকাভাবাদিতি ॥ ২১ ॥

নন্বু স্বেদজো ন শ্রূয়তে ত্রীণ্যেবেতি বচনাদিতি চেত্তত্র সমাদধাতি—

দর্শনাদিতি। তেষামিতি। জীবজং জরায়ুজং জ্ঞেয়ম্। জরায়ুজং মনুষ্যাদি। অণ্ডজং পক্ষিসর্পাদি। স্বেদজং যূকাদি। উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি। অন্ত্যয়োঃ স্ত্রীপুরুষসংযোগং বিনৈব উৎপত্তিদর্শনাৎ নাদরণীয়স্তন্নিয়মঃ। বিনৈবেতি। তৎসংখ্যাদরণৈরপেক্ষ্যেণেত্যর্থঃ। তদিতি। আহুতিসংখ্যানিয়মনিরপেক্ষ্যঃ সঃ দেহারম্ভ ইত্যর্থঃ। তথা চ যেষামিতি। পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচস ইতি নৃদেহহেতুতয়াহুতিসংখ্যা নিগদ্যতে ন তু দংশাদিদেহহেতুতয়া. পুরুষশব্দস্য নৃজাতিবাচিত্বাদিতি বোধ্যম্। কিঞ্চ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বং কীর্ত্ত্যতে। ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং সত্ত্বং নিষিধ্যতে। বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাপত্তেরিত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ২১ ॥

পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকেই দংশমশকাদির উৎপত্তি সম্ভব কি না, তৎ-প্রদর্শনার্থই পৌরাণিক দ্রোণাদি পুরুষের উল্লেখ করা হইল ॥ ২০ ॥

ঐ সকল ভূতের অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই দ্বিবিধ ভূতের পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই। যাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ আছে, তাহাদেরই পঞ্চমাহুতির আবশ্যক। অন্যের পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে কেবল জল দ্বারাই দেহারম্ভ হয়। বেদে ইহার কোনরূপ প্রতিষেধও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহাই স্বীকার্য্য ॥ ২১ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২২ ॥

উদ্ভিজ্জমিতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপ্যবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ। উভয়োরপি ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য সাম্যাৎ। লোকে ভেদোক্তিস্তু জঙ্গমত্বাদ্যবান্তরভেদমাদায়। তস্মাদনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

ইষ্টাদিকৃতঃ সূক্ষ্মভূতযুক্তাঃ সানুশয়াশ্চাবরোহন্তীতি দর্শিতম্। তৎপ্রকারস্তু অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেত-

---

উক্তশ্রুতৌ ভূতানাং চাতুর্ব্বিধ্যং সাধয়িতুমুপক্রমতে তৃতীয়েতি। ঐতরেয়কে তত্র স্ফুটং তদুক্তং বোধ্যম্। উভয়োরপীতি। বৃক্ষাদিকং ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে যূকাদিকন্তু জলমুদ্ভিদ্যেতি দ্বয়োরবয়বার্থে বিশেষাভাবাৎ তেন স ইত্যর্থঃ। তেন চাতুর্ব্বিধ্যসিদ্ধিঃ। স্থাবরজঙ্গমত্বাভ্যাং ভেদস্য দুর্ব্বারত্বাৎ ॥ ২২ ॥

পূ[illegible] তৃতীয়ং স্থানমিত্যত্র স্থানশব্দেন স্থানী দংশাদিদেহঃ প্রাণিনিকরো [illegible]ক স্থানদ্বয়োপক্রমাৎ তেন তৃতীয়মার্গো বা লক্ষিতঃ। ইমৌ দ্বৌ [illegible]ত্যুপক্রম্যায়ং তৃতীয় ইত্যত্রোপক্রান্তসজাতীয়স্তৃতীয়ো দৃষ্টঃ। ইহ ত্বাকা[illegible]দানামবরোহতায়ামাকাশাদিসাদৃশ্যে লক্ষণা মাস্তু। শ্রুতি[illegible]

উক্ত ত্রিবীজ-বচনে স্বেদজের উল্লেখ না থাকাতে তাহার সমাধান করিতেছেন,—

তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারাই সংশোকজ অর্থাৎ স্বেদজ সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ উভয়েই ভূমি ও উদক হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া জন্ম লাভ করে বলিয়া পরস্পর সাম্য দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি স্থাবর ও দ্বিতীয়টি জঙ্গম বলিয়াই উহাদের লৌকিক ভেদ। অতএব অনিষ্টাদিকারীর চন্দ্রপ্রাপ্তি নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

ইষ্টাদিকারী ব্যক্তি সকল সূক্ষ্মভূতযুক্ত হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত অবরোহণ করেন, ইহা দর্শিত হইয়াছে। এবং অবরোহণের প্রকার অর্থাৎ

মাকাশমাকাশাদ্বায়ুঃ বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতীতি। যথেতমনেবঞ্চোক্তস্তত্রৈব। ইহাবরোহতায়ামাকাশাদিভাবঃ প্রতীয়তে। স কিং তাদাত্ম্যাপত্তিরুত সাদৃশ্যাপত্তিরিতি বিষয়ে সাদৃশ্যাপত্তিপক্ষে লক্ষণাপ্রসঙ্গাত্তাদাত্ম্যাপত্তিরেবাসাবিতি প্রাপ্তে—

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২৩ ॥

তৎসাদৃশ্যাপত্তিরূপঃ স মন্তব্যঃ। কুতঃ উপপত্তেঃ। চন্দ্রলোকে যদম্ময়ং বপুরারব্ধং ভোগায় তৎ কিল চণ্ডকরকরবৃন্দেন তুষারখণ্ডমিব ভোগক্ষয়ে ক্ষণজেন শোকাগ্নিনা বিলীয়-

---

মুখ্যার্থব্যাহতিপ্রসঙ্গাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে ইষ্টাদিকৃত ইত্যাদিনা। পূর্ব্বপক্ষে মুখ্যার্থসিদ্ধিঃ সিদ্ধান্তে তু গৌণার্থত্বং ফলমিতি বোধ্যম্। অথৈত-মিতি। অথ ভোক্তব্যকর্ম্মসমাপ্ত্যনন্তরম্। অধ্বানমাহ [illegible] অনেব-মিত্যম্বোপলক্ষণমেতৎ। যাঃ খলু আপশ্চন্দ্রলোকে দেহম[illegible]াপঃ পুরুষবচস[illegible]স্তৎকর্ম্ম-সমাপ্তাবাকাশমাগত্য তৎসমা যদা ভবন্তি তদা তাভির্যুক্তে[illegible]গতয়া পৃ[illegible]কাশসমো ভবতীত্যাহাকাশমিতি। এবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। বায়ুর্ভূত্বা বায়ু[illegible]বচস্ত্বং ভূত্বেত্যাদি। ধূমো মেঘোপাদানম্। অভ্রমম্বুভৃৎ সূক্ষ্মঃ। মেঘোঽম্বুমুক্ নিবিড়ঃ। স আকাশাদিভাবঃ।

তাঁহারা যেরূপে আকাশ হইতে বায়ু, পরে ধূম, তদন্তে অভ্র, তদন্তে মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়, ইহাও দর্শিত হইয়াছে। এই অবরোহণে আকাশাদি-ভাব প্রতীত হয়। ঐ আকাশাদি-ভাব তাদাত্ম্যাপত্তি অথবা সাদৃশ্যাপত্তি, এইরূপ সন্দেহে সাদৃশ্যাপত্তির পক্ষে লক্ষণার প্রসঙ্গহেতু, উহা তাদাত্ম্যাপত্তিই হউক, এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—

স্বাভাব্যাপত্তি অর্থাৎ সাদৃশ্যাপত্তিই সঙ্গত হইতেছে; কারণ উহাই উপপন্ন হইতেছে।

মানং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশতুল্যং ভবতি ততো বায়োর্বশমেতি ততো ধূমাদিভিঃ সংপৃচ্যতে ইত্যেবোপপদ্যতে। অন্যস্যান্য-ভাবাযোগাত্তত্ত্বেঽবরোহাসম্ভবাচ্চ ॥ ২৩ ॥

আকাশাদিপ্রবর্ষণান্তাদবরোহো বিলম্বেন ত্বরয়া বেতি সংশয়ে নিয়মহেত্বভাবাদ্বিলম্বেনেতি প্রাপ্তে—

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

তদিতি। তত্ত্বে ইতি। অনুশয়িনঃ আকাশাদিরূপত্বে সতি ততোঽবরোহো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। ক্ষীরস্য দধিভাবো দৃশ্যতে ক্ষীরকালে দধ্নো ভাবঃ। ইহ তু প্রাগ্‌বিদ্যমানাকাশাদিভাবোঽনুশয়িনো হুরুপপাদ ইত্যাদিযুক্তি-বশাদেব শ্রুতের্গৌণার্থতা স্বীকার্য্যা। ততশ্চানুশয়িনস্তভাবস্তৎসম্বন্ধমাত্রমেব সম্বন্ধশ্চ সাদৃশ্যাদন্যো ন সংভবেদতস্তদেব সঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বত্রাকাশাদিপ্রবর্ষণান্তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যানন্তরং পরপরসাদৃশ্যমিত্যু- [illegible]পজীব্য পরো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইত্যুপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গত্যাহ আক[illegible]কমনুশয়ী পূর্ব্বসাদৃশ্যেন চিরং স্থিত্বা পরসাদৃশ্যং ভজ-ত্যুতা[illegible]হে নিয়ামকশাস্ত্রাভাবাদনিয়মেন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

ঐ আ[illegible]াদি-ভাবকে তৎ-সাদৃশ্যাপত্তিই বলিতে হইবে। যেহেতু তৎসম্বন্ধেই উপপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রলোকে ভোগের নিমিত্ত যে জলময় দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা সূর্য্যকরোত্তপ্ত তুষারখণ্ডের ন্যায় ভোগক্ষয়ে শোকাগ্নি দ্বারা বিলীন হইলে, সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত আকাশতুল্য হইয়া থাকে। তদনন্তর বায়ুর বশতাপন্ন হয়। পরে ধূমাদির সহিত বিমিশ্রিত হয়। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এক পদার্থের অন্যপদার্থত্ব সম্ভব হয় না। বিশেষত তাদাত্ম্যা-পত্তিতে অবরোহণই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ ২৩ ॥

আকাশাদি-প্রবর্ষণান্ত অবরোহণ কথিত হইয়াছে। ঐ অবরোহণ বিলম্বে অথবা সত্বরই হইয়া থাকে, এইরূপ সংশয়ে নিয়ম ও কারণের অভাবে বশত বিলম্বই সিদ্ধান্তিত হইলে, উত্তর করিতেছেন,—

আকাশাদিতো নাতিচিরেণাবরোহঃ। কুতঃ বিশেষাৎ। পরত্র ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তাবতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি বিশেষোক্তেরিত্যর্থঃ। তলোপশ্ছান্দসঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুঃখ-নিষ্ক্রমণমিত্যর্থঃ। ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ দুঃখনির্গমোক্ত্যাকাশাদি-প্রাপ্তৌ ত্বরয়া নির্গমো বোধ্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রবর্ষণানন্তরং ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্ত ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ ব্রীহ্যাদিষনুশয়িনাং

নাতিচিরেণেতি। অতিচিরেণ বিলম্বেন নাবরোহঃ কিন্তু ত্বরয়ৈবেত্যর্থঃ। জীবোঽল্পমল্পকালমাকাশাদিষু বর্ষান্তরেষু সাদৃশ্যেন স্থিত্বা ধারয়া ভুবমাবি-শতীতি যাবৎ। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি শ্রুতৌ ব্রীহ্যাদিষু চিরস্থিতি-রূপবিশেষাবগমাৎ। অতোঽস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিভাবাদিত্যর্থঃ। ভূপ্রবেশানন্তরং জীবস্য ব্রীহ্যাদিষু প্রবেশমুক্ত্বা তেভ্যো নির্গমসময়ে তেষু চিরাবস্থিতিস্তস্য প্রতীয়তে। অথৈত[illegible] তথা চাকাশাদিষু চ চিরস্থিত্যচিরস্থিতী এব জীবস্য সূ[illegible]নমাহ [illegible] স্থূলদেহাভাবেন মুখ্যয়োস্তয়োরসম্ভবাৎ। তস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিপ্র[illegible] দেহম[illegible] [illegible]পঃ পুরুষ[illegible]নমেব তৎসাদৃশ্যেনাবস্থিতিরিতি সিদ্ধান্তি ॥ ২৪ ॥ [illegible]ভির্যুক্তে[illegible] [illegible]তয়া

তস্মিন্নেবাবরোহেঽনুশয়িনাং বর্ষধারয়া ভূপ্রবেশানন্তরং জ[illegible] বায়ু[illegible]চত্ত ইত্যাহ ত ইহ ব্রীহীত্যাদি। তেঽনুশয়িনঃ। জীবানাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মশ্রুতির্মুখ্যার্থা ভবত্যুতান্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রং তেষাং জন্মেতি গৌণার্থা সেতি

আকাশাদি হইতে অবরোহণ সত্বরই হইয়া থাকে, কারণ তদ্বিষয়ে বিশেষ উক্তি দৃষ্ট হয়। 'ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তৌ' ইত্যাদি বাক্যে 'দুর্নিষ্প্রপতরং' শব্দের অর্থ দুঃখ-নিষ্ক্রমণ; সুতরাং ব্রীহ্যাদিভাব-প্রাপ্তি হইলে, দুঃখনিষ্ক্রমণ হইবে, এইরূপ উক্তি দ্বারা আকাশাদি-ভাবপ্রাপ্তিতে শীঘ্র নির্গমণই বোধিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

প্রবর্ষণানন্তর তাহারা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল ও মাষ হইয়া জন্মে, এইরূপ শ্রুতি আছে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, সানুশয়ী জীবগণের